সেনসেক্স : ৭১,৫৯৩.২৪ (-১০৪৫.৪৬)
নিফটি : ২২,২৩১.৮০ (-৩৭১.২৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ধ্রুপদি ঐতিহ্যে কৌতুক মিশিয়ে নোবেল অ্যান কার্সনের ৭

আজ রাষ্ট্রপতির কাছে রাহুলরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	২১°	৩০°	২০°	৩০°	২১°	২৯°	২০°

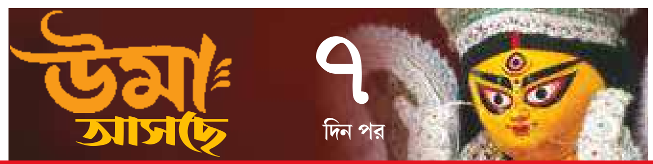

শিলিগুড়ি ২১ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 9 October 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 143

ডেডলাইন পার, প্রশান্ত নিখোঁজই

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : কতটা প্রভাবশালী হলে তবে প্রশান্ত বর্মন হওয়া যায়...? হাইকোর্টের খোদ প্রধান বিচারপতির নির্দেশেও থোড়াই কেয়ার! রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিওকে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন প্রধান বিচারপতি। সেই নির্দেশকে যেন পাত্তাই দিলেন না খুনির আসামি প্রশান্ত। বেলা গড়িয়ে সন্ধে হলেও বৃহস্পতিবার বিধাননগর এসিজেএম কোর্টে পৌঁছোলেন না তিনি।

বিধাননগর এসিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী মহম্মদ সাবির আলি বলেন, 'হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও প্রশান্ত বর্মন আসেননি।' সংশয় অবশ্য ছিল খোদ প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেরই। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও মঙ্গলবার তিনি বলেছিলেন, 'উনি তো সবকিছুর ঊর্ধ্বে। উনি সুপ্রিম কোর্টকে তোয়াক্কা করেন না। হাইকোর্টকে কি উনি পাত্তা দেবেন?'

- হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আশঙ্কাই সত্যি হল
- ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও তোয়াক্কা করলেন না প্রশান্ত বর্মন
- বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে কি না তা নিয়ে সংশয়

সেই সন্দেহই বাস্তব হল। এই নিয়ে তিন-তিনবার আদালতের আত্মসমর্পণের নির্দেশ উপেক্ষা করলেন প্রশান্ত। এর আগে একবার হাইকোর্ট, আরেকবার সুপ্রিম কোর্টের আত্মসমর্পণের নির্দেশে তিনি কান দেননি। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে প্রধান অভিযুক্ত তিনি। প্রধান বিচারপতির মঙ্গলবারের নির্দেশ শুনে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল স্বপনের পরিবারও।

বৃহস্পতিবার নিহতের শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা বলেন, 'আমি জানতাম, উনি আদালতের নির্দেশ পালন করবেন না। মাথায় বড় কারও হাত না থাকলে এটা সম্ভব না।' মাথায় প্রভাবশালী কারও হাত আছে বলে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' আগেই আভাস দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে প্রশান্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে এখন হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করতে বাধা রইল না সিআইডির।

এরপর দশের পাতায়

পরপর দুইবার শিল্ড জয় বাগানের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১
(সামির)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : গতবছরই শিল্ডের সেই বিখ্যাত ৫-০ ডার্বি জয়ের উৎসব পালন করেছিল ইস্টবেঙ্গল। যার রেশ ছিল এই মরশুমেও। কিন্তু সেই জয়ের উৎসবে রঙে রং মেলাতে পারলেন না বর্তমান লাল-হলুদ ফুটবলাররা। গতবারের মতোই এবারও আইএফএ শিল্ডও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

আইএফএ-র দুই টুর্নামেন্টেই চ্যাম্পিয়ন হলেন অনিরুদ্ধ থাপা-লিস্টন কোলাসোরা। ম্যাচ শেষে হাজারখানেক সমর্থককে আনন্দের আতিশয্যে আইএফএ-র বাজানো 'চিরকাল মাঠ কাঁপিয়ে খেলবে মোহনবাগান'-এর সঙ্গে নাচতে দেখা গেল। কিন্তু সত্যিই কি মাঠ কাঁপিয়ে খেললেন সবুজ-মেরুন জার্সিধারীরা? ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়া প্রথম শিল্ড জয়ী

এরপর দশের পাতায়

শারদ-সুর

উমার আবাহনের প্রস্তুতি পদ্মবনে। নদিয়ায় বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

স্বপ্ন দেখাতে হবে... শমীকের মন্তব্যে জলঘোলা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : আশঙ্কা ছিল, সত্যি হল। শমীক-সফরে বিঁধে গেল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাঁটা।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পদাধিকারীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মন্ত্রী শংকর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হলেও ডাক পেলেন না মহকুমার অপর বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। এই নিয়ে বেজায় চটেছেন ফাঁসিদেওয়ার জনপ্রতিনিধি। তিনি শমীক ও আরএসএস নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, রাজ্য সভাপতির একটি বার্তা ঘিরে বিস্তর জলঘোলা

ডাক না পেয়ে ক্ষিপ্ত বিধায়ক দুর্গা

শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, তিনি নাকি বলেছেন, সমস্ত উন্নয়ন করা কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের আশা জাগিয়ে রাখতে হবে, স্বপ্ন দেখাতে হবে। এই বক্তব্য জানাজানি হতেই দলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ভোটের আগে উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে বিজেপি গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো বিকাশ থেকে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা দূর করে এইমস, আইআইটি, ক্যানসার হাসপাতাল ও আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম তৈরির স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল।

দলীয় সূত্রে খবর, বৈঠকে উপস্থিত নেতাদের সামনে শমীক সরাসরি স্বীকার করেন, 'সব উন্নয়ন আমরা একসঙ্গে করতে পারব না।'

বিতর্ক থামাতে পদ্ম শিবিরের

এরপর দশের পাতায়

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
ধর্ম পরিবর্তন নয়, বার্তা শুভেন্দুর

মালদা, ৮ অক্টোবর : ভূতনির বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদায় এসে সভামঞ্চ থেকে ধর্ম পরিবর্তন নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার মানিকচকের বিএসএস হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর মুখে উঠে এল 'লাভ জিহাদ', 'ল্যান্ড জিহাদ', গোমাতা, কালিয়াচক ও মোথাবাড়ির প্রসঙ্গ। ধর্ম পরিবর্তন হলে তাঁর থেকে 'খারাপ কেউ হবে না'— এমনই মন্তব্য করে কার্যত কড়া বার্তা দিলেন তিনি। একই সঙ্গে মাদ্রাসাতেও পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

বন্যা ও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এদিন সভার শেষদিকে মালদাবাসীর উদ্দেশে একাধিক আবেদন জানান শুভেন্দু। তাঁর প্রথম আবেদন ছিল, জেলাকে নেশামুক্ত করা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় কালিয়াচকে আফিম ও গাঁজার চাষ বন্ধ করতে হবে।' পাশাপাশি ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ১২-১৩ বছর বয়সেই অনেক মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব করানো হচ্ছে। এই ছবি অত্যন্ত ভয়ংকর। শুধু সরকারি ভাতা দেওয়া বা বাড়ি তৈরির টাকা দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সমাজ সংস্কারের কোথাও যেন ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা না ঘটে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে 'লাভ জিহাদ' এবং 'ল্যান্ড জিহাদ'-এর কথাও। সভার একেবারে শেষ পর্যায়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে

মথুরাপুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

- মাদ্রাসাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে
- ২০৫০ সালে পশুহত্যা বন্ধের আইন কার্যকর হবে
- কোনও 'গোমাতা'র গায়ে হাত দিতে দেওয়া হবে না

কাজে সকলকে শামিল হতে হবে।'

এরপরই ধর্ম পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। কালিয়াচকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'মালদা জেলায় ধর্ম পরিবর্তন রুখবেন কি না?'

এরপরই আরও কড়া ভাষায় সতর্কবার্তা দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'মালদা জেলার কালিয়াচকে ধর্ম পরিবর্তন হয়েছিল। আবার যদি হয়, তবে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না। কোনও ধর্ম পরিবর্তন হবে না। একটাও মাছি গলতে দেব না।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর জীবদ্দশায় আর কোনও 'কালিয়াচক' বা 'মোথাবাড়ি' হতে দেবেন না।

এরপর দশের পাতায়

একদিন চলে যাব...
মৃত্যু যেন টের পেয়েছিলেন নানা

পুনে, ৮ অক্টোবর : কণ্ঠটা কখনও আগুন। কখনও বরফের মতো ঠান্ডা। কখনও হঠাৎ থেমে যাওয়া কয়েক সেকেন্ডের নৈঃশব্দ্য। আর সেই নৈঃশব্দ্যই যেন সংলাপের চেয়েও বেশি কথা বলে। পর্দায় নানা পাটেকর মানে এমনই এক অদ্ভুত উত্তেজনা। কী বলবেন, তার চেয়ে কীভাবে বলবেন, সেটাই হয়ে উঠত দেখার বিষয়। বৃহস্পতিবার ভোরে সেই কণ্ঠ থেমে গেল। গোয়ার বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন ভারতীয় সিনেমার অন্যতম শক্তিশালী অভিনেতা নানা পাটেকর। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে গোয়ার এক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নানা বলেছিলেন, 'আমরা সবাই একদিন চলে যাব। আমি জানি না, আগামীকাল আমি থাকব কি না।' তখন কথাটা ছিল জীবনের অনিবার্য সত্য নিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মজিজ্ঞাসা। বৃহস্পতিবার ভোরের পর সেই কথাই যেন অন্য অর্থ পেল।

বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় এক বন্ধুকে শেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন নানা। কিন্তু তখন সেই বার্তা তাঁর নজর এড়িয়ে যায়। ভোর চারটে নাগাদ সেই বন্ধু যখন তাঁর ঘরে পৌঁছোন, তখন নানা দরদর করে ঘামছিলেন, শুরু হয়েছিল তীব্র শ্বাসকষ্ট। দ্রুত চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হলে মণিপাল হাসপাতালের একটি দল তাঁর বাসভবনে পৌঁছোয়। অচৈতন্য অবস্থায় টানা ৪৫ মিনিট ধরে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ও বুকের স্পন্দন ফেরানোর (সিপিআর) আকুল চেষ্টা

এরপর দশের পাতায়

নানা-কথা

'কন্ট্রোল, উদয়, কন্ট্রোল।'
ওয়েলকাম (২০০৭)

'ধন্দা কিষণ, ধন্দে মে কোই কিসি কা ভাই নহি হোতা।'
পরিন্দা (১৯৮৯)

'কুত্তে কি তরহ জিনে কি আদত পড়ি হ্যায় সবকো।'
ক্রান্তিবীর (১৯৯৪)

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

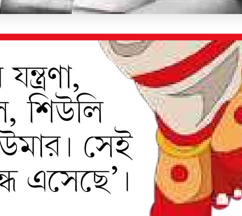

যে অপেক্ষা শেষ হয় না...

সৌগত ভট্টাচার্য

পুজোর পর আসুন। পুজোটা যাক। পুজোর পর আলোচনা হবে।...

চায়ের দোকানে, অফিসে, বাজারে, ফোনের ওপারে, পাড়ার আড্ডায় কথাগুলো শুনলেই বোঝা যায় পুজো আসছে। তিস্তার ধারে কাশফুল ফুটেছে কি না, সে খবর তখন আর আলাদা করে নিতে হয় না। জলপাইগুড়ির আকাশই বদলে যায়। বর্ষার ধূসর মেঘ একটু একটু করে সরে। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভাসে। জুবিলি পার্কের সামনে তিস্তার জল তখন খুব বেশি নয়। ক্ষীণ স্রোত। তার মধ্যে দু'একটি নৌকো। নৌকোর ছইয়ে রঙিন কাপড়টা নতুন।

একটু দূরে সাদা কাশফুল হাওয়ায় দোলে। জলপাইগুড়ির নিজস্বী তোলার মরশুমি জায়গা। সেই ছবি মোবাইল বাহিত হয়ে চলে যায় অনেক দূরে। শহরের বাইরে থাকা কেউ যে ছবি দেখে চুপ করে থাকেন। ছবিতে যে তাঁর তিস্তা আছে। তাঁর শহর আছে। নেই শুধু তিনি। বাড়ি ফিরতে না পারার কষ্ট চিনচিন করে। ক্যালেন্ডারে বর্ষা শেষ। আকাশও সেকথা মানতে শুরু করেছে।

ক্যালেন্ডারে আশ্বিন মাসটায় কালো কালো তারিখের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটি লাল দিন। ছুটির দিন। পুজোর দিন। অপেক্ষার দিন। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির নাটমন্দিরের পাশে পুরোনো পুকুরের কালচে জলে লাল শালুক। দেওয়ালে স্যাঁতসেঁতে গন্ধের মাঝে প্রতিমার কাঠামোয় মাটির প্রলেপ পড়ছে। হঠাৎ মনে হয়, তিনি এখানেই ছিলেন। শুধু আমাদের চোখে পড়েনি। আশ্বিন মাস জানে, অপেক্ষাও সুন্দর হতে পারে।

এরপর দশের পাতায়

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.Q No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIQ-1 (2nd Call)/ 2026-27, Memo No. 1960/JM, Dated: 08/10/2026
(Tender ID: 2026_MAD_5078620_1)
Last Date of bidding (On line) dated: 31/10/2026 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Balurghat Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e- Tender No. 06 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5077970_1 & 2026_WBPWD_5077970_2. Bid submission start date (online): 07.10.2026 from 11.00 hrs. Bid Submission closing date (Online): 28.10.2026 up to 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Balurghat Highway Sub-Division, Public Works (Roads) Directorate ICA-T18820(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-54/2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5078021_1

EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: Name of Work: (1) Renovation and rectification of existing electrical work for setting up ART centre at OPD Block, Under MJN MCH, Cooch Behar. Bid Submission Start Date: 14.10.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date: 30.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 03.11.2026 after 01:00 PM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T18812(2)/2026

E-Tender Notice

NIT No.: PBSSM/COB/BT/01/26-27 to PBSSM/COB/GT/12/26-27 for construction of new Additional Boys Toilet Under different Blocks in Cooch Behar District invites E-Tender. The details can be obtained from http://tenders.wb.gov.in
Sd/-
District Education Officer
PBSSM. Cooch Behar

E-Tender Notice

NIT No.: PBSSM/COB/GT/01/26-27 to PBSSM/COB/GT/37/26-27 for construction of new Girls Toilet under different Blocks in Cooch Behar District invites E-Tender. The details can be obtained from http://tenders.wb.gov.in
Sd/-
District Education Officer
PBSSM. Cooch Behar

Notice

e-Tender is being invited from the bonafied contractors for published e-Tender vide Niet reference no. **03/DEV/PHD/2026-27,** Dated :- 08/10/2026. Last date for submission of Bids - 14/10/2026 upto 4.00 p.m. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৬৭_২০২৬/কে/১৫২০ তারিখঃ ০৫-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৬৭_২০২৬। কাজের নামঃ কমিউনিটি হল, কিশনগঞ্জ এবং নিউ জলপাইগুড়িতে ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,৭২,৯৩,৫৪৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৪৫,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোষ্ঠ ডিইই/ জিএণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে মালদায় ১০০ কোটি

মানিকচক, ৮ অক্টোবর : মালদা জেলার অন্যতম অর্থকরী ফসল আম। আর আম উৎপাদন ও আমের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকলেরই দীর্ঘদিনের দাবি, মালদায় আমের ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন। বৃহস্পতিবার মানিকচকের সভায় এ নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চ থেকে মালদায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা বলেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'কৃষিমন্ত্রক ইতিমধ্যে মালদায় আমের একটি প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।'

তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকের পরেও বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে খবর, মালদায় ফুড প্রসেসিং ইউনিট নিয়ে একটি ফাইল সেক্রেটারিয়েট পর্যায়ে ঘোরাঘুরি করছে। সেখানে অনুমোদন মেলার পরেই জেলা পর্যায়ে সেই তথ্য এসে পৌঁছাবে।

মালদার আমচাষিদের কাছে ফুড প্রসেসিং ইউনিট শুধু শিল্পের সম্ভাবনা নয়, বরং আমের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। জেলায় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ আম উৎপাদন হলেও মরশুমের নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দাম পড়ে যায়। ফলে ভালো ফলন হলেও অনেক সময় চাষির লাভ কমে যায়। পাকা আম দ্রুত নষ্ট হওয়ায় আরও বড় সমস্যা তৈরি হয়। জেলায় আধুনিক ফুড প্রসেসিং ইউনিট গড়ে উঠলে আম সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করে সারা বছর বাজারজাত করার সুযোগ তৈরি হবে। এতে বাজারে কাঁচা আমের ওপর নির্ভরতা কমবে। মরশুমের অতিরিক্ত উৎপাদনও নষ্ট না করে কাজে লাগানো যাবে।

আমচাষি রমেন মণ্ডলের কথায়, 'মালদায় ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হলে চাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী প্রত্যেকে উপকৃত হবেন। মালদার অর্থনীতির প্রসার ঘটবে। আমরা চাই, সরকার দ্রুত এই কাজ শেষ করুক।'

হুইল টার্নিং শপের মেরামত এবং উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরএস-এমএলডিটি-১১-২৬-২৭ তারিখঃ ০৩-১০-২০২৬। কাজের নাম সহিত ইহার স্থানঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে "লোকো শেড, মালদায় টার্ন কাঁর আধারে সঠিক ভেন্টিলেশন সহিত হুইল টার্নিং শপের মেরামত এবং উন্নীতকরণ" এর ঠিকা প্রদানের জন্যে যোগ্য ঠিকাদারগণ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এলওএ প্রাপ্তির তিন (০৩) মাসের ভেতরে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৪৯,১০,২৬১.৫৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-১০-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালদায় উন্নয়নের কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং: টিআরএস-এমএলডিটি-১২-২৬-২৭, তারিখ: ০৬-১০-২০২৬।
অবস্থান সহ কাজের নাম: ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, "লোকো শেড মালদায় টানকি ভিত্তিতে এএমএম/ স্টোর রুম, কম্প্রেসর রুম, আনসিলারি ইউনিট-এর উন্নয়ন" -এর চুক্তি প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ প্রাপ্তির তিন (০৩) মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।
কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ৪৭,৬১,৮১৪.৮৪/-; বায়না মূল্য: ₹ ৯৫,২০০/-; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ২৮-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।
সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/এমএলডিটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৫৪, ১০২, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৮, ১১৯ ও ১২৬-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ০৬.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ৫৪-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/সাহেবগঞ্জের জন্য মহারাজপুর-বিক্রমশিলা শাখায় সেস মেরামতের মাধ্যমে রেললাইন বাঁধের পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। কাজের স্থানসমূহ : কিমি ২১৮-২২০.৫ ডাউন, ২২০.৯-২২৩ ডাউন, ২২৪-২৩০.৭ ডাউন, ২৩১.৯-২৩২.৩ ডাউন, ২৩৪.৯- ২৩৬.৪ ডাউন, ২৩৭.৬ ২৩৮.১ ডাউন, ২৩৮.৪-২৩৮.৭ ডাউন, ২৪০.৯-২৪১.৩ ডাউন, ২৪১.৫- ২৪৫.৭ ডাউন, [illegible] অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে, ভাগলপুর-২ শাখায় বিসিএম দ্বারা ০.৪ টিকিমি সমতল ট্র্যাক ও ৮টি টার্ন-আউটের ডিপ স্ক্রিনিং, ৩২টি টার্ন-আউট, ৬৩টি টিডব্লুএসইজে নবীকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,২২,৬৩,৯৪৪.৮৬ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৬.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/ এমএলডিটি। (MLD-217/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ এস/৬৬/০১৩/২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৩-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম নংঃ১, টেন্ডার নম্বর ঃ কেটি২৬৫৮০১এ;
বন্ধ হওয়ার/খোলার তারিখ ঃ ২২-১০-২০২৬।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিট, ব্যাকরেস্ট এবং আর্মরেস্ট সহ এয়ারপোর্ট স্টাইলের সিটিং স্টেইনলেস স্টিল ৩ সিটার চেয়ারের অনসাইট সরবরাহ এবং স্থাপন। পরিমাণ: ৩০৫১টি।
প্রেরক:- সিনিয়র ডিসিএম/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।
দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার নোটিশ এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PUBLIC NOTICE
CLIENT: SRI DHANANJAY PRASAD JAISWAL
Address: Ruidasa, Kishanganj, Bihar
Mobile (Calling & WhatsApp): +91 8617457277
Email: jaiswaltradingco3@gmail.com
EPIC No.: USV1348564

Notice is hereby given to the general public that my Client SRI DHANANJAY PRASAD JAISWAL (EPIC No. USV1348564) has entered an agreement to sell dated 06-08-2026 to purchase the land described in the Schedule below, owned by the following Vendors:

VENDOR	EPIC No.	STATUS / PIN	SHORT ADDRESS
SRI BISWAJIT KUNDU	ZRS2962877	Vendor No. 1 | PIN 734012	Thiknikata, Sushruta Nagar, Matigara, Darjeeling
SRI ANUPAM KUMAR PRADHAN	XEQ2230076	Vendor No. 2 | PIN 734012	Thiknikata, Sushruta Nagar, Matigara, Darjeeling
SRI BIMAL GHOSH	GLQ3738622	Vendor No. 3 | PIN 734009	Matigara, Darjeeling

SCHEDULE OF PROPERTY

Area / Location	39.5 Decimals | Mouza Thiknikata, J.L. No. 74
R.S. Khatian	2/2, 147, 2/56
L.R. Khatian	4084, 3735, 3734, 1980
R.S. / L.R. Plot	R.S.: 4, 2, 3 | L.R.: 19, 13, 18

Situated at P.S. Matigara, District Darjeeling, PIN 734012, West Bengal.
Any person, institution or entity having any claim, interest, easement, lien, charge, case, inheritance, dispute or objection of any nature whatsoever over or in respect of the said property or any part thereof is hereby requested to submit written documentary proof to the undersigned Advocate within 5 days from this notice.
If no written objection or claim is received within the specified period of 5 days, it shall be deemed that no such claim exists, or that any such claim has been waived. My client will thereafter proceed with the final sale deed registration without any further reference or liability to any third-party claims.
Akul Kumar Tikadar, (Advocate, Siliguri)
Mobile: +91 9832066319

বিন্ধ্যাচল স্টেশনে ট্রেনের সাময়িক স্টপেজ

কাওয়ার নবরাত্রি মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ১১.১০.২০২৬ তারিখ থেকে ২৬.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিন্ধ্যাচল স্টেশনে নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে ০২ (দুই) মিনিটের জন্য সাময়িকভাবে থামবে-

ক্র. নং.	ট্রেন নং. ও নাম	বিন্ধ্যাচল স্টেশনের সময়সূচী (১১.১০.২০২৬ থেকে ২৬.১০.২০২৬) পৌঃ	ছাঃ
১.	১২৩০৭ হাওড়া - যোধপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১১.০৩	১১.০৫
২.	২২৩০৭ হাওড়া - বিকানীর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১১.০৩	১১.০৫
৩.	১২৩০৮ যোধপুর - হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১৬.৩৫	১৬.৩৭
৪.	২২৩০৮ বিকানীর - হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১৬.৩৫	১৬.৩৭
৫.	১২৩৩৫ ভাগলপুর - লোকমান্য তিলক (টি) সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১৯.০৫	১৯.০৭
৬.	১২৩৩৬ লোকমান্য তিলক (টি)- ভাগলপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	০৫.৫০	০৫.৫২
৭.	১৫৬৫৭ দিল্লি - কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	০৮.৫৮	০৯.০০
৮.	১৫৬৫৮ কামাখ্যা - দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১৭.৪৮	১৭.৫০
৯.	১৫৬৪৭ লোকমান্য তিলক (টি)- গুয়াহাটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	০৫.৫০	০৫.৫২
১০.	১৫৬৪৮ গুয়াহাটি - লোকমান্য তিলক (টি) এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.১০.২০২৬ থেকে কার্যকর)	১৯.০৫	১৯.০৭

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ARMY PRIMARY SCHOOL, COOCH BEHAR
(WEST BENGAL) - 736101
(Recognized by Directorate of School Education, Government of West Bengal)
REQUIREMENT OF COUNSELOR ON CONTRACTUAL BASIS

Local Selection Board Interview for the following vacancies will be held at Army Primary School, Cooch Behar :

Ser No	Post	Educational Qualification
1.	Counsellor	Any one of the following :- 1. A bachelor's or Master Degree in Psychology (Clinical/Counselling/Applied/Education). 2. A master's degree in Social Work (Mental Health/ Counselling) 3. A bachelor's or Master's degree in any subject plus Diploma in School Counselling/Child Guidance or Guidance and Counselling.
2.		The candidate shall possess the competencies for SEL (Social and Emotional Learning) delivery, crisis intervention, identification of mental health concerns, parent/teacher sensitization, confidentiality etc.

Note.
1. **Selection Process.** Through interview by Board of Officers. Only shortlisted candidate will be informed telephonically about date and time of interview.
2. NO TA/DA admissible for interview.
3. The candidate should be minimum 25 yrs of age as on the date of joining.
4. The selected candidate will be paid a consolidated remuneration of ₹ 15,000/- Per Month.
5. Interested candidate send their application along with their Resume/CV and self-attested supporting documents to the Principal Office, APS, Cooch Behar

Application will be forwarded By Hand/Speed Post at following address by 19 Oct 2026.
Army Primary School
Military Station, N. N. Road, Gwalapatti,
Cooch Behar, West Bengal -736101

অ্যাফিডেভিট

গত 17.06.2026 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ekramuddin এবং Md Ekramuddin এবং Md Nasiruddin এবং Md Nasirudd এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি। (N/M)

ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ EL/29/66_2026/K/1519, তারিখঃ 05-10-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ 66_2026; কাজের নামঃ কমিউনিটি হল, কাটিহারে ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,১৫,০৭,৮১০.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩০,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৬-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-26/R/2nd Call/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5077764_1). WBPWD/EE/CED/eNIT-50/R/26-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5077796_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Annual Comprehensive Maintenance of Unitary AC machines and maintenance of 8.5 Tr 11 Tr Ductable Split type AC machine and 22 Tr DX AHU type AC machines installed at different buildings of Alipurduar District Hospital Alipurduar. (2) Electrical Works related to Special Repair and up-gradation of infrastructures of UBKV in connection with the upcoming Accreditation of UBKV at Pundibari campus of Uttar Banga Krishi Vidyalaya, Pundibari, Cooch Behar reg. Bid Submission Start Date : 13.10.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 30.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 03.11.2026 after 01:00 p.m. Bid Submission Start Date : 14.10.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 30.10.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 03.11.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in. Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T18822(3)/2026

ভইস রেকর্ডিং সুবিধা সহিত এলসি গেটফোনের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএন-এসটি-২৪-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৫-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-২৪-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলের ১৭ টি স্টেশনে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে ভইস রেকর্ডিং সুবিধা সহিত এলসি গেটফোনের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার রাশিঃ ৪৬,২০,৮২৯.৭৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯২,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিএসটিই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No. WBIW/SE/CE(N)/NIT-05(e)/2026-27, Sl. No. 01 & 02
(2nd Call to e-NIT No. WBIW/SE/CE(N)/NIT-04(e)/2025-26, Sl. No. 07 & 09)

The Superintending Engineer attached to Chief Engineer (North), I& W. Dte. Green Park, Malda, on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal, invites online tender from eligible bonafide contractors having requisite credential and turnover for 02(two) no. Protection work with Serial No., Tender ID, Amount put to Tender, Block, District and Name of Division as stated below:
01. 2026_IWD_5077734_1, Rs. 1,71,30,983.00, Kushmandi, Dakshin Dinajpur, South Dinajpur Irrigation Division. **02.** 2026_IWD_5077734_2, Rs. 1,16,74,323.00, Raiganj, Uttar Dinajpur, North Dinajpur Irrigation Division. Start date and time of submission of Technical & Financial bid (online) - 09.10.2026 at 10.00 Hrs. Last date and time of submission of Technical & Financial bid (online) - 02.11.2026 upto 11.00 Hrs. The tender forms and other details can be obtained from the website www.iwd.wb.gov.in & URL https://www.tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer Attached to Chief Engineer (North), I & W. Dte., Green Park, Malda ICA-T18779(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Bhabesh Das পিতা Khageswar Das বসুনিয়ার বাড়ি দুর্গাবাড়ি কলোনি, আমগুড়ি বাজার ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি। আমার উচ্চতর মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে মার নাম ভুল থাকায় গত 17.9.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 27783] বলে Dhani Das ও Dhanibala Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

●

আমি Bhabesh Das পিতা Khageswar Das বসুনিয়ার বাড়ি দুর্গাবাড়ি কলোনি, আমগুড়ি বাজার ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি। আমার উচ্চতর মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 6.10.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 29253 (B)] বলে Bhabesh Das ও Bhobesh Das এবং Khageswar Das ও Khageswor Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

●

আমি Dali Guha Neogi (Singha), W/o- মৃত Tapan Guha Neogi, ঠিকানা- গুরিয়াহাটি, থানা- কোতোয়ালি, পোস্ট + জেলা- কোচবিহার, আমার নাম আধার কার্ডে Dali Guha Neogi, ভোটার কার্ডে Dali Sinha (Guha Niyogi) ভুল থাকায় গত 04-07-2026 তারিখে কোচবিহার 1st Class J.M. কোর্ট অ্যাফিডেভিট করে আমার নাম Dali Sinha (Guha Niyogi) ও Dali Guha Neogi থেকে Dali Guha Neogi (Singha) করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/124136)

●

আমি Krishta Sarkar পিতা Late Kalicharan Sarkar আমার পুত্র Kartik Sarkar-এর আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে আমার নাম Krista Sarkar থাকায় গত ইংরাজী 25/9/26 জলপাইগুড়ি LD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Krishta Sarkar ও Krista Sarkar উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। চরচরাবাড়ী, ভান্ডানী, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

প্যান নং COBPD6022E, মাধ্যমিক পরীক্ষা (Secondary Examination) WBBSE প্রদত্ত এবং অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদিতে আমার বাবার নাম Sailendra Kanta Rakshit -এর পরিবর্তে Sailendra Nath Rakshit নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 24-07-2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Sailendra Kanta Rakshit এবং Sailendra Nath Rakshit এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Sailendra Kanta Rakshit প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Sikha Dutta, ওয়ার্ড নং 16, কালিকাদাস রোড বাই লেন, জেলা পরিষদ পূর্বের নিকট, নতুন বাজার, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, প:ব: (ভারত)। (C/123731)

কর্মখালি

Ashalata Basu Vidyalaya an English Medium High School urgently requires two Trainee Office Assistants as per the follwing qualifications:- 1. Trainee Office Assistant - Graduate efficiency in computer, able to type in English, Bengali and Hindi Language. 2. Trainee Office Assistant - Graduate efficiency in computer, efficiency in handling digital smart baord. Able to type in English, Bengali and Hindi language. Note:- Preferable English Medium background. Please apply with testimonials within 31st October 2026. Principal Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri - 735101, E-mail - ashalatabasuvidyalaya@gmail.com (C/123199)

●

আমন্ত্রণ কাপড় দোকান শিলিগুড়িতে বহিরাগত পুরুষকর্মী আবশ্যক, থাকা ফ্রি, খাবার ১৫০ টাকা + ৫০০ টাকা দিন। M:- 7699990313. (P/A)

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 08-10-26 তারিখে Suttam Oraon ও Uttam Oraon একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/124141)

●

D.L No. WB-71 20050894997 এ নাম ভুল থাকায় গত 8/9/26 তারিখে E.M. কোর্ট আলিপুরদুয়ার হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mihir Sutradhar এবং Mishir Sutradhar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/123198)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
DRISHYAM : The Conclusion
xing : Ajay Devgn, Tabu
Time : 12:30, 3:30 & 6:30 PM
AC Theatre with Dolby Sound

Now showing at
BISWADEEP
DRISHYAM : The Conclusion
*ing : Ajay Devgn, Tabu
Time : 1:15; 4:15 & 7:15 PM

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832335881
DRISHYAM THE CONCLUSION — SHOW TIME 10.50 AM 1.30 PM 7.00PM HINDI (U/A)
VVAN FORCE OF THE FOREST — SHOW TIME 4.30 PM HINDI (U/A)

আজ টিভিতে

আগামীকাল **শুভ মহালয়া।**
বিশেষ এই প্রভাতি অনুষ্ঠান দেখুন **বিভিন্ন চ্যানেলে**

রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী ভোর ৫টা স্টার জলসা

অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী ভোর ৫টা জি বাংলা

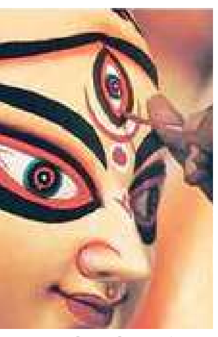

কাত্যায়নী দেবী দুর্গা
ভোর ৫.৩০ ডিডি বাংলা

অভয়াশক্তি যুগে যুগে অপরাজিতা
ভোর ৫টা সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ রেমো, ১০.৩০ আলো, দুপুর ১.৩০ গোত্র, বিকেল ৪.৩০ চ্যাম্প, রাত ৯.৩০ হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ সূর্য, দুপুর ১.৩০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৫.০০ চ্যাম্পিয়ন, রাত ৯.৩০ বলো দুগ্গা মাইকি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভালোবাসা, দুপুর ১২.০০ আমার প্রেম, ২.০০ বস-বর্ন টু রুল,

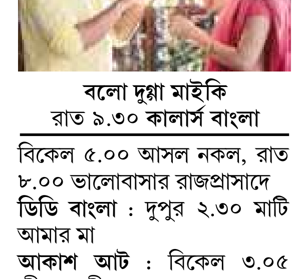

বলো দুগ্গা মাইকি
রাত ৯.৩০ কালার্স বাংলা

বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ৮.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মাটি আমার মা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও স্বপ্ন আজ পূরণ হতে পারে। আত্মীয়স্বজনকে টাকা ধার দেবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মতানৈক্য। বৃষ : রাগের কারণে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের থেকে আজ ভালো রিটার্ন পাবেন। মিথুন : অতিরিক্ত অর্থ আজ জমি-বাড়িতে বিনিয়োগ করতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ছাড়ুন। উপহার প্রাপ্তির যোগ। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে আজ কঠিন কাজগুলি সমাধান হয়ে যাবে। গৃহস্থালি জিনিসপত্র কেনাকাটায় প্রচুর ব্যয় হবে। সিংহ : আর্থিক সমস্যা নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলুন, সমাধান হয়ে যাবে। উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। কন্যা : পূর্ব পরিচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। বহুদিন আগের কোনও বিনিয়োগ থেকে আজ ভালো উপার্জন হবে। তুলা : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় যুক্তদের ভালো সুযোগ আসবে। বাড়িতে কোনও কিছু পরিবর্তন করার আগে বড়দের সঙ্গে কথা বলুন। বৃশ্চিক : সৃজনশীল কাজের জন্য পুরস্কৃত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও চাপ থেকে আজ পরিতাপ মিলবে। ধনু : আপনার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা আজ সম্পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য উত্থান-পতন থাকলেও শেষে জয়ী হবেন। মকর : অর্থ সঞ্চয়ে মন দিন। আপনার কোনও সিদ্ধান্ত পরিবার মেনে নাও নিতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কুম্ভ : রাস্তাঘাটে আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কাউকে সাহায্য করতে পেরে শান্তি পাবেন। মীন : অতিরিক্ত কাজে ক্লান্তি আসবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য কারণে ভুল বোঝাবুঝি। ধর্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

২১ আশ্বিন, ভাঃ ১৭ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর ২০২৬, ২১ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন বদি, ২৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৫। শুক্রবার, চতুর্দশী রাত্রি ৮।৫৯। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫২। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১২।৫০। বিষ্টিকরণ দিবা ৯।২৭ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৮।৫৯ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।৫২ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৮।৫৯ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২০ গতে ৯।৫৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৮।২০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৫৯ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্বাহ্ন ৯।২৮ মধ্যে কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ৮।৩০ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণচতুর্দশীবিহিত পূজাপ্রশস্তা। অমাবস্যার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩১ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৫।১৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৬ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১২ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৫।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

১১ জনের নথি জটিলতায় ৮০ জনের ভোগান্তি

মজুরি নিয়ে ক্ষোভ নিগমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পুজোর মুখে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা প্রায় ৮০ জন কর্মীকে টাকা দিতে দেরি করায় বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়াল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনের অফিসে। দফায় দফায় আন্দোলনের পাশাপাশি টাকা না পাওয়া কর্মীরা ডিপোর ডিআই-কে ঘেরাও করে রাখেন। এমনকি প্রায় ৪৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন বিভাগে নিজেদের কাজ বন্ধ রাখেন তাঁরা। পাশাপাশি বোনাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের পর দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা সমস্ত কর্মীকে পিএফ-এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু নথি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ১১ জনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তবে তাঁদের পুরো মাইনে দেওয়া হচ্ছিল। গত মাসে নতুন করে চারজন কর্মীর কাজে ঢোকাকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত। কোনও নিয়ম না মেনেই ওই চারজন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বাকি কর্মীরা। এর মধ্যে গত মাসের শেষের দিকে পিএফ ছাড়াই টাকা পেয়ে আসা ওই ১১ জন পুরোনো কর্মীকে বিভাগীয় তদন্ত বা ডিপার্টমেন্টাল আন-অ্যাপ্রুভের আওতায় নেওয়া হয়। কীভাবে, কার নির্দেশে তাঁরা কাজে ঢুকল, সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে বাকিরাও নিজেদের কাজের মজুরি পাননি।

■ আন্দোলনের পাশাপাশি টাকা না পাওয়া কর্মীরা ডিপোর ডিআই-কে ঘেরাও করে রাখেন

■ প্রায় ৪৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন বিভাগে কাজ বন্ধ ছিল

■ পাশাপাশি বোনাস নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে

একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। মাইনে দেওয়ার প্রক্রিয়া আমরা শুরু করে দিয়েছি।

অশ্বিনী রায়
নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এদিকে ওই ১১ জনের মধ্যে কেউ ২০ বছর, কেউ ২৫ বছর পর্যন্ত কাজ করলেও কেন তাঁদের ডিপার্টমেন্টাল আন-অ্যাপ্রুভের আওতায় আনা হল, তা নিয়ে একজোট হয়ে আন্দোলন শুরু করেন দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা কর্মীরা। কর্মবিরতি থেকে ঘেরাও কর্মসূচি চলতে থাকে। প্রশ্ন উঠছে, ২০২৩ সালে পিএফ-এ নাম নথিভুক্ত করার সময় নথি সংক্রান্ত সমস্যা কেন মেটানো হল না? শেষ পর্যন্ত এদিন মজুরি দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, ডিপার্টমেন্টাল আন-অ্যাপ্রুভের আওতায় থাকা ১১ জনকে মাইনে দেওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না ডিভিশনাল ম্যানেজার। সে কারণেই প্রায় ৮০ জনের মজুরি আটকে গিয়েছে। পুরো বিষয়টাকেই ভুল বোঝাবুঝি বলে দাবি করছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়। তাঁর বক্তব্য, 'একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। মাইনে দেওয়ার প্রক্রিয়া আমরা শুরু করে দিয়েছি।' যদিও ওই ১১ জনের ভবিষ্যৎ কী হবে তা ঠিক না হওয়ায় চাপা ক্ষোভ এখনও রয়েছে। ওই কর্মীদের মধ্যে একজনের কথায়, 'যে নথিগুলোকে কেন্দ্র করে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, সেসব কিছু পরবর্তীতে ঠিক করে পিএফ-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠানো হয়েছিল। তারপর কাজ হয়নি।' তবে সমস্যা শুধু এখানেই শেষ নয়।

বোনাস নিয়ে আরেক কর্মী জানালেন, সরকারি নির্দেশে দৈনিক মজুরি ও চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করা কর্মীদের মধ্যে কোনও বিভেদ করা হয় না। সেই হিসেবে ৭,৪০০ টাকা বোনাস পাওয়ার কথা। অথচ এখনও বোনাস দেওয়ার নাম নেই। এ নিয়ে নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, '১১ জনের বিষয়টা প্রশাসনিক। তা নিয়ে মন্তব্য করব না। কিন্তু বাকিদের কেন সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে? এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই বার্তা আমরা দিচ্ছি। আমাদের দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিগমের সঙ্গে কথা বলবে। তাতেও কাজ না হলে আমাদের দাবি আদায়ে নামতে হবে।'

ভাড়াবাড়িতে শ্লীলতাহানির চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : ঝাড়ফুঁক করার অজুহাতে এক নাবালিকাকে নিজের ভাড়াবাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম দীপক সরকার। তিনি পেশায় গাড়িচালক। জানা গিয়েছে, নানা অছিলায় ওই ব্যক্তি নাবালিকাকে ঝাড়ফুঁক করার কথা বলে তাঁকে নিজের ভাড়াবাড়িতে ডাকেন। তার সঙ্গে নাবালিকার মাও গিয়েছিলেন। তবে অভিযোগ, নাবালিকার মা-কে বাইরে রেখে নাবালিকাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত দরজা বন্ধ করে দেন। সেখানেই তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি বুঝতে পেরেই ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে আসে নাবালিকা। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সবাইকে বিষয়টি জানালে সকলের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়। এমনকি উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে আটকে রেখে মারধর করে বলেও জানা গিয়েছে।

খবর পেয়ে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। মেয়েটির পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

বিডিও'র আবাসনের টেন্ডার ঘিরে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : বিডিওর আবাসনের দোতলায় ঘর তৈরি হবে। সেজন্য পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই কাজের জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। অথচ বোর্ড মিটিংয়ে এমন কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাম্পি সরকারের বক্তব্য, 'বিডিও তাঁর বাসভবন সংস্কারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করে বাসভবনের দোতলা তৈরি হবে। এমনটা কেন হল বুঝতে পারছি না।' বিডিও প্রীতম দাসশর্মা অবশ্য দাবি করেছেন, 'বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই এই কাজ করা হচ্ছে।' মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ এবং অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'বিডিও তাঁর আবাসন সংস্কার প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, ১০ লক্ষ টাকার মতো খরচ হবে। এত টাকায় টেন্ডার করা বা দোতলা তৈরির খবর জানা নেই।'

পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের অবস্থা ভাঁড়ে মা ভবানী। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রথমে পূর্ত এবং পরে অর্থ স্থায়ী সমিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু আবাসন সংস্কারের অজুহাতে ৭ অক্টোবর দোতলায় ঘর তৈরির জন্য অনলাইন টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭২৮ টাকা ৯৯ পয়সা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২২ অক্টোবর পর্যন্ত এই কাজের টেন্ডারে অংশ নেওয়া যাবে। তারপরেই নথিপত্র পরীক্ষা করে ওয়ার্ক অর্ডার সহ পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যের কথায়, 'এলাকার উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হত। এখন সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ বিডিও নিজের আবাসনের দোতলা তৈরি করছেন।'

বিডিও বাসভবন সংস্কারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু দেখছি যে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করে বাসভবনের দোতলা তৈরি হবে।

মাম্পি সরকার
পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য

মহালয়ায় কাওয়াখালিতে অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : মহালয়ার দিন রাজ্যের সাতটি বড় শহরে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। শিলিগুড়িতেও অনুষ্ঠান হবে। আগামী ১১ এবং ১২ অক্টোবর শহরের কাওয়াখালি মাঠে দু'দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্যের তথ্য এবং সাংস্কৃতি দপ্তর। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, ১১ তারিখ তীর্থ ভট্টাচার্য এবং ১২ অক্টোবর অন্তরা মিত্র কাওয়াখালির মাঠে গান গাইবেন। কাওয়াখালির মাঠে আতশবাজি পোড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন শংকর।

তাঁর কথায়, 'রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের সমবণ্টন করতে হবে। বিভিন্ন কর্মসূচিরও সমবণ্টন করতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেটাই করছেন।'

এই উপলক্ষ্যে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি আলো দিয়ে সাজানোর কথা। শহরের কয়েকটি মোড়ে লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। শংকর যদিও এদিন এবিষয়ে কিছু বলেননি। ভাওয়াইয়া, নেপালি, আদিবাসী শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করানোর দাবি উঠেছে। এবিষয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নাগরিক মঞ্চের প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের জীবন জীবিকার ওপর হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে পথে নামল ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক মঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিকালে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিছিলটি শুরু হয়। নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক পার্থ চৌধুরী বলেন, 'রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরোধীরা আক্রান্ত। সর্বত্র স্বৈরতন্ত্র চলছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের এদিনের মিছিল।' এদিনের মিছিলে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ যোগ দেন।

কলেজের উন্নয়নে শংকরের সময়সীমা

প্রতিষ্ঠা দিবসে আহ্বান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : আগামী ১০ বছরের মধ্যে শিলিগুড়ি কলেজের সমস্ত ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন পর্যটনমন্ত্রী তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শংকর ঘোষ। ওই সময়ের মধ্যে কলেজকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যেতে যা যা প্রয়োজন, সমস্ত কিছু করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কলেজের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে উপস্থিত হয়ে কলেজের উন্নয়নের বিষয়ে পর্যটনমন্ত্রী নিজের পরিকল্পনার কথা জানান। এদিন পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শংকর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। দিনভর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। শিলিগুড়ি কলেজের নতুন অফিশিয়াল ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য এদিন মন্ত্রী কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। শংকরের অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে কলেজের সরকারি ওয়েবসাইট পরিচালনা করা হত।

কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতিমধ্যে শংকর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড নিয়ে আসার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কেননা, শিলিগুড়ি কলেজের পুরোনো ভবনগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন কলেজেরই প্রাক্তনী শংকর। তিনি বলেন, 'ছাত্র, শিক্ষক, প্রাক্তনীদের সঙ্গে নিয়ে আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই কলেজকে রাজ্যের সেরা কলেজে পরিণত করার অঙ্গীকার করলাম প্রতিষ্ঠা দিবসে। কীভাবে উন্নয়ন হবে তার রূপরেখা তৈরি করেছি। পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতির বিষয়ে কনসেপ্ট নোট তৈরি করা হচ্ছে। যা আমরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব।'

এদিনের অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের সম্মান জানানো হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয় কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন। শিলিগুড়ি কলেজের ওয়েবসাইটে সমস্ত তথ্য ঠিকমতো এবং সময়মতো তুলে না ধরার অভিযোগ ছিল। যা নিয়ে পড়ুদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। পর্যটনমন্ত্রীর সংযোজন, 'নতুন যে ওয়েবসাইট তৈরি হবে, তা কলেজ কর্তৃপক্ষ চালাবে। কলেজই ওয়েবসাইটের অ্যাডমিন থাকবে। এর আগে অনুচিতভাবে একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন কলেজের ওয়েবসাইট চালাত। এবার থেকে কলেজ সংক্রান্ত খবর নিয়মিত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ, টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি সৌম্য সরকার, কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাই প্রমুখ।

শিলিগুড়ি কলেজের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ

বৃষ্টিভেজা শরতে।। শিলিগুড়ি শহরে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি। বৃহস্পতিবার।

কাজ চাই, মন্ত্রীকে আর্জি পদ্ম কর্মীদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পরিবহণনগরে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) বাস টার্মিনাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর সবেমাত্র মঞ্চ থেকে নীচে নেমেছিলেন পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। সেখানে তাঁর জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী। মন্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁদের মধ্যে একজনের আবেদন, 'দাদা এখানকার কাজে তৃণমূলের কাউকে থাকতে দিলে হবে না। আমাদের শুধু কাজ চাই।' প্রতিমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল যে, তৃণমূল আমলে অর্থাৎ পূর্বতন শাসকদলের সঙ্গে জড়িত সিন্ডিকেটের সদস্যরা কীভাবে কাজকর্ম করছেন।

বৃহস্পতিবার সবে তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ টাকার বাস টার্মিনাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল। সেদিনই গোটা টার্মিনাস নিজেদের দখলে নিতে সরাসরি পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন বিজেপি কর্মীরা। মন্ত্রীর কাছে দলীয় কর্মীদের এমন আবেদন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে গেল। তবে কি নতুন সরকারের আমলেও বিজেপির মুষ্টিমেয় কিছু লোকজনের তৈরি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে টার্মিনাসের যাবতীয় কাজকর্ম চলবে? এদিন তেমন জল্পনা উসকে দিলেন গুটিকয়েক ব্যক্তি।

যদিও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেছেন, 'এখানে পার্টির কোনও ব্যাপার নেই। কাজের সুযোগ তৈরি হলে যোগ্যতা হিসেবে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে পার্টির মাধ্যমে নয়।'

তবে মন্ত্রীর বক্তব্য কর্মীরা কতটা বুঝেছেন, তা বলা মুশকিল। আনন্দময় এলাকা ছাড়ার পর বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয় রাউত স্বীকার করলেন, 'তৃণমূলের আমলে এখানে দুর্নীতি হয়েছে। আমরা তাই মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে দাবি জানালাম, যাতে ওঁদের এখান থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। আমরা মন্ত্রীকে বলেছি, আমরা যাতে এখানে কাজ পাই।'

বাস টার্মিনাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আনন্দময় বর্মন ও শংকর ঘোষ।

কিন্তু ঠিক কী কী কাজ করার কথা বলছেন বিজয়রা? বললেন, 'এখানে বাস টার্মিনাস তৈরির জন্য নির্মাণসমাগ্রী ফেলতে হবে। পরে টিকিট কাউন্টার সামলানো রয়েছে। আমাদের অনেক গাড়িচালকও থাকবেন। এখানে যে পর্যটকরা আসবেন, তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানোর কাজও হবে।'

এদিনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষও। আনন্দময়, শংকর দুজনই নিজেদের বক্তব্যে তৃণমূল আমল নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। পর্যটনমন্ত্রী বলছিলেন, 'আগের আমলে হাইড্রলিক পার্কিংয়ের কথা শুনেছিলাম। অথচ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডের গেট খুলতেই পার্কিং সমস্যা মিটে গেল। আসলে একটু ভাবনার প্রয়োজন। তাহলে এই সমস্যাগুলি মিটে যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'এসজেডিএ নিজস্ব ফান্ডে বাস টার্মিনাস করছে। এখন শহর ও মহকুমা এলাকায় বেশকিছু রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এখানে বর্ষা আগে চলে আসায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার শুরু করা যায়নি। অক্টোবর থেকে আমরা কাজে হাত দেব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, এসজেডিএ, পূর্ত দপ্তর একযোগে কাজ শুরু করলে আশা করছি এক বছরের মধ্যেই শহর ও মহকুমা এলাকার দৃশ্য বদলে যাবে।'

অন্যদিকে, বাস টার্মিনাস হওয়ায় ট্রাক টার্মিনাস কোথায় যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এদিন আনন্দময় বলেন, 'ঘোষপুকুরের কাছে একটি জায়গা ঠিক করা হয়েছে। সেখানেই ট্রাক টার্মিনাস হবে। এছাড়া বাস টার্মিনাস করার পরেও বেশকিছুটা জায়গা খালি থাকবে। ওখানেও আমরা কিছু করার পরিকল্পনা করছি।' তিনি জানালেন, পরিবহণনগরের রাস্তাগুলি সংস্কারের পাশাপাশি এলাকার ছবি যাতে বদলে যায়, সেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বোনাস বৈঠকে নিষ্পত্তি অধরা

চোপড়া, ৮ অক্টোবর : টানা ছয় ঘণ্টার বৈঠকেও মিলল না সমাধানসূত্র। ফলে দুর্গাপুজোর বোনাস নিয়ে জটিলতা বজায় থাকল উত্তর দিনাজপুরের চা বাগানগুলিতে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দাগাপুর কমপ্লেক্সের শ্রমিক ভবনে শ্রম দপ্তরের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিক সংগঠনগুলি ১৮.২৫ শতাংশ বোনাসে সমঝোতার প্রস্তাব দিলেও মালিকপক্ষ তাতেও রাজি হয়নি। তাই শ্রম দপ্তর ফের বৈঠক ডাকতে পারে। মালিকপক্ষ ১৬ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে চাইছে না বলে সূত্রের খবর।

ইসলামপুরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বলেন, 'সরকার ঘোষিত ২০ শতাংশ বোনাস প্রদানের ব্যাপারে মালিকপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ রাজি না হওয়াতে বৈঠক ভেস্তে যায়। দীর্ঘ আলোচনায় সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি। এটা হতাশাজনক বিষয়। আবারও বৈঠক ডাকার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

বঙ্গীয় চা মজদুর সংঘের উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় বলেন, 'শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফে মালিকপক্ষকে অন্তত ১৮.২৫ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাতেও মালিকপক্ষ রাজি হয়নি।' এনইউপিডব্লিউ নেতা অশোক রায় বলেন, 'গত বছর ১৫.২৫ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছিল। এবার মালিকপক্ষ ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দিতে চাইছে। আমরা তাতে রাজি হইনি।' টিপার সদস্য দীপক গোপ অবশ্য বলেন, 'পরবর্তী আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

দুর্ঘটনায় জখম এক

ফাঁসিদেওয়া, ৮ অক্টোবর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নিজবাজার এলাকায় দুটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন মহম্মদ সেলিম। তিনি ফাঁসিদেওয়ার চটহাট সংলগ্ন কুচিয়া মোড় এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার স্থানীয়রা তাঁকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সেলিমের নম্বরপ্লেটহীন বাইক ছাড়াও আরেকটি বাইক উদ্ধার করে। অপর চালকের সন্ধান করছে পুলিশ। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে।

দাবি না মানলে অশান্তির শঙ্কা

মধ্যস্থতাকারী কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বিমলরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : গোর্খাল্যান্ড যে হচ্ছে না তা ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছেন বিমল গুরুংরা। তাই এবার কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী কমিটির কাছে পাহাড়ের নয়া ব্যবস্থায় তরাই-ডুয়ার্সেরও ৩৯৬ মৌজা চাওয়া হল। বিমলের দাবি, সংবিধান স্বীকৃত যে ব্যবস্থাই হোক না কেন সেখানে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক সহ অন্য সব ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদাও দিতে হবে বলে জানিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এমনকি দাবি মানা না হলে পাহাড়ে অশান্তি হতে পারে, পাশাপাশি মোর্চা আলোচনা থেকে সরে আসতে পারে বলেও বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বাধীন মধ্যস্থতাকারী কমিটির সঙ্গে এদিন তাঁরা বৈঠক করেন। আলোচোনায় গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জিএনএলএফ) এবং ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

মধ্যস্থতাকারী কমিটি শুক্রবার গোর্খাল্যান্ড অ্যাপেক্স কমিটির সঙ্গে বসবে। আগামী দু'দিনে পাহাড়ের আরও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক করার কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের একটি হোটেলে কেন্দ্র নিযুক্ত কমিটির চেয়ারম্যান পঙ্কজকুমার সিং, কেন্দ্রের যুগ্ম স্বরাষ্ট্রসচিব অরবিন্দ খাঁড়ে, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ সহ অন্যরা মোর্চা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসে। সেখানেই বিমল গুরুং, রোশন গিরি সহ দলের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে বিমল বলেছেন, 'কমিটি আমাদের বক্তব্য শুনেছে। আমরা বলেছি, সংবিধান স্বীকৃত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা দিতে হবে। পাহাড়ের পাশাপাশি তরাই-ডুয়ার্সের ৩৯৬টি মৌজাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ১১টি জনজাতিকে এসটি মর্যাদা দিতে হবে।' আবার রোশন গিরির প্রশ্ন, 'অসমে বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তৈরির সময় পাঁচটি জেলা রয়েছে। তাহলে আমরা কেন ৩৯৬টি মৌজা পাব না? লেজিসলেটিভ, এগজিকিউটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার আমাদের দিতে হবে।' কমিটি দাবিগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে বলে আমাদের জানিয়েছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিযুক্ত কমিটির সঙ্গে বৈঠক।

দাবি পূরণ না হলে এবং পাহাড়ের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা তৈরি না হলে মোর্চা অন্য কোনও ব্যবস্থা মানবে না বলেও এদিন বিমল এবং রোশন জানিয়ে দিয়েছেন।

গত ২২ অগাস্ট শিলিগুড়িতে পাহাড় সমস্যার সমাধান নিয়ে আয়োজিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সহ অন্য শীর্ষকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সেদিন। সেই বৈঠকে বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গী আঞ্চলিক দলগুলিও শামিল হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যে কোনও দাবি মানা হবে, তবে বাংলা ভাগ হবে না।

এরপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাহাড়ের মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

সংস্কার ভেঙে অসুর-মেয়েরা নাচবে পুজোয়

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : মোবাইলে গানটা বাজলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের ভিতর শুরু হয় নাচের মহড়া। কেউ হাত তোলে, কেউ ঘুরে দাঁড়ায়, কেউ আবার তাল মেলাতে না পেরে হেসে ফেলে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ভিতরে কী হচ্ছে। অথচ এই নাচের খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়লে আপত্তি তুলতে পারে কেউ কেউ। কারণ, যে মেয়েরা নাচবে, তারা অসুর জনজাতির।

জায়গাটা নকশালবাড়ির মেরিভিউ চা বাগান। চারপাশে চা গাছ, শ্রমিক মহল্লা। পুজো আসছে। আর সেই পুজোর জন্যই ঘরের ভিতর গোপনে চলছে নাচের প্রস্তুতি। নিজেদের পাড়াতেই হবে দুর্গাপুজো। সেই পুজোর মঞ্চেই নাচবে অসুর সমাজের মেয়েরা।

মেরিভিউ চা বাগানে এ বার চতুর্থ বছরের দুর্গাপুজো। চা বাগানের পুরোনো কারখানার একটি ফাঁকা জায়গায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। পাশে ছোট মঞ্চ। প্রতিমা আসবে শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে। আয়োজন খুব জাঁকজমকপূর্ণ নয়। কিন্তু এই পুজোর গল্পটা অন্য রকম।

মেরিভিউ চা বাগানে পুজোর আয়োজন। -ফাইল চিত্র

কারণ, যে সমাজের মেয়েরা এ বার পুজোর মঞ্চে নাচবে, সেই সমাজেরই একাংশের কাছে মহিষাসুর শুধুই পুরাণের 'অসুর' নন। তাঁদের লোকবিশ্বাসে মহিষাসুরের সঙ্গে পূর্বপুরুষের সম্পর্ক রয়েছে। তাই দুর্গার হাতে মহিষাসুর বধের প্রচলিত কাহিনী তাঁদের কাছে অন্য অর্থ বহন করে। দুর্গাপুজোয় অংশ নেওয়া নিয়েও সমাজের প্রবীণদের মধ্যে তাই দ্বিধা রয়েছে। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে নতুন প্রজন্মও।

চা শ্রমিক সুখু অসুরের কথায়, 'আমাদের সমাজে বিষয়টি নিয়ে নানা ভাবনা আছে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এখন আর আলাদা হয়ে থাকতে চায় না। ওরা বন্ধুদের সঙ্গে পুজোয় যেতে চায়, প্রতিমা দেখতে চায়।'

সেই ইচ্ছা থেকেই পুজো শুরু মেরিভিউতে। পরিবারপিছু এবার ৫০ টাকা করে চাঁদা দিচ্ছেন বাসিন্দারা। অসুর সমাজের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের শ্রমিকরাও এগিয়ে এসেছেন। পুজো কমিটির সম্পাদক পেয়ারা বেনও অসুর সমাজের প্রবীণ সদস্য। তাঁর মুখে যেন পুরোনো দিনের জমে থাকা অভিমান, 'এত দিন ঢাকের আওয়াজ আমাদের পাড়ায় দূর থেকেই ভেসে আসত। ছেলেমেয়েদের মন খারাপ হত। এ বার তারাই পুজোয় নাচবে, গাইবে।'

তাঁর মতে, এখন আর দরজা বন্ধ করে রাখার কারণ নেই। যদিও নাচের মহড়া এখনও ঘরেই চলছে। সানিচাওড়া অসুর বলছেন, 'পুজোর গানে নাচবে ছোটরা। তাই ঘরেই শেখানো হচ্ছে।' পুজো কমিটির প্রধান উদ্যোক্তা বাগান কর্তৃপক্ষ। তাদের মধ্যে গণেশ মণ্ডল জানান, সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে। তাঁদের ইচ্ছে, ধর্ম বা সামাজিক বিশ্বাসের ফারাককে পাশে রেখে পুজোটা হয়ে উঠুক মিলনমেলা।

হয়তো এ বার মেরিভিউয়ের পুজোয় ঢাক বাজবে একটু অন্য সুরে। সেই ঢাকের শব্দে একদিকে থাকবে পুরোনো বিশ্বাসের স্মৃতি, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের আনন্দের দাবি।

যে মেয়েরা এত দিন বন্ধ দরজার আড়ালে নাচ শিখেছে, পুজোর রাতে তারাই হয়তো মঞ্চে উঠে বলবে, উৎসবেরও তো কোনও একার মালিকানা নেই।

বিসর্জনে মহানন্দায় ট্রলি

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : রাজ্যের নির্দেশে প্রতিমা নিরঞ্জনের ক্ষেত্রে এবার বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবার প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে ট্রলির ব্যবহার করা হবে। বৃহস্পতিবার পুরনিগমের সভাকক্ষে এনিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেন, 'পুজোর আগেই শহরের প্রতিটি রাস্তার খানাখন্দ ভরাট শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও কোনও এলাকায় রাস্তার ধারে যাতে বেডমিশালি পড়ে না থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলিকে বলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নির্বিঘ্নে বিসর্জন পর্ব সারতে এবার ট্রলির ব্যবহার করা হবে।'

এদিন বৈঠকে পুলিশ, রেল, এশিয়ান হাইওয়ে ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সহ পুরনিগমের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শুরুতেই এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তাগুলির হালহকিকত নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক সূত্রে খবর, প্রতিমা বিসর্জন পর্ব নির্বিঘ্নে করতে মহানন্দার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে ট্রলি বসানো হবে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেখানে একটি মাত্র ট্রলি বসানো হবে। তার সাহায্যে শুধুমাত্র বড় প্রতিমা বিসর্জন করা হবে। তবে ছোট প্রতিমাগুলি চিরাচরিত প্রথাতেই বিসর্জনের বন্দোবস্ত থাকবে। এছাড়াও ঘাটে নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে।

প্রতিবাদ

চোপড়া, ৮ অক্টোবর : বুধবার নয়াদিল্লিতে দলীয় সাংসদদের টেনেহিঁচড়ে পুলিশের গাড়িতে তোলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথে নামে চোপড়া ব্লক কংগ্রেস। এদিন সদর চোপড়ায় দলীয় কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বিডিও অফিসের সামনে পৌঁছায়। সেখানে পথসভা করে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন ও কার্যকরী সভাপতি জাকির আবেদিন প্রমুখ।

শারদ সুন্দরী।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আনসাদ চৌধুরী।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সিডিপিও অফিসে বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ৮ অক্টোবর : গত বেশ কয়েকদিন ধরে নকশালবাড়ি ব্লকের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসারের (সিডিপিও) বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবার বাগডোগরায় বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনে সিডিপিওর অফিস ঘেরাও করে তালা ঝুলিয়ে দেন পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তালা খুলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'আমরা পুজোর আগে সমস্ত বকেয়া পরিশোধের দাবি করেছি। সেইসঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাসের সিলিন্ডার, ওভেন এবং মোবাইলের সিম কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের উপর প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা চলবে না।' সংগঠনের রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি মৌসুমি ঘোষ বলেন, 'একজন কর্মীকে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁকে দুটি সেন্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।' ওই সিডিপিও অর্পিতা পাইন বলেন, 'আমি যা কিছু করেছি সরকার, আইন, গাইডলাইন মেনেই করেছি। তারপরেও তালা লাগানো হয়। এজন্য পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয়েছি।'

উপস্থিতি কম, উদ্বিগ্ন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের অভিভাবকরা

দায়িত্ব বোঝাতে স্কুলে সামসুল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৮ অক্টোবর : টানা ৪৫ দিন অনির্দিষ্টকালের ছুটিতে থাকার পর বৃহস্পতিবার মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে পা রাখলেন প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম। স্থায়ীভাবে ক্লাসে ফিরতে নয়। প্রশাসনিক ও আর্থিক যাবতীয় হিসেব বুঝিয়ে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে। বুধবার ডাকযোগে রেকমেন্ডেশন লেটার হাতে পেয়েছেন তিনি। চূড়ান্ত ট্রান্সফার লেটার এখনও আসেনি। তাঁকে রায়গঞ্জ সংলগ্ন শীতগ্রাম বিদ্যাভবন (উচ্চবিদ্যালয়)-এ বদলি করা হচ্ছে। ওই স্কুলে পড়ুয়া প্রায় ২৪০০ জন। মুরালীগঞ্জে বর্তমানে ২৮০০-রও বেশি পড়ুয়া। সামনে মাধ্যমিকের টেস্ট ও ফাইনাল পরীক্ষা। তাই বদলি ঘিরে আলোচনা তুঙ্গে। বাকি শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। তাঁর দায়িত্ব ছাড়ার পর কে 'টিচার ইনচার্জ' (টিআইসি) হবেন, তা নিয়েও আলোচনা হয়।

সামসুল বলেন, ''বোর্ড থেকে এখনও জয়েনিং বা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফাইনাল লেটার আসেনি। তবে, ডাকযোগে রেকমেন্ডেশন চিঠি এসেছে। চিঠিতে লেখা রয়েছে 'ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পাবলিক'। এত বছরের একটা বড় স্কুলের আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রচুর হিসেবপত্র থাকে। সেগুলো গুছিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিতে কিছুটা সময় লাগবে। তাই হিসেব মেলাতেই স্কুলে এসেছিলাম।'' বদলির নেপথ্যের কারণ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ডিআই রবিন মণ্ডল বলেন, 'এখনও বোর্ডের চূড়ান্ত ট্রান্সফার অর্ডার আসেনি, তবে রেকমেন্ডেশন এসেছে বলে শুনেছি। আমার কাছেও ই-মেলে একটি চিঠি এসেছে।' স্কুলের পরিস্থিতি নিয়ে সিট (এসআইটি) গঠন করে যে তদন্ত হয়েছিল, সেই তদন্তের রিপোর্ট এখনও পাননি বলে দাবি করেন ডিআই।

এদিকে, সামসুলকে ছুটিতে পাঠানোর পর থেকে মুরালীগঞ্জের পড়ুয়াদের উপস্থিতি তলানিতে। অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া বলে, 'অনেকেই নিয়মিতভাবে স্কুলে আসে না।' স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'প্রতিদিন প্রচুর ছাত্রছাত্রী গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে, প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভেতরে ঢোকে না।' স্কুল সূত্রে খবর, কয়েকটি সেকশনের পড়ুয়াদের একসঙ্গে বসিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এই কম উপস্থিতির নেপথ্যে কী কারণ, তা স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি ২৬ জন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে ছাঁটাইয়ের প্রভাবও রয়েছে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। অভিভাবক মুক্তার আলম বললেন, 'এমনটা চলতে থাকলে এত বড় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনবে।' সামসুল ছুটিতে যাওয়ার পর দুজন শিক্ষককে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের একজন স্বপনকুমার রায় বলেন, 'এত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে ছাঁটাই করায় পড়ুয়াদের সামলানো মুশকিল হচ্ছে।' তবে স্কুলে না ঢুকে বাইরে পড়ুয়াদের জটলার বিষয়টি তিনি মানতে চাননি।

স্কুলের অচলাবস্থা নিয়ে সামসুল নিজেও মুখ খুলেছেন। তাঁর কথায়, 'গত ১৩ অগাস্ট বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু এই স্কুলে এসে ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছিলেন। তাঁর যাওয়ার ঠিক সাতদিনের মাথায় পুরো পরিস্থিতি তৈরি করা হল! অথচ আমার ২২ বছরের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের সময়কালে কোনও শিক্ষক সংগঠন বা অভিভাবক আমাকে স্মারকলিপি পর্যন্ত দেয়নি। জাতীয় পুরস্কারের জন্য চারবার আমার নাম মনোনীত হয়েছিল। আর আজ এই পরিণতি।' একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'জনগণের করের টাকায় বেতন পাই। তাই সরকার যেখানে পাঠাবে, সেখানেই পূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে দায়িত্ব পালন করব।' বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'নিজের মতো করে সরকারি নিয়ম না মেনে একটা স্কুল চালানো যায় না। নিয়ম না মানা হলে, বিষয়টি প্রশাসন দেখবে।'

মুরালীগঞ্জের ডামাডোলের শুরু গত অগাস্টে। ২১ অগাস্ট পার্ট-টাইম শিক্ষক সুরজিৎ মণ্ডলকে বরখাস্ত এবং পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগ তুলে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পড়ুয়ারা। সামসুলের দাবি ছিল, এক ছাত্রকে ৪০০ বার ওঠবোস করিয়ে অসুস্থ করে দেওয়ায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। ২২ অগাস্ট প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ফি, ডোনেশন ও পোশাক বিক্রির অভিযোগ তুলে অভিভাবকেরা অবস্থান-বিক্ষোভ করেন। ২৪ অগাস্ট স্কুল ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আটজন পড়ুয়া রক্তাক্ত হয়। সেদিনই ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, ডিআই ও পুলিশের উপস্থিতিতে জরুরি বৈঠকের পর সামসুল আলম সহ তিন শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়। এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে স্কুল। ২৫ অগাস্ট ক্যাম্পাসে ঢুকে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের দুই বহিরাগত নাবালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই সময়কালেই স্কুল থেকে চুক্তিভিত্তিক বহু শিক্ষককে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই গোটা বিষয়টি নিয়ে সিট গঠন করা হয়।

বালি সহ আটক ট্র্যাক্টর

চোপড়া, ৮ অক্টোবর : চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার বালি সহ চারটি ট্র্যাক্টর আটক করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে বালি পরিবহণের অভিযোগে ট্র্যাক্টরগুলি আটক করা হয়েছে। যদিও ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এদিকে, আটক ট্র্যাক্টরগুলির বিষয়ে আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অবৈধভাবে বালি পরিবহণের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

জুন থেকে সুপারস্পেশালিটি পরিষেবা মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : আগামী বছরের জুন মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালু করা হবে। বৃহস্পতিবার মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকের পরে পরিবহণ ও অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন একথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'সুপার স্পেশালিটি ব্লক তৈরির পর থেকে একাধিকবার এখানকার ফলস সিলিং খুলে পড়া, ছাদের জল চুইয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর মেরামতির জন্য টাকা দিয়েছিল। সেই টাকায় কোনও কাজ হয়নি। পুরোটাই তদন্ত করে দেখা হবে।' মন্ত্রী এদিন মেডিকেলের সংস্কার হওয়া প্রসূতি বিভাগের অপারেশন থিয়েটার এবং ইউএসজি পরিষেবার উদ্বোধন করেন।

২০২২ সালে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে রোগী পরিষেবা চালু হলেও সেখানে সমস্ত সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালু হয়নি। বরং সাধারণ কিছু বহির্বিভাগ, কার্ডিওলজির অন্তর্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি পুরোনো ভবন থেকে এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে। অথচ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কার্ডিওথোরাসিক, ইউরোলজি, নিউরো সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারির মতো বিভাগ থাকার কথা। নতুন তৈরি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন তলের ফলস সিলিং খুলে পড়েছে। ছ'তলা ভবনের ছাদ দিয়ে জল চুইয়ে ঘরে ঢুকছে। মেডিকেল সূত্রের খবর, ফলস সিলিং মেরামতির জন্য দু'দফায় স্বাস্থ্য ভবন থেকে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু সেই টাকায় কোনও কাজ হয়নি। রোগীকল্যাণ সমিতির আমন্ত্রিত সদস্য তথা মন্ত্রী আনন্দময়ের দাবি, 'দু'কোটি টাকা এসেছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। ওই টাকা কোথায় গেল, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।' এদিন মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করেন আনন্দময়। সেই বৈঠকে মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও মেডিকেলের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মূলত সুপারস্পেশালিটি বিভাগ, ২০০ শয্যার ক্যানসার ব্লক এবং ৫০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক (সিসিবি) দ্রুত চালু করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সুপারস্পেশালিটি ব্লক সংস্কারের কাজ শেষ হবে। তারপরেই ক্যাথ ল্যাব সহ অন্যান্য সমস্ত সরঞ্জাম আসবে। প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের জন্যও স্বাস্থ্য ভবনকে বলা হচ্ছে। সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।'

আগমনী

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে বার্তা

দুর্গাপুজোর দশভুজা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে মহিলাদের সচেতনতার বার্তা দেবেন 'পরম্পরা'-র মহিলারা। কলেজপাড়া শচীন সরকার সরণিতে পাঁচ বছর ধরে আয়োজিত হয়ে আসছে এলাকার বাসিন্দাদের দুর্গাপুজো। এলাকার প্রতিটি পরিবারই এই পুজোর সঙ্গে জড়িত। 'পরম্পরা'-র ব্যানারে পাঁচ বছর ধরে পুজো হলেও এই পুজোর সূত্রপাত হয়েছিল ২০১২ সালে। পাঁচ বছর আগে ভাগ হয়ে পাড়ার লোকেরাই আলাদাভাবে পুজোর উদ্যোগ নেয়।

পুজোয় পাড়ার পুরুষদের সহযোগিতা থাকে বটে, তবে সব কাজ দায়িত্ব নিয়ে উতরে দেন পাড়ার মহিলারাই। মণ্ডপের পিছনের দিকে একজনের বাড়ির গ্যারাজেই পুজোর ক'টা দিন চলে সব কাজকর্ম। পঞ্চমীতে দেবীবরণ হয়, তাই চতুর্থী থেকেই সেখানে শুরু হয়ে যাবে খই বাছা, নাড়ু তৈরি— যা করেন

চাঁদা কাটা থেকে পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব মহিলাদের কাঁধেই।

এই মহিলারাই। শুক্রবার মা দুর্গার শাড়ি সহ অন্যান্য জিনিস কিনতে যাবেন রুম্পা ঘোষ, পিংকি চক্রবর্তী, তনুশ্রী দাম, চৈতালি দে সহ পাড়ার আরও অনেকে। পিংকি বলছিলেন, 'আমরা সমস্ত নিয়ম মেনে পুজোর কাজ করি। তাই সারাদিন আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এই পুজোটা আমাদের কাছে বাড়ির পুজোর মতোই। বাড়ির সদস্যরা এখানেই থাকেন। পুজোর নাড়ু তৈরি থেকে, নৈবেদ্য সাজানো, সবজি কাটা, পুজোর জোগাড়— এসব আমাদেরই দায়িত্ব। তবে ভোগের রান্না এবং আমাদের সাহায্যের জন্য দুজন মহিলাকে আনা হয়। ওরাও পাঁচ বছর ধরে পুজোর সময় এখানে আমাদের সঙ্গেই থাকেন। প্রতিদিন পাড়ার এই এলাকার সবাই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি। এমন হইহই করে দিনগুলো কেটে যায় যে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা মনেই থাকে না।' পুজোর কাজ সামলানোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তোড়জোড়েও শামিল মহিলারা। এখন থেকেই পাড়ার মহিলারা মিলে গানের রিহার্সাল শুরু করেছেন। পুজোর দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে জমজমাট থাকে, তার জন্যও ভীষণ সজাগ সকলে।

দোলা চক্রবর্তী ঘোষের দুই ছেলে পড়াশোনার জন্য অন্য শহরে থাকেন। পুজোর দিনে শহরে আসেন, তবুও তাঁদের নিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় হয় না দোলার। বলছিলেন, 'ছেলেরাও এই পুজোতেই থাকে। কখনও ওরা দুজনে অথবা বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে ঘুরে আসে। আমাদের পুজোয় কত অতিথি আসেন! তাঁদের আপ্যায়ন, সবাইকে প্রসাদ দেওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— এত কাজ ছেড়ে বেরোনো যায় নাকি?'

চাঁদা কাটা থেকে বিসর্জন, পুজোর কয়েকমাস আগে থেকেই ব্যস্ততা চরমে থাকে চম্পা হালদার, অন্বেষা রায়চৌধুরীদের। তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসই যেন এই দুর্গাপুজো সফল হওয়ার চাবিকাঠি।

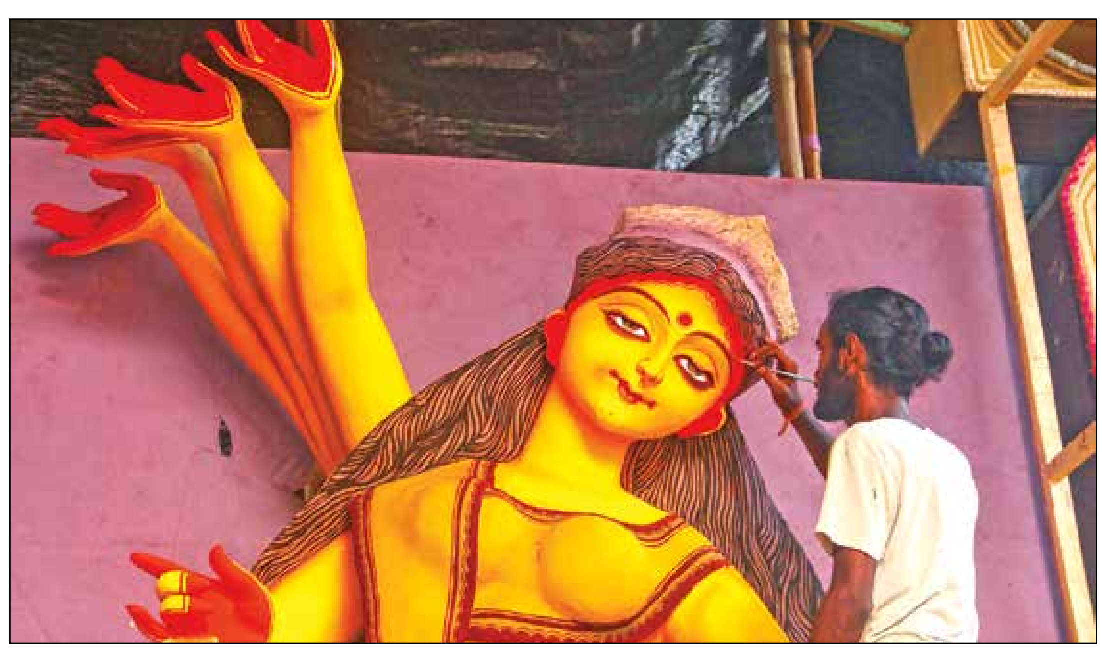

সাজাবো যতনে।। *বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।*

শাহজাদপুর থেকে মাটিগাড়া, পরম্পরা অটুট

১৩৬ বছরের পুরোনো পুজো। তার সঙ্গে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি। বাংলাদেশের শাহজাদপুরে যে পুজোর সূচনা, সময়ের স্রোত পেরিয়ে আজও সেই পরম্পরা বয়ে চলেছে মাটিগাড়ার সাহাবাড়িতে। সেই পুজো এখন ৭৫ বছর ধরে মাটিগাড়ার রামকৃষ্ণপাড়ায়।

বাড়ির পুজো

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ অক্টোবর : পারিবারিক পরম্পরা মেনে প্রস্তুতিটা শুরু হয়েছে অনেকদিন আগেই। এখন শুধু অপেক্ষা উমার আগমন এবং দেবী পুজোকে কেন্দ্র করে আত্মীয়-পরিজনদের ভিড় জমানো। মাটিগাড়ার সাহাবাড়ির পুজো শুধু পরম্পরা রক্ষার নয়, পুজোর স্মৃতিতে ১৩৬ বছরের ইতিহাস জড়িত। এর মধ্যে ৭৫ বছর ধরে পুজো চলছে মাটিগাড়া রামকৃষ্ণপাড়ায়। তিন পুরুষ আগের পারিবারিক ধারা আঁকড়ে ধরে আজও নিয়মনিষ্ঠা মেনে মহাধুমধাম করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন গোপাল সাহার উত্তরসূরিরা।

সাহা পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। তাঁতশিল্প এবং দুগ্ধশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধুনা বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা পারের শাহজাদপুর। সেই সময় যমুনার ঘাটে ছিল গোপাল সাহার প্রায় ৬০টি নৌকা। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোপাল সাহার বাড়িতে একাধিকবার গিয়েছিলেন। রবি ঠাকুর পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে শাহজাদপুর, বোয়ালিয়া, শিলাইদহ, পতিসর এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন এবং তার জন্য গোপাল সাহার নৌকা ব্যবহার করতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবি ঠাকুরের চিঠিতে যার উল্লেখ রয়েছে। স্মৃতির সিন্দুক খুলে তরুণকুমার সাহা বলেন, 'আমাদের বাড়িতে বসেও বিশ্বকবি চিঠি লিখেছিলেন বলে শুনেছি। গোপাল সাহা ছিলেন আমাদের ঠাকুরদার বাবা। তিনিই সম্ভবত ১৮৯০ সালে শাহজাদপুরে দেবী পুজোর সূচনা করেন।' বংশ পরম্পরায় তাঁরা পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন বলে জানান তরুণকুমারের ভাই স্বপনকুমার সাহা।

সাহাবাড়ির এই মন্দিরে পূজিত হন দেবী।

মাটিগাড়ার রামকৃষ্ণপাড়ায় পুজো হচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে। পারিবারিক পরম্পরা এবং ঐতিহ্য ধরে রাখতে সচেষ্ট বর্তমান প্রজন্মের বিজন সাহা, মিলনময় সাহা, বিকাশ সাহা, সুদীপ সাহারা। বিজন জানান, ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু হয়, বৈষ্ণব মতে। মা-কে সপ্তমীতে বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। অষ্টমীতে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। নবমীতে সব ধরনের পিঠেপুলি দেওয়া হয়। দশমীতে বিসর্জনের পর মাছভাত খাওয়া হয়। পারিবারিক পুজো হলেও, তার থেকে দূরে থাকেন না এলাকার লোকজন। সময়ের সঙ্গে সাহাবাড়ির পুজো হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। পরিবারের সদস্য অনুষ্কা বললেন, 'কাছে-দূরে থাকা সমস্ত আত্মীয় চলে আসেন পুজোয়। সকলে মিলে যে আনন্দ হয়, তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।'

অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতায় দুর্গার আরাধনা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পুজোয় অঞ্জলি দিতে পাড়ি দিতে হত ২-৩ কিলোমিটার পথ। কিন্তু ভিড়ের চাপে সম্ভব হত না মন ভরে অঞ্জলি দেওয়া। সেই আক্ষেপ মেটাতে এ বছর নিজেদের পাড়াতেই দশভুজার আরাধনায় একজোট হয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার গেন্দাখাড়ির সাধারণ পরিবারের মহিলারা। তবে পুজোর এমন আয়োজনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত অর্থের সংস্থান। কিন্তু তা হয়নি অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য। সরকারি প্রকল্প থেকে পাওয়া অর্থের একটা অংশ জমিয়ে তা দিয়ে পুজোর আয়োজনে এগিয়ে এসেছেন ৩০টির বেশি পরিবারের মহিলারা। তাঁদের উদ্যোগেই গেন্দাখাড়িতে প্রথমবার তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। দেবী বোধনের অপেক্ষায় গোটা এলাকা।

মা আসছে

তবে এই পুজো কি নিছকই একদল সাধারণ মহিলার উদ্যোগ, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপির কৌশল- প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। সম্প্রতি বিজেপি নেতৃত্ব বাংলাজুড়ে দুর্গাপুজোয় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া এবং সনাতনী সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছে। সেই প্রেক্ষিতেই ফাঁসিদেওয়ার এই পুজোকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জল্পনা তীব্র হয়েছে। তাছাড়া উদ্যোক্তারা যে কমিটি গঠন করেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীশ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুজো কমিটি। পাশাপাশি, পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা শুভা চৌধুরী বিজেপির মহিলা মোর্চার ফাঁসিদেওয়া মণ্ডলের সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে পুজো পরিচালনায় সামনের সারিতে রয়েছেন শেফালি সিকদার, বিভারানি বিশ্বাসের মতো বিজেপি নেত্রীরা। ফলে অনেকেই পুজো আয়োজনে রাজনৈতিক রং দেখতে পাচ্ছেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক শুভা বলছেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলেও মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, তবে তার পরিমাণ ছিল কম। সবচেয়ে বড় কথা, তখন নিজেদের মতো করে দুর্গাপুজো করার মতো পরিবেশ ও রাজনৈতিক সাহস পেতাম না। রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তন আসার পরেই মহিলারা সেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। এটা দলীয় পুজো নয়, পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বিতার পুজো।' তাঁর বক্তব্য, অনেক দূরে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে কষ্ট করে অঞ্জলি দেওয়া তাঁদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ছিল। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমিয়ে তাঁরা সেই কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করছেন।

একচালা প্রতিমা বরাত দেওয়া হয়েছে। ছোট করে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

নবমীতে প্রসাদ বিলি হবে। মণ্ডপে থাকবে শ্যামাপ্রসাদের ছবিও। ভাতার টাকায় প্রাথমিক খরচ জোগানো হলেও বড় আয়োজনের স্বার্থে সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা আশাবাদী, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন। সব বিতর্ক সরিয়ে রেখে গেন্দাখাড়ির সাধারণ মহিলারা এখন শুধু প্রহর গুনছেন নিজেদের ঘামে আর জমানো টাকায় গড়া মণ্ডপে প্রথমবার ঢাকের বাদ্যি শোনার জন্য।

আশ্বাস মন্ত্রীর

পালাবদলের পরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর বারবার হামলার অভিযোগ বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবার। প্রতিকার চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে জাতীয় এবং রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনকে। সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু।

ছাপ্পার অভিযোগ

রেজিনগর উপনির্বাচনে বুথে বুথে ঢুকে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ করল কংগ্রেস। নির্বাচন বাতিল ও নির্ধারিত ভোটগণনা স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।

রাতভর মেট্রো

দুর্গাপুজোয় চার দিন রাতভর মেট্রো পরিষেবা মিলবে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে (১৭ থেকে ২০ অক্টোবর) ব্লু ও গ্রিন লাইনে ভোর চারটে পর্যন্ত মিলবে মেট্রো পরিষেবা। অন্যদিকে, ইয়েলো ও পার্পল লাইনেও প্রায় রাত ১১টা পর্যন্ত মেট্রো চলবে।

ওয়েভার স্কিম

কলকাতা পুরসভায় সম্পত্তি করের বকেয়া মেটাতে শুরু হল ওয়েভার স্কিম। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু থাকবে। পরে প্রয়োজনে দু'মাসের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে।

গোপনীয়তা চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : ব্যক্তিগত ও তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য ফাঁসের অভিযোগে গোপনীয়তা চেয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে চলা তদন্তের প্রশ্ন কীভাবে ফাঁস হচ্ছে এবং মিডিয়া তা অতিরঞ্জিত করে কেন দেখাচ্ছে, সেই নিয়ে অভিযোগ করেছেন অভিষেক। যদিও বৃহস্পতিবার এই মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ না করে উপযুক্ত বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও।

একগুচ্ছ সংবাদমাধ্যমকে মামলায় সংযুক্ত করে অভিষেকের অভিযোগ, তদন্তকারী সংস্থা সংবাদমাধ্যমের কাছে তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে অনুমান নির্ভর সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। টিআরপির জন্য চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে তদন্ত প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সাংসদ হিসেবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার রয়েছে তাঁর। এমনকি তাঁর বিদেশযাত্রা, ব্যক্তিগত ও বৈবাহিক জীবন নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন করেছেন তিনি। তবে বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিশের বিরুদ্ধে যেহেতু অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাই মামলাটি শোনার এক্তিয়ার এই বেঞ্চের নেই। উপযুক্ত বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

দু'মাস ধরে আটক, প্রশ্নের মুখে রাজ্য

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : বাংলাদেশি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে দু'মাস ধরে ডিটেনশন সেন্টারে রেখে দেওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল পুলিশ। আধার ও প্যান কার্ড বাতিল না করে কীভাবে কাউকে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। বাংলাদেশি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার পুলিশ। মামলার জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, '১৯৭০-এর দশকে কত মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসেছিলেন? তাঁদের সকলকে চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো সম্ভব? বাবার মৃত্যু হলে, ছেলে যদি প্রমাণ করতে না পারে তবে কি তিনি বাংলাদেশি?' বিচারপতি এও বলেন, 'সীমান্ত এলাকাগুলিতে যান। এটা কি আদৌ সম্ভব? যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে এভাবে আটক করা যায় না।'

বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : ফের ই-মেল মারফত বিমানবন্দরে বোমা রাখার হুমকি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চত্বরে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার মেল করে হুমকি দেওয়া হয় বিমানবন্দরের ভিতরে বোমা রাখা আছে এবং সেটি যেকোনও সময় ফাটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। তৎক্ষণাৎ যাত্রীদের সতর্ক করে এয়ারপোর্ট চত্বর ফাঁকা করে দেওয়া হয়। লুকোনো বোমা খুঁজে বের করতে তল্লাশি শুরু করে সিআইএসএফ। যদিও বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ভালো করে খতিয়ে দেখার পরেও এদিন বোমা উদ্ধার হয়নি।

কাল মহালয়া। তার আগে রেডিও সারাইয়ের ব্যস্ততা। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যের নজর কাশীতে কোচবিহারের রাজ-সম্পত্তিতে

কালীবাড়িতে অতিথিশালা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মেলবন্ধন বহু প্রাচীন। সেই সম্পর্ককে আরও নিবিড় করতে বারাণসীতে একটি অত্যাধুনিক অতিথিশালা গড়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, বারাণসীর সোনারপুরায় কোচবিহার রাজ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী কালীবাড়ি চত্বরে প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই অতিথিশালা তৈরি হবে।

দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু করতে সম্প্রতি রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী দলবল নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। কীভাবে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ হবে, তা নিয়ে কালীবাড়ির ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাঙালির কাছে কাশী বা বারাণসী নিছক তীর্থস্থান নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু পুরোনো আবেগ। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, বাঙালির সেই আবেগকে মর্যাদা দিতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। তাঁর কথায়, 'বাঙালি শুধু পুণ্য অর্জনের জন্যই কাশীতে যান না, অনেকেই নিছক বেড়াতে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে অনেক সময় মানানসই থাকার জায়গা পেতে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়। রাজ্যের প্রস্তাবিত এই অতিথিশালা সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান করবে।' পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই এটি সম্পূর্ণ আধুনিক মানের হবে বলে জানান তিনি।

পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২ একর জমির ওপর ৬ থেকে ৭ তলা এই অতিথিশালাটি গড়ে উঠবে। সেখানে পার্কিংয়ের সুবিধা সহ থাকবে ব্যাঙ্কোয়েট হল, রেস্তোরাঁ, আধুনিক জিম, কাফেটারিয়া এবং একটি গ্রন্থাগার। বর্তমানে কালীবাড়ি চত্বরে থাকা ঐতিহাসিক 'হাওয়া মহল'-এর প্রাচীন স্থাপত্যকে সম্পূর্ণ অটুট রেখেই নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। সোনারপুরা রোড থেকে মূল প্রবেশপথটি খুব একটা চওড়া না হওয়ায়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই নকশার চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পর্যটনকে তুলে ধরার পাশাপাশি দুই রাজ্যের মেলবন্ধনে এই প্রকল্প আগামী দিনে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের কাছে এক নির্ভরযোগ্য ঠিকানা হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার। বারাণসীর বুকে বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রসনাকে তুলে ধরে পর্যটকদের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য ঠিকানা গড়ে তোলাই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

- প্রায় ২ একর জমির ওপর ৬ থেকে ৭ তলা এই অতিথিশালাটি গড়ে উঠবে
- পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন
- এজন্য খরচ হবে প্রায় ৮০ কোটি টাকা

ভোরে বিকাশের বাড়িতে হামলা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : 'চাকরি খেকো' বলে একাধিকবার আইনজীবী তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে কটাক্ষ করতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিকের পুরোনো রেকর্ড খোলারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পালাবদলের বাংলায় সেই অহিনকুল সম্পর্ক আপাতত অতীত। বৃহস্পতিবার প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে ফিরে এসে সিপিএম নেতার সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় কালিকাপুরে বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় স্কুটি থেকে নেমে বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে মদের বোতল ছুড়তে থাকেন। পিছনে আরও কয়েকজন ছিলেন। সিপিএম নেতাকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজ দেন বলে অভিযোগ। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বিকাশের বাড়ির গৃহ সহায়িকা। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

এদিন দিল্লি যাওয়ার আগে এই ঘটনায় মমতা বলেন, 'আমি বিকাশদার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। আমি বলেছি, ফিরে এসে যাব। যে যেই দলই করুক না কেন, এই ধরনের আক্রমণ আমরা মানব না।' সমাজমাধ্যমেও সরব হয়েছেন তিনি। লিখেছেন, 'গত ১৫ বছরে বিকাশদা এবং আমরা অনেক সময়ই আদর্শগত ও আইনি অবস্থানের দিক থেকে ভিন্ন মেরুতে থেকেছি। কিন্তু শালীনতার সীমা অতিক্রম করা হয়নি। সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। কিন্তু আজ সংসদ থেকে বিধানসভা স্থানীয় প্রশাসন থেকে আদালত, সর্বত্রই ভিন্ন মতের কণ্ঠস্বরকে দমন করা হচ্ছে।'

আক্রমণকারীদের 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা' বলে কটাক্ষ করেছেন বিকাশও। তিনি বলেন, 'পরিকল্পিত আক্রমণ। ওইসব সন্ত্রাসী জেনে রাখুন, আমাকে ভয় দেখানো যাবে না। এবার আমি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নেব।' এসআইআর বিতর্ক এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের ঘটনায় ইতিমধ্যে সিপিএমের সঙ্গে বৈরিতা ভুলে মসৃণ সম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। সম্প্রতি বামপন্থী আইনজীবী শামিম আহমেদ, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনাতেও সরব হয়েছিলেন মমতা।

ফোনে খোঁজ নিলেন মমতা

নিজেই গুলিবিদ্ধ সেই কিশোর

মেদিনীপুর, ৮ অক্টোবর : গ্যাংওয়ার নয়, বন্ধুর বাবার বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময়েই অসাবধানতাবশত গুলি লাগে খড়্গপুরের স্কুলছাত্র অক্ষয় ঝায়ের বুকে। তদন্তের পর বৃহস্পতিবার পুলিশ একথা জানিয়েছে। ঘটনায় ওই কিশোরের বন্ধু সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া অক্ষয় সাগরের বাড়িতে যায়। সেখানে সাগর তাঁর বাবার বন্দুক নিয়ে দেখছিল। তাঁর হাত থেকে সেই বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় গুলি চালিয়ে ফেলে অক্ষয়। প্রথমে ফলস ফায়ারিং হলেও পরে একটি গুলি অক্ষয়ের বুকের বাঁ দিকে লাগে।

জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানিয়েছেন, অক্ষয় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সাগর ভয় পেয়ে তাঁর বন্ধুদের ফোন করে ডাকেন। তাঁরাই অক্ষয়কে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং পরে হামলার গল্প বানান। ঘটনায় আরও একজনের খোঁজ করছে পুলিশ। এদিনের ঘটনার প্রসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'খড়্গপুরে একটা সময় মাফিয়ারাজ ছিল। এখনও অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আছে। পুলিশ চেষ্টা করছে সেগুলোকে বার করার।'

অভিন্ন বেতন কাঠামোর ভাবনা শিক্ষা দপ্তরের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : রাজ্যের স্কুলগুলিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন বেতন কাঠামো আনার ভাবনা স্কুলশিক্ষা দপ্তরের। ভাবনা বাস্তবায়িত হলে রাজ্য সরকারের ঠিক করে দেওয়া অঙ্ক মেনেই ভর্তির টাকা নিতে হবে স্কুলগুলিকে। বৃহস্পতিবার স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির জন্য এই অভিন্ন বেতন কাঠামোর কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সব স্কুলের জন্যই অভিন্ন ফি কাঠামো আনতে চাইছি। টাকার অঙ্কও ভাবা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।'

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের কাছ থেকে কোনও বেতন নেওয়া হয় না। উচ্চপ্রাথমিকের (ষষ্ঠ-অষ্টম) ক্ষেত্রে সেই বেতন ২৪০টাকা। কিন্তু নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির ফি আলাদা আলাদা। কোনও স্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তির ফি ৩৫০ টাকা, আবার কোথাও ৫০০ টাকা। অন্যদিকে, একাদশ-দ্বাদশে ভর্তির সময় বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে স্কুল বিশেষে আলাদা বেতন ধার্য করা হয়। শিক্ষা মহলের একাংশ মনে করছে, অভিন্ন বেতন কাঠামো কার্যকর হলে উপকৃত হবে পড়ুয়ারাই।

তবে শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে আভাস পাওয়ার পর বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের একাংশের আবেদন, সরকার যেন সবদিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে স্কুল চালানোর ক্ষেত্রে তাঁরা বিপাকে না পড়েন। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'স্কুলের খরচ চালাতে আমাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। কম্পোজিট গ্রান্টের সব টাকা এখনও পাওয়া যায়নি। তাই সরকার যদি স্কুলের খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন নির্ধারণ করে তাহলে খুব ভালো হয়।'

উপনির্বাচনের ফল আজ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর আসনে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হতে চলেছে শুক্রবার। ৬ অক্টোবর দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলায় প্রথম উপনির্বাচন হয়েছে। বাম ও তৃণমূল আমলের মতোই এবারও ভোট লুট, ছাপ্পা, রিগিং, বুথ জ্যামিং, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। কখনও ভোটের আগে কংগ্রেস প্রার্থী গ্রেপ্তার হয়েছেন, আবার কখনও ময়দান ছেড়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী। উপনির্বাচনের দিন সকাল থেকেই টান টান নাটকীয় পরিস্থিতি দেখেছে বাংলা। সব মিলিয়ে ওই দুই আসনে কারা জয় ছিনিয়ে নেবে তা নিয়েই এখন চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।

উদ্ধার ৯ লক্ষ

বর্ধমান, ৮ অক্টোবর : আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল নেতার সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্তে নেমে নগদ ৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সম্প্রতি সুপ্রিয়র বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।

নয়না-রথীনকে নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : রাজ্যে পালাবদলের পর একে একে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হতে চলেছে চৌরঙ্গীর বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম? বৃহস্পতিবার তাঁর স্বামী তথা এনসিপিআইয়ের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে নয়নার কথোপকথন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বলেন, 'অমিত শা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে এবার সফল হতে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে? তখন নয়না বলল হ্যাঁ অন্যবারের থেকে এবার বেশি লড়ে জিততে হয়েছে।' তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে স্ত্রীর আলাদা দুর্বলতা রয়েছে, সেটা জানাতেও ভোলেননি। এদিকে মমতা শিবিরে ঘর ওয়াপসির বার্তা দিয়েছেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ।

দুর্গার অলংকার তৈরি। বৃহস্পতিবার বীরভূমে। -পিটিআই

পুজোর সাজে অন্য সৃজন

সুমিত চক্রবর্তী

গাইঘাটা, ৮ অক্টোবর : রাস্তার দু'পাশের জমা জল থেকে ভেসে আসছে পাটের সোঁদা গন্ধ। এখন জলে পাট না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে, কিছুদিন আগেও সেখানে চোবানো ছিল বাঙালির সোনালি আঁশ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কোথাও চোখে পড়বে সারি সারি পাটকাঠি আবার কোথাও শুকোতে দেওয়া পাট। উত্তর ২৪ পরগনার বেরগুম কাছারিবাড়ি গ্রামে পাটের দড়ি ও পাটকাঠি দিয়ে এখন তৈরি হচ্ছে পুজো প্যান্ডেলের বিভিন্ন শিল্পকর্ম। শুধু পাট নয়, রোজকার জীবনের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বহু জিনিসই শিল্পকর্মের রূপ নিচ্ছে বিকাশ বিশ্বাসের কর্মশালায়। ১০-১২ জন মহিলা শিল্পী সেখানে টানা কাজ করে চলেছেন। অন্যদিকে, কাঠামো নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন পুরুষ কর্মীরা। ফেলে দেওয়া জলের বোতল হয়ে উঠছে পুতুল আবার সাইকেলের চাকার ফ্রেম, চাটু-কড়াইয়ে ফুটে উঠছে পটচিত্র। কেউ আবার সাইকেলের স্পোক ও চেন দিয়ে তৈরি করছেন ঝাড়বাতি। কাঁচের উপরেও চলছে নকশার কাজ। কখনও আবার নাট দিয়ে তৈরি হচ্ছে মুখোশ।

শুধু পাটের উপর চিত্রই নয়, পাটের তৈরি দড়িকে অতি সন্তর্পণে বিনুনী আকার দেওয়ার কাজ চলছে। এছাড়াও বিভিন্ন আকৃতির ডিজাইন তো রয়েছেই। কাচের কাজ কিংবা এই সমস্ত ধাতব বস্তুকে শিল্পের রূপ দিতে গিয়ে চোটাঘাতের প্রসঙ্গে এক মহিলা শিল্পী বলেন, 'সবই অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম একটু আধটু হত। এখন আর হয় না।'

শিল্পীরা জানান, বৈশাখ মাস থেকেই তাঁরা কাজে লেগে পড়েন। পুজোর শেষ একমাসে কার্যত নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না তাদের। তবে বিকাশের গলায় এবছর অন্য সুর। পাটের ওপর তৈরি একটি পটচিত্র দেখাতে দেখাতেই তিনি বললেন, 'পালাবদলের পর এই বছর উদ্যোক্তারা বাজেট কমিয়েছে। তাই এই বছর শিল্পী ও কাজের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কম।' কার্যত একই কথা শোনা যায় সেখানে কর্মরত অঞ্জনা বিশ্বাস সরকারের গলাতেও। খানিক বিষাদময় সুরে তিনি বলেন, 'জানেন, অন্যবার আমাদের এখানে আরও কর্মী কাজ করে। তবে এবার পুজোর বাজারকে বোঝা বড় দায়। গতবার হাবড়ায় আমাদের কাজ ফার্স্ট প্রাইজ জিতেছিল। বাজারের এমনই দশা, এবার সেখান থেকে অর্ডারই আসেনি।'

অন্যদিকে, চাহিদা প্রসঙ্গে বিকাশ বলেন, 'সবটাই নির্ভর করছে কী ধরনে থিম পুজো কমিটিগুলো চাইছে।' তবে স্থানীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখেছে এই কর্মশালা। শিল্পী অঞ্জনার কথায়, 'এই অঞ্চলে সেই অর্থে বিশেষ কাজ নেই। দাদার এখানে কাজ করে আমরা পরিবারকে অনেকটাই সাহায্য করতে পারি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন

বাসিন্দা রজনী ভান্ডারী - কে 22.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93J 58008 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এক কোটি টাকা জেতার এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে গভীরভাবে ঋণী। এই পুরস্কারের অর্থ অবশ্যই আমার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং জীবনে যে লক্ষ্যগুলো স্থির করেছি তা অর্জন করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তম থেকে সর্বোত্তম

দ্য টপ
দ্য টপ
দ্য টপ
আজও

রূপে উত্তম। গুণে উত্তম।
হাজারো উত্তম-কথা।
পাঠকদের কলম থেকে
প্রাবন্ধিকদের কলমে।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
১ দিনের পিণ্ডদানেই প্রয়াতদের ৩৬৫ দিনের অন্ন-পান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
মায়ের সিঁথি থেকে অকাল অপারেশনে

সৌম্যেন বসু
মহিষাসুরমর্দিনীর সুর বেঁধে দিয়েছিলেন স্বয়ং মা দুর্গাই?

শশাঙ্ক ঘোষ
'ঠাকুরঘরকে রেনোভেট করে ড্রয়িংরুম' কেন বলেছিলেন উত্তমকুমার?

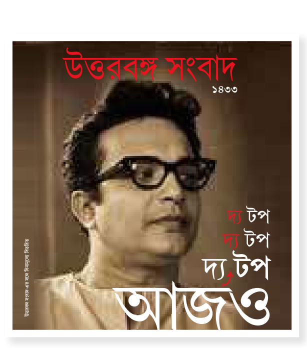

শমিত বিশ্বাস
মানুষ কি কেবল পোশাক দেখে কাউকে ভালোবাসে?

বিপুল দাস
অনিল মোহান্ত হত্যারহস্য

পঞ্চকন্যার পাঁচদিন

উত্তম প্রেম

স্বল্প গল্পে উত্তম

রসনায় উত্তম

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৪৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩৩

প্রচার ও বাস্তবায়ন

একদিকে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর প্রবল খাদ্যসংকটের সতর্কবার্তা দিচ্ছেন। অন্যদিকে, দেশের রাজধানীতে চলছে শাসকদল এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনের জন্য স্বপ্নের জাল বুনলে দেশের নাগরিকদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে জয়শংকর আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ায় একাধিক দেশ সংঘাতে জড়িয়ে থাকার কারণে পণ্য আমদানির ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে। উন্নতশীল দেশগুলিতে কাঁচামালের দাম বাড়ছে। তাঁর শঙ্কা, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সরাসরি গৃহস্থের হেঁশেলে চাপ ফেলবে। একাধিক দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে পশ্চিম এশিয়ায় জ্বালানি এবং সার সরবরাহে টান দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে আগামী মাসগুলিতে ভারতে খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী।

খাদ্য, সার, জ্বালানি এবং অর্থনীতি- এই চারটি ক্ষেত্রই সংকুচিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠলে দৈনিক খাদ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে। চাল, ডাল বা ভোজ্যতেলের দাম দরিদ্র মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেলে সামাজিক ক্ষেত্রে তুমুল রোষ তৈরি হতে পারে। ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার যুদ্ধ বন্ধের কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে পণ্য সরবরাহ অনিশ্চিতই থাকছে।

এই পথ দিয়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল বা সারের সরবরাহে ঘাটতির ফলে ভারতে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বিদেশনীতি ভ্রান্ত পথে চলার দরুন ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার অবস্থায় পৌঁছেছে। একদিকে অর্থনীতি নিয়ে কেন্দ্রের শাসকদলের কপালের ভাঁজ চওড়া হচ্ছে, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হচ্ছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের কারণে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে।

এই অভিযোগ অবশ্য শুধু বিরোধী দলগুলি করছে না, দেশের যুবসমাজের বিশাল অংশ একই অভিযোগে পথে নেমেছে। সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে প্রশাসন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারাও দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভে শামিল হচ্ছেন। বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কোনও সদর্থক আলোচনার পথে না গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে শাসকদলের প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন।

ওই প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠন করা হবে। তাঁর সরকার ২০১৪ সাল থেকে দিল্লিতে আসীন রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাঁর সরকার। সে সব প্রতিশ্রুতির কতগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান আজও পাওয়া যায়নি। গালভরা প্রতিশ্রুতিতে অনেকেই তাই আর ভরসা রাখতে পারছেন না।

অর্থনীতি নিয়ে সরকারি প্রচারের সঙ্গে বাস্তব মিলছে না। ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি না হলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। একথা ভেবেই একশো দিনের কাজ তথা মহাত্মা গান্ধি রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মনমোহন সিংয়ের সরকার। সেই প্রকল্পের আজ ভিবি-জি রাম জি নাম হয়েছে।

এই প্রকল্পে একশো পঁচিশ দিন কাজ সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে এই রাজ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কোনও আশা নেই। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। অতএব, শুকনো ভাষণে চিঁড়ে ভিজবে না।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

লাউড অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য করেছিলেন

রাগ, তীব্র সংলাপ, নীরবতা আর মঞ্চের অভিজ্ঞতায় নানা পাটেকর তৈরি করেছিলেন নিজের অভিনয়ভাষা।

কল্যাণময় দাস

একবারই তাঁর খুব কাছে যাবার সুযোগ হয়েছিল মুম্বইয়ে। ১৯৮৯ সনে মুম্বইয়ের ভিলে পার্লে। দীননাথ মঙ্গেশকর নাট্যগৃহ। বাবার সঙ্গে 'পুরুষ' নাটক দেখতে গিয়েছি। মুম্বই ভ্রমণে বাবার বরাবরের আগ্রহ ছিল মারাঠি নাটক দেখতে হবে। 'পুরুষ'-এ নানা পাটেকরের চরিত্র ভিলেনের। তিনি দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে নাটকটি করেছিলেন। চরিত্রের নাম গুলাবরাও যাদব। প্রায় দু'ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়ে রাখল আমাদের। মারাঠি ভাষা আর বাংলা ভাষা অনেকটা কাছাকাছি। শুধু উচ্চারণেই যা আলাদা হয়ে যায়। নাটক বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি। নাটক শেষে গ্রিনরুমে আমরা নানার মুখোমুখি। বাবার এক বন্ধুও ছিলেন, যিনি মুম্বই প্রবাসী। তিনি তখন মেকআপ তুলছিলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে নানা পাটেকরের সঙ্গে কথা শুরু হয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি শুনে যেটা বললেন, সেটা আজও আমার কানে বাজে, 'তু তো খুশ কিসমত হ্যায়, বাঙ্গাল মে পয়দা হুয়ে হো'।

একজন মানুষ কখনও রাগি, কখনও প্রেমিক, কখনও ক্লান্ত, কখনও প্রচণ্ড নিষ্ঠুর, কখনও স্বপ্নদর্শী, আবার কখনও ভীষণ একা। নাট্য অভিনেতা, চলচ্চিত্র অভিনেতা, সমাজসেবক, স্পষ্টবক্তা নানা পাটেকর চলে গেলেন পঁচাত্তর বছর বয়সে। বৃহস্পতিবার গোয়ায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। পাঁচ দশকেরও বেশি দীর্ঘ অভিনয় জীবনের অবসান ঘটল এদিন। একজন অভিনেতার পঁচাত্তর বছরে চলে যাওয়া, আর তাঁর জন্য নাগরিক সমাজে হাহাকার ওঠা, তাঁর জনপ্রিয়তার প্রকাশ সোশ্যাল মিডিয়াতেও স্পষ্ট।

সিনেমা ব্যাখ্যাতারা বলেন, সিনেমায় লাউড অভিনয় ভালো লাগে না, সেটা মেকি মনে হয়। কিন্তু আমরা প্রায় পাঁচ দশক ধরে দেখলাম এমন একজন মানুষকে, যিনি সিনেমা পণ্ডিতদের সেই তথাকথিত ব্যাকরণকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে একটা অনবদ্য অভিনয়শৈলী তৈরি করলেন। হিন্দি আর মারাঠি মঞ্চের শক্তিশালী অভিনেতা। চলচ্চিত্রের নায়ক, অথচ চরিত্রাভিনেতা। নানা পাটেকর।

তাঁর অভিনয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি, তিনি চরিত্রকে শুধু সংলাপ, পোশাক কিংবা বাহ্যিক আচরণ দিয়ে তৈরি করেন না। চরিত্রের ভিতরের দ্বন্দ্ব, ক্ষত, অপমান, ভালোবাসা, অসহায়তা, অস্থিরতাতেই তাঁর অনুসন্ধান। তাঁর লাউড অথচ আকর্ষণীয় অভিনয়শৈলীতে আমাদের কৈশোর ও যৌবন চমকে উঠেছিল। আশির দশকের শেষ আর নব্বইয়ের দশকে আমাদের মতো তরুণের চোখের সামনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপ্রতিরোধ্য। 'পরিন্দা'র আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন 'আন্না শেঠ'-এর চরিত্র দিয়ে তিনি যে শিহরণ তৈরি করেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। চোখের স্বল্প চাহনি আর বিস্ফোরক সংলাপে তাঁর তীব্র চাপেই বুঝে গিয়েছিলাম, ভিন্ন স্বাদের এক নতুন অভিনেতা এসেছেন। তার আগেই অবশ্য 'অঙ্কুশ', 'সালাম বোম্বে'তে একজন সু-অভিনেতাকে পেয়েছিলাম।

নানার কণ্ঠস্বর তাঁর অস্ত্র। সংলাপে বিরতির ব্যবহার তাঁকে আমজনতার খুব কাছে নিয়ে এসেছিল। নানা পাটেকরের উচ্চারণের আসল ম্যাজিক শব্দে যতটা, তার চেয়েও বেশি উচ্চারণের ভঙ্গিতে। মৃদু মারাঠি অ্যাকসেন্টে হিন্দি উচ্চারণে কোথায় থামছেন, কোথায় শব্দ চেপে দিচ্ছেন, আর কখন হঠাৎ বিস্ফোরিত হচ্ছেন। বেশির ভাগ অভিনেতা সংলাপ বলেন। আর অসাধারণ অভিনেতারা সংলাপকে বাস্তব করে তোলেন। নানা পাটেকর দ্বিতীয় দলের।

রাগ, সংযম, হাস্যরস আর মাটির গন্ধের মিশেলে নানা চরিত্রটি হয়ে ওঠেন। পর্দার নানা পাটেকর চরিত্রের মুখোশ সরিয়ে মানুষের দুর্বলতাকেই সামনে আনেন। চরিত্রটি তাঁর ভিতরেই কোথাও আগে থেকে বসে আছে বলে মনে হয়। ক্যামেরা শুধু সেই মানুষটিকে সামনে নিয়ে এসেছে। তাঁর অভিনয় দেখার পর অনেক সময় সংলাপ মনে থাকে না। থেকে যায় মুখ, দৃষ্টি, মুহূর্ত। আবার কখনও তাঁর বিরাট বিরাট সংলাপ মানুষ মুখস্থ করে ফেলে। সেসব আড্ডায় উচ্চারণ করেন মানুষ, প্রেমিকাকে মনে করে বলেন, 'ক্যায়সে বাতায়ুঁ ম্যায় তুমহে, মেরে লিয়ে তুম কৌন হো', অথবা সমাজের নানা কিছুকে শ্লেষে বলে ওঠে, 'এক মচ্ছর আদমিকে হিজড়া বনা দেতা হ্যায়'। নানা পাটেকরের সংলাপ মানুষের আবেগের ভাষা হয়ে আছে।

তাঁর নাম উঠলেই অনেকের মনে আসে রাগের দৃশ্য। উঁচু গলা, তীব্র সংলাপ, চোখের ভিতরের বিদ্যুৎ, এসব তাঁর পরিচিত উপাদান। অথচ তাঁর অভিনয় একই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তিতে আক্রান্ত হয়নি। তিনি পরিশ্রম না করে কোনও চরিত্রেই অভিনয় করতেন না। চরিত্র নির্মাণ সম্পর্কে তাঁর একটি বিখ্যাত কথা, 'আমি চামড়া ভেদ করে চরিত্রের আত্মার ভিতরে ঢুকে যাবার চেষ্টা করি।' তাই তাঁর রাগ কখনও একমাত্রিক হয় না। সেই রাগের নীচে থাকে অপমান, অসহায়তা, ক্ষোভ, ব্যর্থতা কিংবা ভালোবাসা। প্রেমিক মল্লারের সেই মঞ্চদৃশ্যটির কথা ভাবুন তো। কী অসামান্য কাজ!

'প্রহার : দ্য ফাইনাল অ্যাটাক' নানা পাটেকরের পরিচালনায় তৈরি এবং তিনি গল্প ও চিত্রনাট্যেরও অন্যতম রচয়িতা। নব্বইয়ের দশকে এই সিনেমাটি সময়ের চাইতে এগিয়ে ছিল বলে আমার মনে হয়। সিনেমায় শার্লি নামের একটি চরিত্রে মাধুরী দীক্ষিত। তখন মাধুরী দীক্ষিত বেশ নামি নায়িকা। ফলে তাঁর 'হিরোইন ভেইন' তাঁকে নায়িকার মতোই সাজিয়ে তুলেছিল। কিন্তু নানা পাটেকর সেটা ডিনাই করলেন। কথাকাটাকাটি হল। নানা ব্যাকস্টোরি ও বিশ্লেষণ করে বোঝালেন, কেন হিরোইনের মতো মেকআপ করা যাবে না। অবশেষে মাধুরী মানলেন। আমরা পেয়ে গেলাম এক অনবদ্য শার্লি, একদম সাধারণ অথচ আকর্ষণীয় একজন প্রেমিকা, যে তার নিজের চেনা পরিমণ্ডলেই জওয়ান প্রেমিককে নিয়ে জীবনযাপন করতে চায়। এই ছিলেন নানা পাটেকর।

এটাই নানা পাটেকরের পরিচালক সত্তা ও অভিনয়ের বিশেষত্ব। তিনি খারাপ মানুষকেও খারাপ করে তোলেন না। আবার সুন্দরী নায়িকাকেও শুধুই অপ্রয়োজনীয় স্বপ্নের নায়িকা করে রাখেন না। ভালো মানুষকেও নিখুঁত রাখেন না। তাঁর চরিত্ররা ভুল করে, রাগে, ভেঙে পড়ে, কখনও নিজেদের কাছেই হেরে যায়।

'ক্রান্তিবীর'-এ নানা পাটেকরের অভিনয় তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম বড় কারণ। সেই ছবির সংলাপ, শরীরী ভাষা, বিস্ফোরক আবেগ, গর্জন, সবই দর্শকের মনে দাগ কেটে যায়। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের শক্তি শুধু সেই গর্জনে নয়, গর্জনের ঠিক আগের মুহূর্তটাতেও। তিনি জানতেন কখন সংলাপ ছুড়ে দিতে হয়, আর কখন কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকলেই দৃশ্যটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাগের অভিনয় করতে শুধু গলা চড়ালেই হয় না, উৎসটাও বুঝতে হয়। নানা সেই উৎসের কাছেই পৌঁছাতেন প্রতিটি চরিত্রে। ফলে তাঁর ক্রোধ কখনও নিছক নাটকীয়তা হয়ে দাঁড়ায় না। তার মধ্যে থাকে ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এবং সামাজিক ক্ষোভ, দুটোই।

নানা পাটেকরের অভিনয়কে বুঝতে গেলে তাঁর থিয়েটারের অভিজ্ঞতার কথা আসবেই। মঞ্চ অভিনেতাকে শরীর, কণ্ঠ, ছন্দ ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে শেখায়। দর্শক সামনে বসে থাকে, কোনও ক্লোজআপ নেই, কোনও এডিটিং নেই। অভিনেতাকেই শরীর ও কণ্ঠ দিয়ে মুহূর্তটি তৈরি করতে হয়। নানা সেই শিক্ষাকে পর্দায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর অভিনয়ে থিয়েটারের ভার অতিরিক্ত হয়ে ওঠে না। দৃশ্যকে বড় করেন, আবার প্রয়োজন ফুরোলেই নিজেকে সরিয়ে নেন। এই নিয়ন্ত্রণটাই তাঁকে আলাদা করে।

পর্দার বাইরের নানাকে বুঝতে গেলে তাঁর সরল জীবনযাপনও চোখে পড়ে। খ্যাতি তাঁকে শহুরে তারকাসুলভ জীবনযাপনের দিকে খুব একটা টেনে নিয়ে যায়নি। কৃষিকাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, মাটির কাছাকাছি থাকার অভ্যাস ও অনাড়ম্বর যাপন তাঁকে অন্য তারকার থেকে আলাদা করে। নানা পাটেকরকে দেখলে 'স্টার' শব্দটার চেয়ে 'অভিনেতা' শব্দটাই বেশি মানায়। কারণ তারকাখ্যাতির যে দূরত্ব তৈরি হয়, সেটাকে তিনি খুব একটা প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ব্যক্তিত্বেও সেই ছাপ আছে, সোজাসাপ্টা, কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও অস্বস্তিকর রকম স্পষ্ট।

সেই কারণেই তাঁর জনপ্রিয়তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত বিশ্বাসযোগ্যতা জড়িয়ে থাকে।

(লেখক নাট্যশিল্পী।)

নানা পাটেকরকে শুধু রাগি সংলাপের অভিনেতা বলে মনে রাখলে তাঁর অভিনয়ের গভীরতা বোঝা যায় না। চরিত্রের ভিতরের ক্ষত, দ্বন্দ্ব, অপমান, অসহায়তা ও ভালোবাসাকে তিনি কণ্ঠ, বিরতি, চোখের দৃষ্টি এবং শরীরী ভাষায় প্রকাশ করতেন। মঞ্চের অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছে অভিনয়ের শৃঙ্খলা, আর সিনেমা দিয়েছে বিস্তৃত দর্শক। 'পুরুষ' থেকে 'পরিন্দা', 'প্রহার' থেকে 'ক্রান্তিবীর', নানা বারবার দেখিয়েছেন, চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে শুধু সংলাপ নয়, প্রয়োজন মানুষটিকে বুঝে নেওয়া। পর্দার বাইরেও সরল জীবনযাপন তাঁকে তারকা নয়, অভিনেতা হিসেবেই তাঁকে আমাদের কাছে রেখে দিয়েছিল। আজীবন রাখবেও।

আজ

১৯২৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিল্পী সুধীন দাশগুপ্ত।

২০২৪

টাটা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

মালদা জেলায় ধর্ম পরিবর্তন রুখবেন তো? কালিয়াচকে ধর্ম পরিবর্তন হয়েছিল, ওটা ফের আমার আমলে যদি হয়, আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। কোনও ধর্ম পরিবর্তন হবে না। লাভ জিহাদ মুক্ত হবে? লাভ জিহাদ বন্ধ হবে? বর্ডারের জমি বিএসএফকে দিয়ে দিয়েছি। একটাও মাছি গলতে দেব না...আমি বেঁচে থাকতে আর কালিয়াচক-মোথাবাড়ি হতে দেব না। পশুহত্যা হবে না। কোনও গোমাতার গায়ে হাত দিতে দেব না।

শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে চলছে ইন্ডিয়া জোটের আন্দোলন। দিল্লিতে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি সহ কংগ্রেস নেতৃত্বকে আটক করে কিংসওয়ে থানায় আনা হয়। সকলের সঙ্গে প্রিয়াংকাও হাত দুলিয়ে স্লোগান দেন, 'জ্ঞানেশ কুমার কাহাঁ মিলেঙ্গে? মোদিজি কি গোদি মেঁ!'

ভাইরাল/২

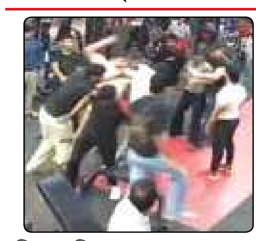

জিম নাকি যুদ্ধক্ষেত্র! উত্তরপ্রদেশের বাগপতের একটি জিমে যন্ত্রপাতি নিয়ে কসরত করছিলেন কয়েকজন তরুণ। হঠাৎ সামান্য বিষয়ে দুই পক্ষের বচসা শুরু। চলে এলোপাতাড়ি চড়, লাথি, ঘুসি। একদল তাদের লোকজনকে ফোনে ডাকলে জিমের বাইরেও শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ।

জনমন
জনমত

গোলকধাঁধায় জীবন আজ দুর্বিষহ

বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষের মনে কয়েকটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশ্নগুলো অতি সাধারণ, কিন্তু উত্তর পাওয়া যেন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। যেমন- কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল কেন? কোনও দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন না কেন? এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতেই আজ মানুষকে সরকারি দপ্তরের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে।

দিনমজুরের সংসারে প্রতিটি দিনের হিসাব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রকল্পের আওতায় গৃহবধূর প্রাপ্য অর্থ সংসারের প্রয়োজন মেটানোর বড় ভরসা। অথচ সেই টাকা না পেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গেলে স্পষ্ট জবাব মেলে না। কাগজপত্র দেখানো হয়, কখনও অন্য দপ্তরে যেতে বলা হয়। ভোটার তালিকার ক্ষেত্রেও একই অসহায়তা। একজন নাগরিক নিজের পরিচয়পত্র ও নথি নিয়ে গেলেও নাম বাদ পড়ার কারণ জানতে পারছেন না। ফলে সরকারি ব্যবস্থা সাধারণের কাছে গোলকধাঁধা হয়ে উঠছে।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ভুল বা সমস্যা থাকতেই পারে। কিন্তু সেই কারণ নাগরিককে জানানো হবে না কেন? এতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েন প্রান্তিক মানুষেরা। একদিন কাজে না গেলে যাঁদের হাঁড়ি চড়ে না, তাঁদেরই সমাধানের খোঁজে বারবার কাজ ফেলে অফিসে ছুটতে হচ্ছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সমাধানের বদলে যদি শুধু পরবর্তী তারিখ মেলে, তাহলে হতাশা আসাই স্বাভাবিক।

সরকারি পরিষেবার সাফল্য শুধু ঘোষণায় নয়, তা মানুষ কত সহজে পাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করে। তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন, উত্তর দিন। ভুল থাকলে সংশোধনের সুযোগ দিন এবং সমস্যার কারণ স্পষ্ট জানান। সরকার মানুষের শেষ ভরসার জায়গা, সেখানে বারবার বিমুখ হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে যায়।

রাসেল সরকার, হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

বাস বাতিলে দুর্ভোগ

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (এনবিএসটিসি)-র আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে যাওয়া বাসটি ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিদিন এই বাসের ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য নিত্যযাত্রী চরম হয়রানি ও দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন।

এই বাসে চেপে বহু নিত্যযাত্রী তুফানগঞ্জ, সিতাই, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকার কর্মস্থলে পৌঁছান। বিশেষ করে এই বাসের মাধ্যমে যাত্রীরা সকাল ৮টা ২০ মিনিটের মধ্যে কোচবিহারে পৌঁছাতে পারেন। ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্য কর্মজীবীরা সময়মতো নিজ নিজ কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ এই বাসটি বাতিল করে দেওয়ায় নিত্যযাত্রীদের কর্মস্থলে সময়মতো পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় এনবিএসটিসির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে এবং কর্মক্ষেত্রে সময়মতো পৌঁছানোর বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটের বাস পরিষেবা অবিলম্বে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

উৎসেন্দু তালুকদার, আলিপুরদুয়ার।

স্কুল আছে, হস্টেলগুলো গেল কোথায়?

উত্তরবঙ্গের বহু স্কুলে হস্টেল হারিয়েছে প্রয়োজন, কিন্তু তার স্মৃতি হারায়নি এখনও।

সুমন্ত বাগচী

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার সূত্রে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে। চোখে পড়ছে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন। স্কুল আছে, ছাত্রছাত্রী আছে, কিন্তু ছাত্রাবাস যেন ক্রমশই অদৃশ্য। অপেক্ষাকৃত নবীন স্কুলে তো হস্টেল থাকার প্রশ্নই কম। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্রাবাস বহু বছর আগে বন্ধ হয়েছে। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের আবাসিক ব্যবস্থার স্মৃতিও এখন অনেকটাই অতীত। জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের বড় ছাত্রীনিবাসের কথাও আজকাল কম শোনা যায়। মহানন্দার ওপারে মার্গারেট স্কুলকে ঘিরে যে আবাসিক জীবন একসময় ছিল, সেটিও এখন প্রায় স্মৃতির অংশ। অর্থাৎ একসময় বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যে ছাত্রাবাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল, উত্তরবঙ্গের বহু শহরেই তার উপস্থিতি এখন ক্রমশই ক্ষীণ।

জলপাইগুড়ি শহরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস অবশ্য এখনও রয়েছে। তবে আগের দিনের সেই ব্যস্ততা নেই। প্রাক্তনীদের স্মৃতিতে এই হস্টেলের একটি দীর্ঘ ইতিহাসও রয়েছে। ডিবিসি রোডের নুর মঞ্জিল অট্টালিকায় একসময় শুরু হয়েছিল এর পথ চলা। পরে সেটি স্কুল প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলের ক্ষেত্রেও হস্টেল ক্যাম্পাসের অস্তিত্ব এখনও সরকারি নথিতে রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে পুরোনো ছাত্রাবাসগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়, আবাসিক শিক্ষার প্রয়োজন আগের জায়গায় নেই। কোনওটি কার্যত ব্যবহারহীন, কোনওটির ব্যবহার সীমিত, কোনওটির স্মৃতি টিকে আছে শুধু পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের কথায়। প্রশ্ন তাই স্বাভাবিক, ছাত্রাবাস কি তবে শিক্ষাজীবন থেকে হারিয়েই যাচ্ছে?

আসলে বদলে গিয়েছে প্রয়োজনের মানচিত্র। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম, জঙ্গলঘেরা এলাকা কিংবা চা

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের বন্ধ হস্টেল।

বাগানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কাছে শহরের স্কুল ছিল পরবর্তী শিক্ষার প্রধান ভরসা। প্রাথমিকের পরে আরও পড়তে গেলে শহরে আসতে হত, আর আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকার সুযোগ ছিল হাতেগোনা। ফলে স্কুলের হস্টেল শুধু থাকার জায়গা ছিল না, শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ারও একটি ব্যবস্থা ছিল। গত তিন-চার দশকে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য নতুন স্কুল গড়ে উঠেছে। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখন বাড়ির কাছেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। যাতায়াতও আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। সেই কারণেই স্কুল হস্টেলের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে কমে এসেছে। সব ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু প্রবণতাটি স্পষ্ট। সেই অর্থে পুরোনো অনেক ছাত্রাবাসের গুরুত্ব কমে যাওয়া কেবল অবহেলার গল্প নয়, সামাজিক পরিবর্তনেরও প্রতিচ্ছবি।

তবে আবাসিক শিক্ষার প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। বরং উচ্চশিক্ষায় তার প্রয়োজন এখনও যথেষ্ট। শিলিগুড়ি কলেজের ২০২৬ সালের নোটিশগুলিতে মহিলা হস্টেলে ভর্তি এবং একাধিক নির্বাচিত তালিকা প্রকাশের তথ্যই তার প্রমাণ। অর্থাৎ কলেজ স্তরে দূরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসনের প্রয়োজন এখনও প্রবল। বিদ্যালয় স্তরে যেখানে কাছের স্কুল সেই শূন্যস্থান অনেকটাই পূরণ করেছে, কলেজে সেই সুযোগ সবসময় নেই। বিশেষত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এখনও তুলনামূলকভাবে কম এবং নানা জেলা থেকে ছাত্রছাত্রী আসে। ফলে স্কুল হস্টেল কমলেও কলেজ হস্টেলের প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষার বিস্তার তাই আবাসিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সরিয়ে দেয়নি, বরং তার প্রয়োজনের জায়গাটা বদলে দিয়েছে। একসময় হস্টেল ছিল স্কুলে পৌঁছানোর সেতু, এখন অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষায় পৌঁছানোর অবলম্বন।

তবু নস্টালজিয়া তো যুক্তির হিসাব বোঝে না। পুরোনো ডর্মিটরি, লম্বা বারান্দা, একসঙ্গে খাওয়া, পড়া, খেলাধুলো আর রাত জাগার গল্প মনে পড়লেই মনে হয়, কোথায় গেল সেই হস্টেলগুলো? উত্তরবঙ্গের বহু পরিবারে সেই স্মৃতি এখনও বেঁচে আছে। একসময় যে ছাত্রাবাস দূরের মেধাবী ছেলেমেয়েকে শহরে এনে পড়ার সুযোগ করে দিত, আজ তার প্রয়োজন অনেকটাই কমেছে। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কৈশোর, বন্ধুত্ব, আত্মনির্ভরতা আর স্বপ্নের গল্প তো মুছে যায়নি। সময় বদলেছে, শিক্ষার মানচিত্র বদলেছে, বদলেছে ছাত্রাবাসের প্রয়োজনও। তবু পুরোনো হস্টেলের বন্ধ দরজার দিকে তাকালে মনে হয়, শুধু একটি ভবন নয়, উত্তরবঙ্গের শিক্ষাজীবনের একটি সময়ও যেন ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যাচ্ছে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৭১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। আগে জন্মগ্রহণ করেছেন ৩। নমাজের আগে হাত-পা ধোয়া ৫। লাভ বা মুনাফা ৬। মতের অমিল ৮। টপকে বা ডিঙিয়ে যাওয়া ১০। ছোট বোন ১২। বিনা কারণে যে অন্যের প্রশংসা করে ১৪। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক যে ভাষায় লেখা হয়েছে ১৫। তাসের ফোঁটা ১৬। রেকাবি বা ছোট ডিশ।

উপর-নীচ : ১। উজ্জ্বলতা বেশ কম ২। যে দেবতা সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন ৪। গায়ের জোর খাটানো ৭। বিছানাপত্রের বড় পুঁটুলি ৯। ময়ান দেওয়া সুস্বাদু খাবার ১০। মূল দলিলের হুবহু নকল করে লেখা কপি ১১। নবজাতকের জন্য যে অশৌচ পালন করা হয় ১৩। দুষ্টু প্রকৃতির অল্প বয়সি ছেলে।

সমাধান ■ ৪৫৭০

পাশাপাশি : ১। হলফ ৩। প্রাসঙ্গিক ৪। সিকথ ৫। মিতাহার ৭। থামা ১০। সভা ১২। অমর্যাদা ১৪। রাখাল ১৫। অবসন্ন ১৬। কঠিন।

উপর-নীচ : ১। হককথা ২। ফসিল ৩। প্রাথমিক ৬। হাপুস ৮। মালুম ৯। উদারান্ন ১২। ভাসমান ১৩। বলক।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৩৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৫৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াংকার পাশে মমতা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের আগে পর্যন্তও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে একপ্রকার শীতল সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটে থেকেও সমান্তরাল জিজ্ঞার গোষ্ঠী চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে রাহুল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কে শীতলতা থাকলেও প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে নিয়ে একাধিকবার উৎসাহ দেখা গিয়েছে মমতার তরফে। এবার রাজীব-সোনিয়ার কন্যার প্রতি নিজের দুর্বলতার দিকটিও তুলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার দিল্লি আসার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মমতা বলেন, 'রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা। সারাদেশে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। আন্দোলনে শামিল হওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রিয়াংকার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।' তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'আমি জীবনে অনেক অত্যাচার দেখেছি। সারাদেশে সবার প্রতিবাদ দেখানোর অধিকার আছে। কিন্তু প্রিয়াংকার সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা ঠিক হয়নি। প্রত্যেকের বাড়িতেই বোন, মা, শিশুরা রয়েছে। মহিলাদের সম্মান করাটা দরকার।' সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে বুধবার অশোকা রোডে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও লড়াই করছেন। পুলিশি বাধার মুখে সংবিধান হাতে রাস্তায় শুয়ে তাঁর প্রতিবাদ এবং তাঁকে টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া নজর কেড়েছে।

প্রিয়াংকার সমর্থনে এর আগেও মুখ খুলেছিলেন মমতা। বস্তুত ইন্ডিয়া জোটের এক বৈঠকে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে বারাণসী আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রিয়াংকাকে প্রার্থী করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তিনি। পরে রাহুলের ছেড়ে দেওয়া ওয়েনাড আসনের উপনির্বাচনে যখন প্রিয়াংকা প্রার্থী হন তখন তাঁর সমর্থনে প্রচারে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। এদিকে শনিবার সিজেপি যে যন্তরমন্তর চলোর ডাক দিয়েছে তাতে শামিল হতে পারেন মমতা।

১০৪৫ পয়েন্ট পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই রেপো রেট বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। কিন্তু আগামী দিনে সুদের হার বাড়ানোর ইঙ্গিতেই ফের ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার একদিনের লেনদেনেই লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। এদিন সেনসেক্স ১০৪৫.৪৬ পয়েন্ট নেমে ৭১৫৯৩.২৪ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৭১.২৫ পয়েন্ট নেমে ২২২৩১.৮০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এদিনের পতনে সেনসেক্স গত আড়াই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রেপো রেট আরও বাড়ানোর ইঙ্গিতেই লগ্নিকারীরা শেয়ার বিক্রি করেছেন। এর পাশাপাশি অশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, বিদেশি লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রি, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বাড়ানোর আশঙ্কা-ইত্যাদি কারণে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার।

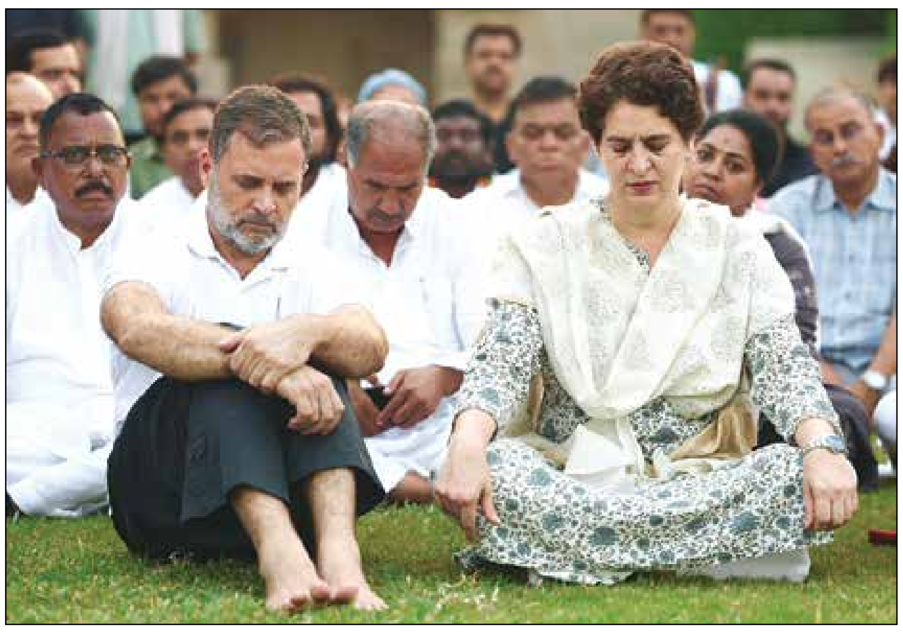

আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি... (ওপরে) রাজঘাটের গান্ধিসৌধে প্রতিবাদ কংগ্রেস নেতৃত্বের। (নীচে) বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ অভিনেতা, সমাজকর্মী, কনটেন্ট ক্রিয়েটারদের।

ককরোচ-অভিযানের আগে দিল্লি যেন দুর্গ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : সকাল থেকেই বদলে যাচ্ছে রাজধানীর চেনা ছবি। রাস্তায় বাড়তি পুলিশি উপস্থিতি। দিল্লির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গাড়ি থামিয়ে চলছে তল্লাশি। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মোতায়েন অতিরিক্ত বাহিনী। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে দিল্লি সীমানাতেও। যন্তরমন্তরের দিকে এগোতেই বোঝা গেল, শনিবার ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) অভিযান ঘিরে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না দিল্লি পুলিশ। ২০ জুলাই সংসদ অভিযান পর্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগাম নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে দিল্লি পুলিশ।

জি-২০ এবং ব্রিকস সম্মেলনের সময় রাজধানীতে যে ধরনের নিরাপত্তার ছবি দেখা গিয়েছিল, আরশোলাদের অভিযানের আগে সেই ছবিটাই যেন ফিরে এসেছে।

যন্তরমন্তরের আগে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর ফ্রিডম পার্কে তাদের একটি কর্মসূচিতে সিজেপি নেতাদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন কট্টর মোদি এবং বিজেপির সমালোচক হিসেবে পরিচিত অভিনেতা প্রকাশ রাজ এবং ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। সেখানে প্রকাশ রাজ বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এসআইআরের মাধ্যমে গোটা দেশের অপমান করেছে। এই দেশে মানুষ ঠিক করে কারা সরকার তৈরি করবে। অথচ এসআইআরের ফলে সরকার ঠিক করছে কারা ভোট দেবেন।' তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এই আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। উনি যদি পদত্যাগও করেন, অন্য কেউ আসবেন। আমাদের আসল লক্ষ্য হল, এসআইআর বাতিল করা।' অভিজিৎ দীপকে বলেন, 'যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মৃত বলে দেখানো হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের মৃত্যু।' ধ্রুব রাঠি বলেন, 'আমি এখানে সরকারের পরিবর্তনের জন্য আসিনি। এই আন্দোলন গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই।'

শুধু যন্তরমন্তরের প্রতিবাদস্থল ঘিরে ব্যারিকেডই নয়, সম্ভাব্য জমায়েতের উৎসস্থলগুলির ওপরেও নজর রাখা হচ্ছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে কতজন ছাত্রছাত্রী বেরোতে পারেন, কোন পিজি থেকে আন্দোলনকারীরা আসতে পারেন, তার খোঁজ চলছে। হস্টেল ওয়ার্ডেন, পিজি মালিক থেকে শুরু করে আবাসিক কমপ্লেক্সের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন প্রায় প্রত্যেক স্তরেই পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। দিল্লি পুলিশের তরফে ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে জানানো হচ্ছে, ১০ অক্টোবরের কর্মসূচির জন্য পুলিশের অনুমতি নেই। অর্থাৎ, আন্দোলনের দিন ভিড় তৈরি হওয়ার আগেই সেই ভিড় কোথা থেকে আসতে পারে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

কোন কোন জায়গা থেকে বাস বুক করা হচ্ছে, কোথা থেকে আন্দোলনকারীরা দিল্লির দিকে আসছেন, তা জানতে বাস অপারেটরদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে পুলিশ। এরই মধ্যে রাজধানীতে পৌঁছোতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৮ থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লি পুলিশের জন্য মোট ২২১ কোম্পানি সিএপিএফ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৩ হাজার জওয়ান। বিএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি, সিআরপিএফ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স এবং সিআইএসএফ একাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ এবং ছত্তীসগড় থেকেও জওয়ানদের রাজধানীতে আনা হয়েছে। তবে পুলিশের নজর শুধু যন্তর মন্তরে আটকে নেই। আন্দোলনের দিন বিক্ষোভস্থলের প্রতিটি মুহূর্ত রেকর্ড করার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। বিক্ষোভের ছবি ও গতিবিধি নথিবদ্ধ করতে ক্যামেরাম্যান রাখার প্রস্তুতিও রয়েছে।

দিল্লিতে মমতা, অনুমতি পেলে আজ দ্রৌপদীর কাছে

তৃতীয় দিনেও পথে ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিবাদ বিক্ষোভ থামবে না। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির এই বার্তাই যেন 'টিম ইন্ডিয়া'র ভোকাল টনিক। ভোট চুরি এবং সিইসির পদত্যাগের দাবিতে টানা তৃতীয় দিন রাজপথে প্রতিবাদে নামল ইন্ডিয়া জোট।

তবে শুধু রাস্তায় প্রতিবাদ নয়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছেও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধীরা। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে সাক্ষাতের সময় নিশ্চিত হয়নি। প্রস্তাবিত দশ সদস্যের প্রতিনিধি দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও রয়েছে। তৃণমূলনেত্রী ইতিমধ্যেই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কনট প্লেসে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজে একে একে জড়ো হন ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা এবং সাংসদরা। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সহ কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের পাশাপাশি মমতা-এআইটিসি, বাম, সপা এবং আরজেডির নেতারাও হাজির ছিলেন। মধ্যাহ্নভোজের টেবিলেই মূলত পরবর্তী আন্দোলনের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে বাসে করে রাজঘাটের উদ্দেশে রওনা দেন বিরোধী সাংসদরা। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস কর্মীরাও। দিল্লিতে তখন নিরাপত্তা আরও জোরদার। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড করে আটকে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। ফলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বৃহস্পতিবার কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে আটকে থেকে সাধারণ মানুষও তখন নাজেহাল। রাজঘাটে পৌঁছে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রাহুল, খাড়গে, প্রিয়াংকা সহ বিরোধী নেতারা। প্রার্থনা করেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের 'সুবুদ্ধির উদয়ের' জন্য। তবে গত দু-দিনের মতো বৃহস্পতিবার পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়নি। দিল্লি পুলিশ রাজঘাটে বিরোধী নেতাদের সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়।

> **নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, মোহন ভাগবত এবং জ্ঞানেশ কুমার মিলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

খাড়গে বলেন, 'গত তিন দিন ধরে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে বিরোধীরা। সরকারের উচিত অভিযোগের দিকে নজর দেওয়া এবং যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।' রাহুল গান্ধি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি , কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মিলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। ওঁদের বিচার হবেই।' মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে শ্রীঘরে যেতেই হবে। সরকারও পালটাবে।' বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরি করে বাংলায় ক্ষমতা দখলের অভিযোগও করেছেন তিনি।

ইন্ডিয়া জোট সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনার ইস্যুতে শুক্রবারও প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন সাংসদরা। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য একটি দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং খুব শীঘ্রই সেই দল ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিয়ে বিরোধী শিবিরকে সমর্থন করতে পারে। লাগাতার বিক্ষোভের জেরে জ্ঞানেশ কুমারের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। তাঁর নিউ মোতি বাগের বাসভবন এবং নির্বাচন কমিশনের দফতরে অতিরিক্ত সিআইএসএফ বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। তাঁর জেড প্লাস নিরাপত্তার পাশাপাশি অতিরিক্ত রিজার্ভ বাহিনীও রাখা হয়েছে।

ফের সময় চাইল এনসিপিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তৃণমূলত্যাগী এনসিপিআই-এর ২০ জন সাংসদ। তাই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদাররা। দলত্যাগবিরোধী আইনে তাঁদের সাংসদপদ কেন খারিজ করা হবে না, স্পিকারের এই নোটিশের জবাব দেওয়ার সময়সীমা ছিল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। সময়সীমা পেরোতেই আরও ১৪ দিন সময় চেয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন সুদীপ, কাকলি, শতাব্দীরা। এই নিয়ে স্পিকারের নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য চতুর্থবার সময় বৃদ্ধির আবেদন জানালেন তাঁরা।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, '২২ অক্টোবর পর্যন্ত আরও দু'সপ্তাহ সময় চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি পাঠানো হবে।' সুদীপদের সময় চাওয়া নিয়ে মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'এনসিপিআই সাংসদদের নাম শুনলে ঘেন্না হয়। লেটারহেডে লেখা রয়েছে এনসিপিআই সাংসদ। লজ্জা করে না। ঘেন্না করে না। কোন দলে আছেন সেটা বলতে পারছেন না।'

এখনই ইউপিআই চার্জ নয়

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : দেশজুড়ে সমালোচনার মুখে পিছু হটতে পারে মোদি সরকার। ইউপিআই লেনদেনে যে চার্জ বসানো হয়েছিল তা স্থগিত করা হতে পারে। ২০০০ টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে চার্জ গুনতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১৫ অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, আপাতত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করার পথে মোদি সরকার। 'পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট'-এর সংশোধনী বিগত বাদল অধিবেশনে পাশ করা হয়েছে।

৫ কোটির নীচে গ্রেপ্তারি নয় নির্মলা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে করের হারে কোনও রদবদল না করে জিএসটি ব্যবস্থায় কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের ঘোষণা করল জিএসটি পরিষদ। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে কর আধিকারিকদের গ্রেপ্তারির ক্ষমতা পুরোপুরি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জিএসটি সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা শুরুর ন্যূনতম সীমা ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ৫ কোটি টাকার কম অঙ্কের অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের আর সরাসরি ফৌজদারি মামলা বা গ্রেপ্তারির মুখোমুখি হতে হবে না।

দীর্ঘ বিরতির পর আয়োজিত এই বৈঠকে করের হার পরিবর্তনের বদলে জিএসটি ব্যবস্থার দৈনন্দিন কাজকর্মকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং ব্যবসায়ীবান্ধব করার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বর্তমান কর কাঠামোই বহাল থাকছে এবং ভবিষ্যতে বছরে কেবল একবারই করের হার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। ছোটখাটো অনিয়মের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের বদলে নিয়ম মেনে কর প্রদান এবং প্রশাসনিক সমাধানকেই প্রাধান্য দিচ্ছে পরিষদ। জিএসটি আইনে বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ন্যূনতম শাস্তির বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে জরিমানা বা কারাদণ্ডের বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে। এছাড়া, যেখানে নির্দিষ্ট কোনও জরিমানার উল্লেখ নেই, সেখানে সাধারণ জরিমানার অঙ্ক ২৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

করদাতাদের সুবিধার্থে নোটিস জারি ও শুনানির ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন রূপরেখা তৈরির সুপারিশ করেছে কাউন্সিল। ১০ হাজার টাকা বা তার কম অঙ্কের বকেয়া দাবির ক্ষেত্রে নতুন করে কোনও নোটিস জারি করা হবে না এবং এই সীমার মধ্যে থাকা বকেয়া পুরনো নোটিসগুলিও প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। পাশাপাশি, পণ্য রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীদের নগদ প্রবাহ বজায় রাখতে রিফান্ড প্রক্রিয়াতেও গতি আনা হচ্ছে। রিফান্ডের আবেদন গ্রহণের সময়সীমা ১৫ দিন থেকে কমিয়ে ১০ দিন করা হয়েছে। ঝুঁকি-ভিত্তিক যাচাইকরণের পর যোগ্য রিফান্ডের ৯০ শতাংশ অর্থ মাত্র ৩ কর্মদিবসের মধ্যে করদাতার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

জিএসটি পরিষদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য জিএসটি রাজস্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা পরিচালনার প্রক্রিয়া সহজ হলে এবং জটিলতা কমলে করদাতাদের মধ্যে নিয়ম মেনে কর দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে, যা শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হবে।

মেঘ গুড় গুড় দিনে... আমাজনের তীরে, ফুটবলে মেতে শৈশব। পেরুতে।

ধ্রুপদি ঐতিহ্যে কৌতুক, নোবেল কানাডার কবির

স্টকহোম, ৮ অক্টোবর : আইসল্যান্ডের নির্জনতায় বসে তখন বাতাসের শব্দ শুনছিলেন ছিয়াত্তরের তরুণী কানাডীয় কবি-প্রাবন্ধিক অ্যান কার্সন। সেই ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেই ফোনে এল খবর, চলতি বছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঢুকেছে তাঁরই ঝুলিতে।

সুইডিশ আকাদেমির স্থায়ী সচিব ইনগ্রিড কার্লবার্গ ফোনে খবরটি জানিয়ে বললেন, 'ওঁর গলায় স্পষ্ট বুঝলাম, হঠাৎ খবরে তিনি ভীষণ অবাক হয়েছেন, তবে অত্যন্ত আনন্দিতও বটে।' নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ধ্রুপদি ঐতিহ্যের সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ সংলাপে সমকালীন সাহিত্যে নতুন রূপ গড়ার সাহসিকতার জন্যই এই মেগা সম্মান। সাহিত্য কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্ডার্স ওলসনের কথায়, 'কার্সনের লেখায় কবিতা, প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক শিল্পমাধ্যমের চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছে।'

কানাডার ম্যাকগিল বা প্রিন্সটনে গ্রিক সাহিত্যের এই অধ্যাপকের প্রায় সব সৃষ্টির কেন্দ্রেই রয়েছে ভাষার রহস্য। নিজের সাহিত্যের ধরন বদলানো নিয়ে কার্সন এক সাক্ষাৎকারে হালকা মেজাজে বলেছিলেন, 'একঘেয়েমি থেকে বোধহয় এমনটা করি। একটা অস্থিরতা কাজ করে। আসলে চেষ্টা করে দেখার মতো অনেক রূপই রয়েছে তো!'

অ্যালিস মুনরোর পর দ্বিতীয় কানাডীয় এবং সাহিত্যের তালিকায় ১৯ নম্বর মহিলা হিসাবে নাম লেখানো কার্সনের সেরা সৃষ্টির ঝুলিটি বেশ বিচিত্র। ১৯৮৬-র 'ইরোস দ্য বিটারসুইট'-এ প্রাচীন গ্রিক ঐতিহ্য ও কামনার ব্যবচ্ছেদ দিয়ে তাঁর শুরু। ১৯৯৮ সালের কালজয়ী পদ্য-উপন্যাস 'অটোবায়োগ্রাফি অব রেড'-এ পৌরাণিক লাল ডানাওয়ালা দৈত্য গেরিয়নকে তিনি বানিয়েছেন আধুনিক এক কানাডীয় তরুণ। ২০১০-এর 'নক্স' গ্রন্থটি আসলে বাক্সবন্দি এক অদ্ভুত স্ক্রোল,

যেখানে মৃত ভাইয়ের স্মৃতির সঙ্গে রোমান কবিতার কোলাজ রয়েছে। এমনকি ২০০২-এ স্যাফোর প্রাচীন গ্রিক কবিতা অনুবাদে হরফ মুছে যাওয়া অংশগুলো বন্ধনী দিয়েই সাজিয়েছেন তিনি, যাতে পাঠক হারিয়ে যাওয়া শব্দের শূন্যতা অনুভব করেন। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক সুসান সনট্যাগ তো বলেইছিলেন, 'কার্সনের যে কোনও লেখা আমি চোখ বুজে কিনে নিই।'

সামনের ডিসেম্বরে রাজা ষোড়শ কার্ল গুস্তাফের হাত থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা মূল্যের মেডেল গ্রহণ করবেন কার্সন। প্রথা ভাঙার এই অনন্য সাহিত্যকৃতিই আজ বিশ্বমঞ্চে নতুন এক উচ্চতায় বসাল তাঁকে।

আট যুদ্ধ থামিয়ে শান্তিতে নোবেল দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ অক্টোবর : নোবেল শান্তি পুরস্কার এবার কে পেলেন তা জানা যাবে শুক্রবার। সেই ঘোষণা করবে নোবেল কমিটি। তার আগে ওই পুরস্কার পেতে ফের একবার নিজের হয়ে সওয়াল করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত এক বছরে আটটি আন্তর্জাতিক সংঘাত সমাধানের দাবি তুলে নোবেল পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে নিজের কূটনৈতিক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন ট্রাম্প। সেখানে নিজের দাবি স্পষ্ট করে তিনি বলেন, 'আমি কোনও বড়াই করছি না, শুধু সত্যিটা বলছি। কোনও প্রেসিডেন্ট হয়তো কখনো যুদ্ধ থামাননি, আমি আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি।' প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে কটাক্ষ করে ট্রাম্প যোগ করেন, 'ওবামা নির্বাচিত হয়েই কিছু না করে নোবেল পেয়েছিলেন।'

তবে নিজের যোগ্যতার কথা বললেও পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প নিজে। তাঁর কথায়, 'কমিটির একটা ইতিহাস রয়েছে, আমার মতো মানুষকে হয়তো ওরা পুরস্কার দেয় না।' গত বছর ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো তাঁর শান্তিপদক ট্রাম্পকে দিয়ে জানান, এই সম্মানের প্রকৃত অধিকারী ট্রাম্পই।

মাস্কের দাবি খারিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : ভারতে উপগ্রহভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা 'স্টারলিঙ্ক' চালু করা নিয়ে এলন মাস্কের বৈষম্যের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিল কেন্দ্র। দেশের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিরপেক্ষ এবং সবার জন্য সমান বলে স্পষ্ট করেছে যোগাযোগ মন্ত্রক।

সম্প্রতি 'এক্স'-এ স্পেসএক্সের সিইও মাস্ক ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, 'একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখতে কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী আমাদের আটকে রাখছে। এটা ভারতের মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ।' পাশাপাশি মণিপুরে উগ্রপন্থীদের স্টারলিঙ্ক ব্যবহারের খবরের উত্তরে মাস্ক জানান, 'ভারতে স্টারলিঙ্কের সংকেত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই এটা ব্যবহারের দাবি একেবারেই সত্য নয়।' দেশের দুর্গম এলাকায় কম খরচে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছোনোই তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

মার্কিন ধনকুবেরের এই বক্তব্য খারিজ করে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'উপগ্রহ যোগাযোগ পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারতে একটি সুষ্ঠু এবং বৈষম্যহীন কাঠামো রয়েছে।' সরকার স্পষ্ট করেছে, জাতীয় নিরাপত্তা ও গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষার স্বার্থে সমস্ত নিয়ম মেনে যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্য দুটি সংস্থা রিলায়েন্স জিও এবং এয়ারটেল-সমর্থিত ওয়ানওয়েবের পাশাপাশি স্টারলিঙ্কও বর্তমানে অনুমোদনের একই প্রশাসনিক ধাপে রয়েছে। এই নিরাপত্তা মূল্যায়ন শেষ হলেই নিয়ম অনুযায়ী স্পেকট্রাম বরাদ্দ করা হবে।

রিলায়েন্স জিও-র প্রধান আকাশ আম্বানি বলেন, 'জিও স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ডে দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। নিজস্ব প্রযুক্তি বানাচ্ছে জিও। আমরা আমাদের কাজটা মন দিয়ে করছি ভারতীয় গ্রাহকদের আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায়।'

রিয়াধে হুথি হামলায় উড়ান বাতিল ভারতের

নয়াদিল্লি ও রিয়াধ, ৮ অক্টোবর : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা। বৃহস্পতিবারের এই হামলার জেরে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত রিয়াধগামী এবং রিয়াধ থেকে ফেরার সমস্ত উড়ান বাতিল করল এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং আকাসা এয়ার। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জানিয়েছে, উড়ান বাতিলের কারণে যাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাঁদের টিকিটের দিনক্ষণ পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন। কেউ টিকিট বাতিল করতে চাইলে তাঁকে পুরো টাকা (রিফান্ড) ফেরত দেওয়া হবে। যাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থেই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত কয়েকদিনে সৌদি আরবের সঙ্গে হুথি বিদ্রোহীদের সংঘাত চরম আকার নিয়েছে। এদিন রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথিদের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়তেই বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিমানে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দর বন্ধ করে দিয়ে সমগ্র চত্বর খালি করে দেওয়া হয়। হামলার দায় স্বীকার করে হুথিদের হুঁশিয়ারি, সৌদির আকাশপথ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে বাধ্য করবে তারা।

গত ৬ এবং ৭ অক্টোবর আভা এবং কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথিদের জোড়া হামলায় ৩ জনের মৃত্যু এবং ৩৬ জন আহত হন। হামলার নিন্দা করে বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, 'অসামরিক পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে এই ধরনের হামলা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

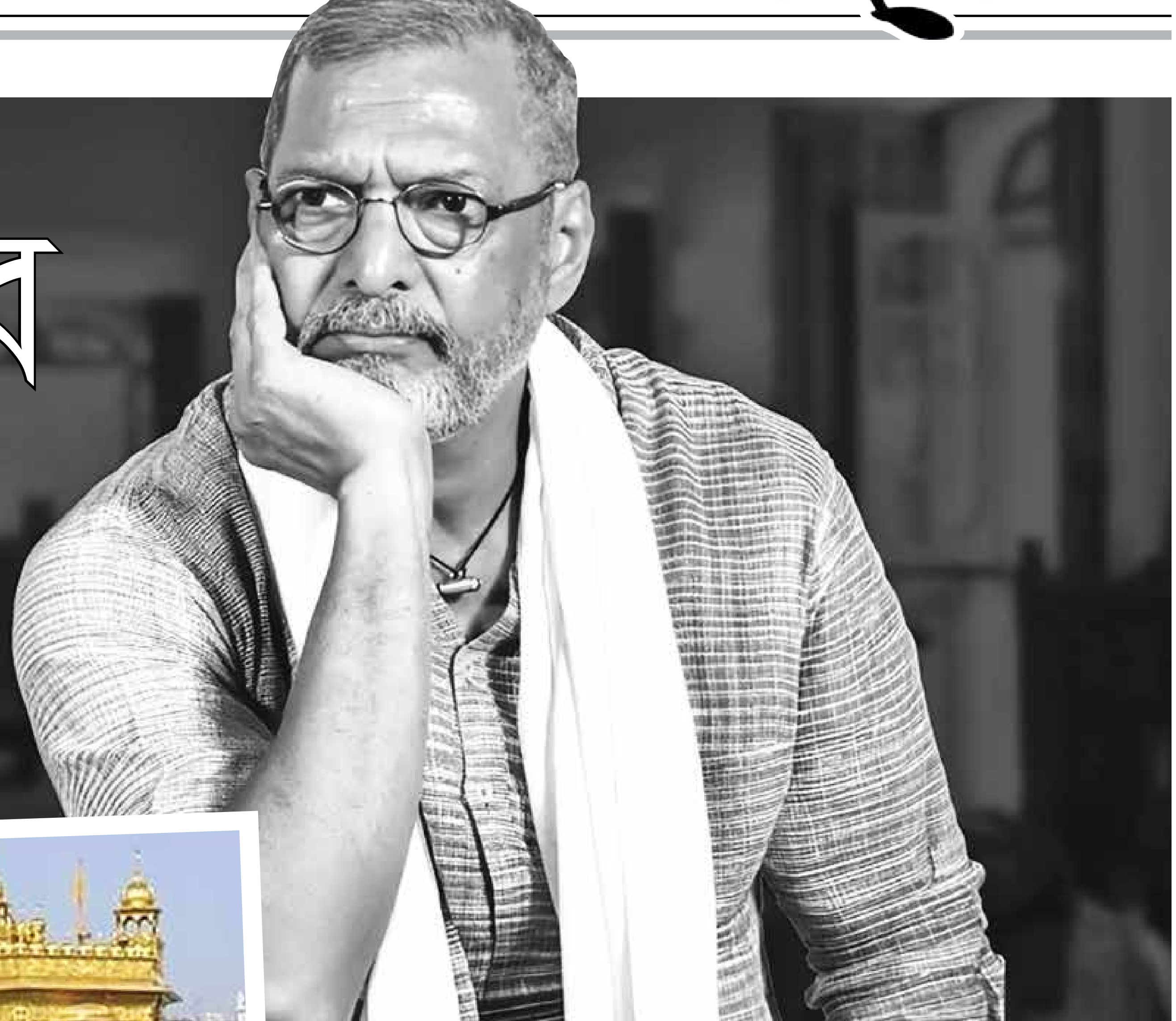

‘নানা’ রঙের দিনগুলি

এক অতলান্তিক চোখ। কখনও রাগি। কখনও নিঃশব্দ। আগুনে অভিনয়। মমতামাখা সংলাপ। ক্ষোভ, হাসি, অভিমান, ক্রূরতা, বিতর্ক—সব এক দেহে। চার দশকেরও বেশি সময়জুড়ে শাসন করেছেন বলিউড। কখনও নায়ক, কখনও খলনায়ক। কৃষকদের বন্ধু তিনি। দর্শকদের নয়ন-মণি। নানা পাটেকরের নানা রঙে বেঁচে থাকার গল্প। সেই রঙের ক্যানভাসেই।

বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ২০। গোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসকেরা জানালেন, আর কিছু করার নেই। বাড়িতেই হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা উঠেছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট চেষ্টা চলল। হৃদয় আর সাড়া দিল না। চলে গেলেন নানা পাটেকর। বয়স হয়েছিল ৭৫। পর্দায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো। বাস্তবে ছিলেন ঢের শান্ত।

তুলি হাতে শুরু: মুরুড-জঞ্জিরার ছেলে বিশ্বনাথ। জন্ম ১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি। পড়াশোনা জে জে স্কুল অফ আর্টে। হাতে ছিল তুলি, সংসারে ছিল টানাটানি। অল্প বয়সেই রোজগারে নামতে হয়েছিল। অভিনয়ে এলেন তারও পরে। প্রথম ছবি ‘গমন’, ১৯৭৮ সালে।

যে ক্ষত শুকোয়নি: আটাশ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন। হৃদরোগেই। বড় ছেলে দুর্বাসা মারা যায় আড়াই বছর বয়সে। সে অসুস্থ ছিল। লোকে কী বলবে, সেই ভাবনা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল। বহু বছর পরে নিজের মুখেই সে কথা মেনে নিয়েছেন।

মায়ের পাশে: নামডাক সত্ত্বেও থাকতেন আন্ধেরির এক কামরার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে মা নির্মলা। ২০১৯ সালে ৯৯ বছর বয়সে মা মারা যান। শেষকৃত্য করেন নানা নিজেই। স্ত্রী নীলকান্তির সঙ্গে আগেই ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। শেষ কটা বছর গোয়ায় একাই কাটান। রেখে গেলেন ছেলে মলহরকে।

উর্দি গায়ে: আটের দশকের শেষে টেরিটোরিয়াল আর্মিতে যোগ দেন। কার্গিল যুদ্ধের সময় সেনাদের সঙ্গে ছিলেন। পরে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হন।

কৃষকবন্ধু: অভিনেতা মকরন্দ অনাসপুরের সঙ্গে গড়েছিলেন ‘নাম ফাউন্ডেশন’। উদ্দেশ্য ছিল মহারাষ্ট্রে খরায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষি পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। এই কাজের কথা লোকে কমই জানে।

শেষ দেখা: ২০১৩ সালে পেয়েছিলেন পদ্মশ্রী। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সিগারেট ছেড়েছিলেন। মাত্র চার দিন আগে গোয়ার একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। কে জানত, সেটাই শেষ।

‘কন্ট্রোল উদয়, কন্ট্রোল।’ এই সংলাপ আর কেউ ওই গলায় বলবে না। যিনি গলা চড়িয়ে কথা বলতেন, তিনিই আজ সবচেয়ে নীরব।

‘নানা’ কথা

চেনা-অচেনায় অভিনেতা নানার জীবন রঙে-রঙিন। অভিনেতার জীবনকথার এক আঁজলা।

আসল নাম বিশ্বনাথ

নানার আসল নাম বিশ্বনাথ পাটেকর। জন্ম ১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুরুড-জঞ্জিরায়। মুম্বইয়ের জেজে স্কুল অফ আর্ট-এ পড়াশোনা করেছিলেন। তবে সংসারে অভাব ছিল, অল্পবয়সেই রোজগার করতে শুরু করেন। অভিনয় এসেছেন অনেক পরে। মঞ্চ দিয়েই শুরু। ১৯৭৮ সালে গমন ছবি দিয়ে তাঁর সিনে সফর শুরু।

পদ্মশ্রী

মূলত হিন্দি এবং মরাঠী সিনেমার অভিনেতা হলেও কাজ করেছেন তামিল সিনেমাতেও। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে প্রহার, এটি তাঁর পরিচালিত ছবিও বটে। আছে খামোশি, দ্য মিউজিকাল, অব তক ছাপ্পান ইত্যাদি। সুবেদার সিনেমায় অনিল কাপুরের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল নানাকে। বিশাল ভরদ্বাজের ও রোমিয়ো সিনেমাতেও অভিনয় করেন। ২০১৩ সালে নানাকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়।

পুত্রের মৃত্যু

১৯৭৮ সালেই নীলকান্তি পাটেকরকে বিয়ে করেন। ২৮ বছর বয়সে বাবাকে হারান। বিয়ের পরে তাঁদের পুত্রসন্তান দুর্বাসা জন্ম থেকেই একটি চোখ সহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিল। ২০২৪ সালের এক সাক্ষাৎকারে নানা নিজেই এ কথা জানিয়েছিলেন। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। ছেলেকে হারানোর সেই অভিজ্ঞতা নানা পাটেকরের জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। পরে নিজের সেই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেন, ছেলের অসুস্থতা নিয়ে মানুষ কী ভাববে, সেই চিন্তাই করতেন তিনি। পরবর্তীতে সেই মনোভাবের জন্য কঠোর আত্মসমালোচনা করেছিলেন। পরে তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র মলহার পাটেকরের জন্ম হয়।

মাকে নিয়ে এক কামরার ঘরে

সফল হবার পরেও আন্ধেরিতে এক কামরার ফ্ল্যাটে মাকে নিয়ে থাকতেন নানা। ৯৯ বছর বয়সে মা মারা যান।

কার্গিল যুদ্ধে

আটের দশকের শেষে টেরিটোরিয়াল আর্মিতে যোগ দেন, কার্গিল যুদ্ধে সৈন্যদের সঙ্গে ছিলেন। পরে সাম্মানিক লেফটেনান্ট কর্নেল হন।

নাম, তবে নামের জন্য নয়

মানুষের পাশে থাকার তীব্র আকুতি ছিল তাঁর। অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরের সঙ্গে শুরু করেছিলেন নাম ফাউন্ডেশন। খরায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নীরবে আরও অনেক কাজই করেছেন, তার কথা কেউ জানে না।

ছেড়েছিলেন সিগারেট

ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সিগারেট ছেড়েছিলেন। মৃত্যুর চারদিন আগে গোয়ায় এক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। সেই শেষ।

রাষ্ট্রপতির শোক

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লিখেছেন, “নানা পাটেকর এমন সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন যা মানুষের হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকবে। সমাজসেবায় নিষ্ঠা, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ প্রতিফলিত হত তাঁর ব্যক্তিত্বে।”

প্রধানমন্ত্রীর শোক

নানা পাটেকরের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শোক প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, “ভারতীয় চলচ্চিত্রে নানা পাটেকরজি’র মতো তীব্রতা, স্বাতন্ত্র্য এবং অনন্য উপস্থিতির অধিকারী অভিনেতার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। প্রতিটি চরিত্রে তিনি অসাধারণ বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতার ছাপ রেখেছেন। তাঁর অভিনীত বহু চরিত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম দর্শকের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকপট। মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করতেন, তা বলতে কখনও পিছপা হননি। হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্রে নানা পাটেকরের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর প্রয়াণে সিনেজগতে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং অগণিত অনুরাগীর প্রতি গভীর সমবেদনা রইল। ওম শান্তি।”

মুখ্যমন্ত্রীর শোক

’ নানা পাটেকরের আকস্মিক প্রয়াণের খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় সিনেমা তার অন্যতম শক্তিশালী, সৎ এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরকে হারাল। ...ব্যক্তি নানা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ... “রুপোলি পর্দার বাইরেও তাঁর সরলতা, বিনয় এবং সামাজিক কাজ ও গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে তাঁর নিঃস্বার্থ ভূমিকা তাঁর ব্যক্তিত্বের মহত্বকে তুলে ধরেছিল। নানা পাটেকরের কণ্ঠ, তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর দীর্ঘ অভিনয়জীবনের উত্তরাধিকার চিরকাল মানুষের মনে অমলিন হয়ে থাকবে।...

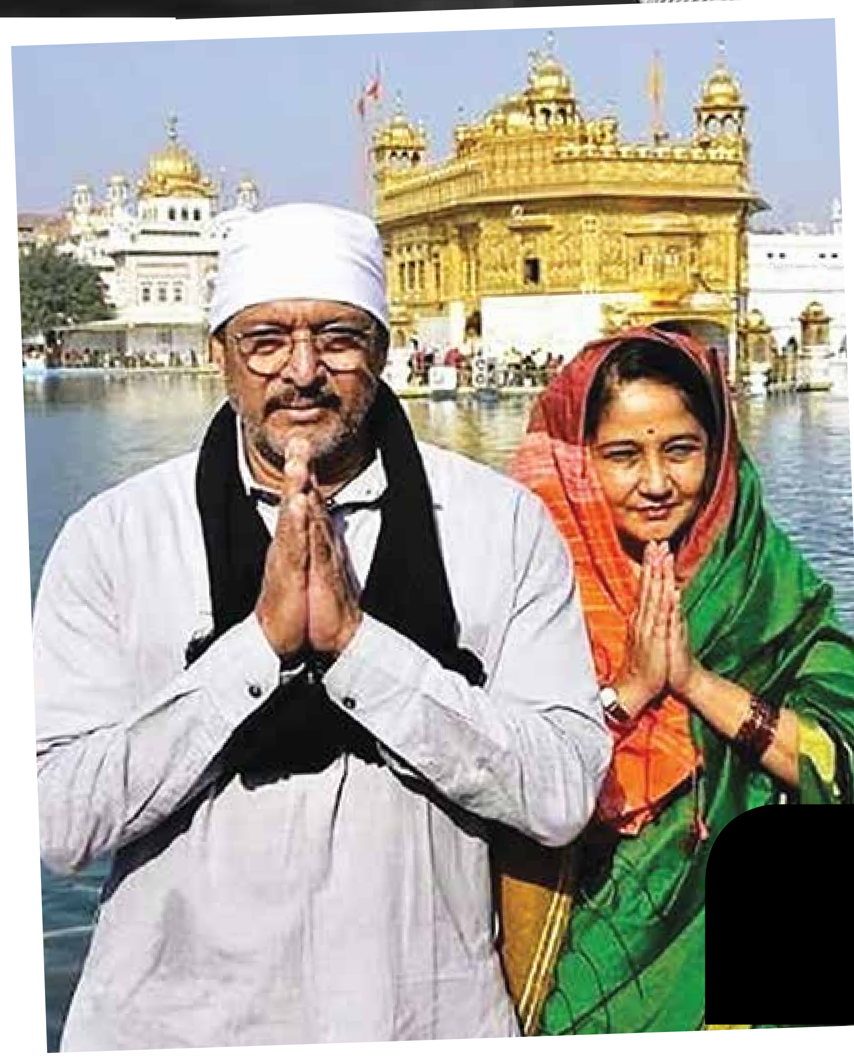

যে মানুষটি নানা পাটেকরের সবচেয়ে বড় আশ্রয়

নীলকান্তি পাটেকরের মুখোমুখি মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলনদেবীকে নিয়ে ‘ব্যান্ডিট কুইন’ সিনেমাটা তখন ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। সীমা বিশ্বাস, মানে যিনি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তখন মিডিয়ার পর মিডিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে চলেছে। কে যেন বলেছিলেন যে, সীমা বিশ্বাসের সঙ্গে নীলু পাটেকরের যোগাযোগ আছে। খুঁজে পেতে নীলু পাটেকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল।

নীলু পাটেকর, মানে নীলকান্তি পাটেকর। মহারাষ্ট্রের মঞ্চ নাটকের সঙ্গে যিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। নাটক-অন্তপ্রাণ এক মানুষ। ব্যাংকে চাকরি করলেও, নাটকই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তবে সীমা বিশ্বাসকে নিয়ে কথার বদলে কথা কিন্তু ঘুরে গেল সম্পূর্ণ অন্যদিকে। বলা বাহুল্য, যাঁর কথা শুরু হল, তাঁর নাম নানা পাটেকর। কারণ এই নীলু বা নীলকান্তি হলেন নানা পাটেকরের প্রাক্তন স্ত্রী। অবশ্য এই পরিচয়টার থেকে নিজেকে নানার বন্ধু বলতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ।

সে সময় কথাটা জানা ছিল না যে, গোটা মুম্বইয়ে এই নীলকান্তি ছাড়া নানার মাথায় তেমন কোনও ছাতা নেই। নীলু পাটেকর, যাঁর সঙ্গে তাঁর আইনত ডিভোর্স কখনোই হয়নি, সেই নারী কিন্তু আলাদা থেকেও নানার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জুড়ে থাকেন।

আপনার বাড়িতে লোকজন আসেন?

কথাটা মজার ছলেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। নীলুও হাসতে হাসতে বললেন–আসে তো। খুব আসে।

নিশ্চয়ই বন্ধু? বা নাটকের কেউ?

নাটকের লোকজনের কথা বলছি না। তাঁরা তো আসেনই। আর আসে বন্ধু।

ছোটবেলার?

নাহ। বড়বেলার। তবে সে বোধহয় এখনও খুব একটা বড় হয়নি–কথাটা বলেই হেসে ফেললেন নীলু।

তারপর নামটা বললেন–নানা।

নানা পাটেকর? – আকাশ থেকে পড়লাম। আমতা আমতা করে বললাম – কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো, মানে আপনার...

ডিভোর্স বলছেন তো? না, এখনও হয়নি। হবেও না। আমরা আলাদা থাকি। ব্যস। এইটুকুই। আসা, যাওয়া, খাওয়াদাওয়া সবটাই বজায় আছে। সবচেয়ে বড় কথা, নানার মা আছেন তো। মা’জির সঙ্গে দেখা করতে আসে নানা।

তারপরে তিনি যা বললেন, সে কথা শোনার জন্যে তৈরি ছিলাম না। তাঁদের দুজনের মধ্যে কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে বা সবচেয়ে ভালো কোনও সময়ের মুখোমুখি হলে পরস্পরকেই সবার আগে ফোন করেন।

তাহলে বন্ধুত্ব আর টান যখন এতটাই, তখন আর কেন... মুখের কথা মুখেই রইল। নীলকান্তি সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন–আলাদা হলাম, তাই তো? আসলে কী জানেন, এক ছাদের নীচে থাকতে গেলে অনেকগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়। সেই শর্তে ভাঙন ধরলে আর একসঙ্গে থাকাটা ঠিক নয়। রোজকার তিক্ততার চেয়ে এটাই তো ভালো। দায় না থাকলে বন্ধুত্বটা জোরদার হয়।

যে সময় কথা বলছিলাম, সে সময় তাঁদের ছেলে মলহারের বয়স বেশি ছিল না। সবে সবে বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু করেছেন তিনি। তখন পড়াশোনাও চলছে। নীলকান্তি জানালেন যে, ছেলের কোনও ব্যাপারে তিনি একা সিদ্ধান্ত নেন না। যে কোনও সিদ্ধান্ত দুজনে মিলে নেন। দরকার হলে বাড়িতে বসে আলোচনা করে, তারপর সিদ্ধান্ত নেন।

নানা সবচেয়ে বেশি আসেন কখন? কোনও উৎসবে? বা জন্মদিনে?

মাথা ধরলে–হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন নানার ভীষণ কাছের বন্ধু নীলকান্তি। বললেন যে, শরীর খারাপ লাগলে যদি শুটিং থেকে সময় বার করে আসতে পারে বা শুটিংয়ের শেষে... সোজা এ বাড়িতে চলে আসে। ঘুমিয়ে পড়লে অনেকসময় আর ফিরতেও পারে না। এখানেই থেকে যায়। আপনার কোনও অভিযোগ নেই? নাঃ। একজন বন্ধু আমার এতটা করছে, এরপরে আর কি অভিযোগ থাকবে? – বেশ সহজ গলায় বলেন নীলকান্তি।

নানার কোন জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি আপনার? – প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েই থতমত হয়েছিলাম একটু। নীলকান্তি কিন্তু অত্যন্ত সহজে বললেন—- ওর মেজাজ।

আর কোন স্বভাবটা আপনাকে আরাম দেয়?

ওর মন। শুধুমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎটার জন্যেই ভাবে সে। নিজের বাকি বর্তমানটা দেশের পিছিয়ে পড়া, আধপেটা খাওয়া, মাটির কাছাকাছি থাকা কৃষক, মজুর, শ্রমিকদের জন্যে একেবারে উজাড় করে দিয়ে আসে নানা। এটা দেখে আমার খুব গর্ব হয়, জানেন?

কিন্তু মিডিয়া তো তাঁকে কভার করে না?

জানলে তবে তো। নানা যেখানে যায়, সেখানে মিডিয়া পৌঁছতে পারবে না। যে নিজেই আলো, তার আর ধার করা আলো নিয়ে কী হবে, বলুন!

হাসতে লাগলেন নীলকান্তি পাটেকর। তাঁর সমস্ত মন আর গভীর বন্ধুত্ব চলকে উঠল ওই হাসিতে। ওই হাসিটাই মুম্বইয়ে নানা পাটেকরের আশ্রয়।

‘শয়তানের মৃত্যু’

নানার প্রয়াণ ঘিরে তনুশ্রীর মন্তব্যে ফের বিতর্ক

নানা পাটেকর আর নেই। ৭৫ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বর্ষীয়ান অভিনেতার। খবর ছড়াতেই ফিরে এল পুরনো বিতর্ক। সামনে এলেন তনুশ্রী দত্ত।

২০০৮। ‘হর্ন ওকে প্লিজ’-এর শুটিং। নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলেন তনুশ্রী। দশ বছর পর, ২০১৮-তে সেই অভিযোগ ফের প্রকাশ্যে আনেন তিনি। দেশজুড়ে শুরু হয় #MeToo আন্দোলনের ঝড়। নানা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেন।

মামলা গড়ায় থানায়। তদন্ত হয়। ২০১৯ সালে পর্যাপ্ত প্রমাণ না পাওয়ার কথা জানিয়ে পুলিশ ক্লোজার রিপোর্ট দেয়। ২০২৫-এ মুম্বইয়ের আদালতও মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। অভিযোগ দায়ের করতে দীর্ঘ দেরির বিষয়টি উঠে আসে আদালতের পর্যবেক্ষণে।

এবার নানার মৃত্যুর পর ফের শিরোনামে তনুশ্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি ভিডিও ছড়িয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, নানার মৃত্যুর খবর শুনেছেন। পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান। কিন্তু এরপরই বলেন, সংবাদমাধ্যমের নজর যেন ‘ইভিল ডেড’-এ আটকে না যায়। তিনি পরে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাবেন বলেও ইঙ্গিত দেন। নানার নাম অবশ্য মুখে নেননি।

আর এতেই ক্ষোভ। নেটিজেনদের একাংশের প্রশ্ন, পুরনো অভিযোগের রেশ কি মৃত্যুর পরেও টেনে আনা উচিত? কেউ বলছেন, মন্তব্যটি অমানবিক। কেউ আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, অভিযোগ আর আদালতের রায়—দুটিকে এক করে দেখা যায় না। নানা নেই। কিন্তু নানাকে ঘিরে সেই বিতর্ক যেন এখনও শেষ হয়নি।

একসময় মৃৎশিল্প ছিল বংশপরম্পরার পেশা। এখন খাটনি বেশি, আয় তুলনায় কম- এই কারণে অনেকেই সরে যাচ্ছেন অন্য পেশায়। তবু সেই স্রোতের উলটো দিকে হাঁটছেন কেউ কেউ। পরিবারের এই কাজের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও নিজের ভালো লাগায় প্রতিমা গড়ছেন, কেউ আবার ফিরিয়ে আনছেন হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক পেশা। দুর্গাপুজোর আগে চার তরুণের গল্প তাই নতুন প্রজন্মের হাতে শিল্পের ব্যাটন এগিয়ে যাওয়ারই গল্প। লিখলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

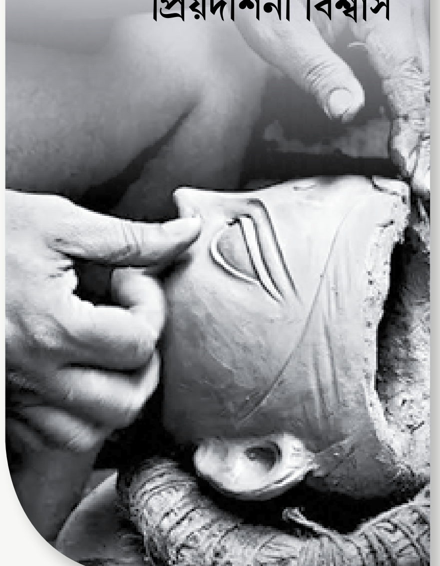

পুরোনো ছাঁচ ভাঙে নতুন হাত

বিক্রমের শৈশব থেকেই শুরু

পাঞ্জিপাড়ার বিক্রম বিশ্বাসের বয়স মাত্র ২৮। এ বছর তিনি তৈরি করেছেন ১০টি প্রতিমা। এই কাজের প্রতি আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। মাত্র ১২ বছর বয়সে কুমোরটুলি থেকে কাদা এনে বাড়িতে নানা জিনিস তৈরি করতেন। ভাঙতেন, আবার নতুন করে গড়তেন।

গ্রামের একটি মন্দিরে দুর্গাপুজো হত। সেখানে প্রতিমা গড়তে আসতেন মৃৎশিল্পী কণ্টক বিশ্বাস। তাঁর কাজ দেখতে দেখতেই শুরু হয় শেখা। মাটি পাড়ানো থেকে প্রতিমা তৈরির নানা ধাপ নিজের চোখে দেখতেন বিক্রম। একসময় ওই শিল্পীর সঙ্গে কাজেও হাত লাগান। কয়েক বছর পর নিজের ইচ্ছেতেই রায়গঞ্জের ভিতরে জগদীশ হালদারের কারখানায় চলে যান কাজ শিখতে। প্রায় ১৩ বছর ধরে সেখানেই কাজ করছেন।

বাড়ির লোক অবশ্য চাকরি করতে বলেছিলেন। কিন্তু বিক্রমের মন ছিল এই হাতের কাজেই। তাঁর কথায়, এখনও নতুন নতুন জিনিস শেখার চেষ্টা চলছে। সামনে পুজো। তাই এখন দিন কাটছে একের পর এক প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততায়।

সঞ্জীবের কাছে সৃষ্টিই স্বস্তি

হাকিমপাড়ার সঞ্জীব সাহার পরিবারে আগে কেউ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ছোট থেকেই তাঁর আলাদা টান ছিল। একেবারে ছোট বয়সে কাদা দিয়ে মা কালীর মূর্তি বানিয়েছিলেন। সেই কাজে ডুবে থাকায় বাড়িতে বকাও খেতে হয়েছে।

কলেজে উঠে একসময় ভেবেছিলেন, এটা হয়তো নিছক শখ। চাকরি করাই ভালো। কলেজ শেষ করে কয়েকটি জায়গায় চাকরিতেও ঢুকেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন মন টেকেনি। শেষপর্যন্ত ফিরে এসে বাড়িতেই জায়গা করে শুরু করেন প্রতিমা তৈরির কাজ।

এ বছর তাঁর তৈরি ফাইবারের মা দুর্গার একটি প্রতিমা পৌঁছেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এখন বাড়ির লোকও বুঝে গিয়েছেন, এই কাজ ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। গণেশপুজো, বিশ্বকর্মাপুজো পেরিয়ে দুর্গাপুজোর ব্যস্ততাও এখন তুঙ্গে। এ বছর চারটি মাটির ও একটি ফাইবারের প্রতিমা তৈরি করেছেন তিনি। বিদেশে পাড়ি দিয়েছে ফাইবারেরটি। কাজের পরিশ্রম প্রচুর। তবু একটি প্রতিমা সম্পূর্ণ হওয়ার পর যে মানসিক শান্তি পান, সেটাই সঞ্জীবের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

MONTE CARLO
100% Cotton T-Shirt
MOULIN ROCK
100 % Cotton Shirt
MRP ₹ 1199/-
NOW ₹ 600/-
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991- 99999

অমিত ফেরালেন হারানো অধ্যায়

অমিত পাল ‘পাল পরিবারের’ ছেলে। কিন্তু বহু যুগ আগেই তাঁদের পরিবারে এই পেশার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। অমিতের হাত ধরেই সেই পুরোনো কাজ ফের ফিরে এসেছে পরিবারে। এখন ইসলামপুরের একটি কুমোরটুলিতে বেশ জাঁকিয়ে কাজ করছেন তিনি। বাবা মিষ্টির দোকানে কাজ করেন। অমিতের মনে হয়েছিল, বংশের পুরোনো কাজটা তাঁকেই ফিরিয়ে আনতে হবে। তাঁর কথায়, এই পেশায় পরিশ্রম অনেক, কিন্তু সেই তুলনায় উপার্জন কম। তাই অনেকেই ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন। তবু নিজের হাতে হারিয়ে যাওয়া কাজটি ফিরিয়ে আনতে পেরে পরিবারের সকলেই খুশি। এবার ১২টি দেবী প্রতিমা তৈরি করছেন অমিত।

নয়নের কাছে শখ নয়, অভ্যাস

হাকিমপাড়ার নয়নজ্যোতি দাস রায়ের বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। চাকরি করেন। তারপরও প্রতিদিন সময় বের করে প্রতিমা তৈরি করেন। ছোট থেকেই ছবি আঁকা এবং পুতুল বানানোর নেশা ছিল। বাড়ির লোক তখন ভাবতেন, এসব বুঝি শিশুসুলভ খেলা।

মায়ের সঙ্গে বাজারে বেরিয়ে প্রতিমাশিল্পীদের কাজ দেখতে বসে যেতেন। মা বাজার সেরে ফেরার সময় তাঁকেও বাড়ি নিয়ে আসতেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পুঁতি, অভ্র, টাইলস, চুমকি সহ নানা উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি করেছেন মূর্তি। তাঁর পরিবারেও আগে কেউ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

এখন অফিসের দায়িত্ব শেষ করে নিয়ম করে প্রতিমা তৈরি করেন নয়নজ্যোতি। তাঁর তৈরি প্রতিমা দেখে পছন্দ হলে বাড়ি থেকেই নিয়ে যান পুজোর উদ্যোক্তারা। এ বছর তাঁর কারখানায় তৈরি হয়েছে ১১টি দুর্গা প্রতিমা।

চারজনের পথ এক নয়। কারও শুরু নিছক শৈশবের কৌতূহল থেকে, কারও কলেজ পেরিয়ে ফিরে আসা, কেউ আবার চাকরির ফাঁকে নিজের ভালো লাগাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর একজন ফিরিয়ে এনেছেন পরিবারের বহুদিনের হারানো পেশা। তাঁদের গল্পে তাই শুধু প্রতিমা তৈরির কথা নেই। আছে নিজের পছন্দকে আঁকড়ে থাকার জেদ, শেখার আগ্রহ এবং একটি শিল্পকে নিজের মতো করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা।

পরম্পরা সবসময় একই পথে এগোয় না। কখনও তা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে, কখনও নিজের হাতে তৈরি হয়। দুর্গাপুজোর প্রতিমার চোখ আঁকার আগে যেমন শিল্পীর হাতে শেষমুহূর্তের যত্ন থাকে, তেমনই এই চার তরুণের হাতেও যেন সেই পুরোনো শিল্পের আগামীদিনের রেখাটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মেডিকেলে দলাদলি, ক্ষুব্ধ আনন্দময়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পালাবদলের পর বিজেপি ঘনিষ্ঠ সংগঠনে যোগদানের হিড়িক সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে। যা নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে মাঝেমধ্যেই কর্মচারীদের বিরোধ হচ্ছে। এবার মেডিকেলে রাজনীতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তাঁর সাফ কথা, ‘এটা রাজনীতি করার জায়গা নয়। গরিব মানুষ এখানে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। তাঁদের পরিষেবা দেওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।’ সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখানে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে নয়, রোগীকল্যাণ সমিতির আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে এসেছি।’

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) বিভিন্ন সরকারি অফিসে সংগঠন তৈরির কাজ করছে। সরকারি অফিসগুলিতে বিএমএস অনুমোদিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংঘের (পশ্চিমবঙ্গ) শাখা তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি কর্মচারী পরিষদ নামে একটি সংগঠন কাজ শুরু করেছে। শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের একটা বড় অংশ পালাবদলের পরে সরকারি কর্মচারী পরিষদে যোগ দিয়েছে। ওই সংগঠনও বিভিন্ন অফিসে তাদের শাখা তৈরির চেষ্টা করছে। ফলে দুই সংগঠনের মধ্যে বিরোধ তীব্র হচ্ছে।

বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সরকারি কর্মচারী পরিষদ সাফাই অভিযান এবং বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি করে। ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকে তৃণমূলের কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয়। তাঁরা পালাবদলের পরে নিজেদের বিজেপি বলে দাবি করে একটা সরকারি সংগঠনের ব্যানার দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ। কর্মচারী কল্যাণ সংঘের রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক মিহিরবরন হালদার বলেন, ‘কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকে তৃণমূলের কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয়। তাঁরা পালাবদলের পরে নিজেদের বিজেপি বলে দাবি করে একটা সরকারি সংগঠনের ব্যানার দেখাচ্ছেন। অথচ বিজেপি বলছে, তাদের এমন কোনও সংগঠন নেই। তাই আমরা বলছি, হঠাৎ বিজেপির নাম নিয়ে কেউ কোথাও সংগঠন তৈরি করবেন না। সরকারি অফিসে বিএমএস অনুমোদিত কর্মচারী কল্যাণ সংঘ রয়েছে। এর বাইরে কোনও সংগঠন নেই।’

অন্যদিকে সরকারি কর্মচারী পরিষদের অফিস সচিব সম্রাট ভৌমিকের বক্তব্য, ‘২০১৪ সাল থেকে এই সংগঠন চলছে। আমরা নেতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে নতুন যোগ দিয়েছি।’

ফুলেশ্বরী বন্ধ রেলগেটের সামনে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

রেলগেট বন্ধে ব্যবসায় ধস, ধর্মঘট

রেলের তাড়াহুড়োয় ক্ষুব্ধ পর্যটনমন্ত্রী

নিতাই সাহা ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। ক্রেতাদের আসা থমকে যাওয়ায় স্তব্ধ হওয়ার জোগাড় ফুলেশ্বরী বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমেছে তীব্র মন্দা। এই পরিস্থিতিতে বন্ধ রেলগেট দিয়ে অন্তত হেঁটে পারাপারের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার ধর্মঘটে শামিল হলেন ফুলেশ্বরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বিকল্প আন্ডারপাসে নিয়মিত জল জমে থাকে এবং সড়কও খানাখন্দে ভরা, যা দিয়ে হেঁটে চলা কার্যত অসম্ভব।

ব্যবসায়ীদের এই অভিযোগে এদিন একপ্রকার সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। আন্ডারপাসের রাস্তা সংস্কার নিয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি ও আপনি যেমন চলতে পারি, ঠিক তেমনভাবেই রাস্তা তৈরি করুন।’ দিনকয়েক আগে তিনি বলেছিলেন, রেল সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে গেটটি বন্ধ করেছে। এদিন অবশ্য বিকল্প পথ সুগম করার আগেই রেল কেন তড়িঘড়ি গেট বন্ধ করল, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, ‘সিদ্ধান্ত নিয়ম মেনে হলেও সময় ভুল। রেলের এত তাড়াহুড়োর কী ছিল! আগে যাতায়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল। মানুষের এই সমস্যার কথা রেলকে জানানো হয়েছে, আশা করি তারা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেবে।’

- রেলগেট সম্পূর্ণ বন্ধ করায় ফুলেশ্বরী বাজারে দেখা দিয়েছে ব্যবসায়িক মন্দা
- ফুলেশ্বরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতি দোকানপাট বন্ধ রেখে এদিন বিক্ষোভ দেখায়
- তবে বাজারের সবজি ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি এই ধর্মঘটের বাইরে থাকে
- বিকল্প পরিকাঠামো না বানিয়ে রেলের তড়িঘড়ি গেট বন্ধ করা নিয়ে অসন্তোষ মন্ত্রীর

এদিকে রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে শুরুতে সবকটি ব্যবসায়ী সংগঠন একজোটে আন্দোলনের ডাক দিলেও শেষপর্যন্ত সংগঠনে ফাটল ধরে। ফুলেশ্বরী সবজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ও খুচরো মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। তবে ফুলেশ্বরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা দোকানপাট বন্ধ রেখে আন্দোলন চালান। রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত হয়ে দিনভর অবস্থান বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বলেন, ‘আন্ডারপাস দিয়ে হাঁটাপথে যাতায়াত একেবারেই অসম্ভব। প্রয়োজনে আমরা এনজেপি-র এডিআরএম অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেব।’ অন্যদিকে, ফুলেশ্বরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী স্পষ্ট জানান, ব্যবসার ক্ষতি রুখতেই এই প্রতিবাদ।

এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বন্দবাসী তেজা দীপক ও সহকারী কার্যনির্বাহী আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার সময় মন্ত্রী শংকর ঘোষ আন্ডারপাসের সংকীর্ণতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার জানান, জল জমার পাশাপাশি আন্ডারপাস এতই সরু যে জরুরি প্রয়োজনে বড় দমকলের ইঞ্জিন ঢোকাই অসম্ভব। জাবরাভিটা আন্ডারপাসের দুর্ঘটনার উল্লেখ করে মন্ত্রী নির্দেশ দেন, পুরনিগমের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে। আন্ডারপাসের নীচে জল জমার সমস্যা নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী স্বীকার করেন, ‘রাতে গর্ত বোজানো হলেও নীচ থেকে জল ওঠায় স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। ব্যারিয়ার বসানোর ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়ো না করলেই ভালো হত।’

আশাবাদী শমীক

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পুরভোট নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলের নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬৩টি ওয়ার্ডই পদ্ম শিবিরের ঝুলিতে আসবে বলে দাবি করেন শমীক। একইসঙ্গে পুরভোট নিয়ে দলীয় নেতৃত্বকে প্রস্তুত থাকার বার্তা দেন তিনি। শমীক বলেন, ‘৩৬৫ দিন বিজেপির প্রস্তুতি চলে। পুরভোট পুজোর পরে বা কালীপুজোর আগে হোক, জিতবে বিজেপি।’

এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ দলের একাধিক তাবড় নেতা। একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে, শংকর শমীককে একটি কাগজ দেখাচ্ছিলেন। পরে ওই কাগজটি জেলা বিজেপির সভাপতির হাতেও দেখা যায়। বৈঠকে আনন্দময় কিছুটা নীরব ছিলেন বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে বিজেপির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন শমীক। তাঁর দাবি, অনেক নতুন সদস্য দলে ঢুকেছেন। তাঁদের মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। কিছু কিছু জায়গায় বিচ্যুতি দেখা গিয়েছে। সেগুলি চিহ্নিত করা হবে। শমীকের কথা, ‘আলোচনা করে সংশোধন করব।’

বৈঠক প্রসঙ্গে বাপি বলেন, ‘সরকারের উন্নয়ন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সবাইকে কাজ করতে বলা হয়েছে। পুরভোট নিয়েও কথা হয়েছে।’

পথে বাম-কং

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারির দাবিতে শিলিগুড়িতে পৃথকভাবে আন্দোলনে নামল কংগ্রেস ও ডিওয়াইএফআই। দিল্লিতে রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধিদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তারির ঘটনার প্রতিবাদে দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেসের তরফে বৃহস্পতিবার কালা দিবস পালন করা হয়। অন্যদিকে, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযান করা হয় বলে জানান সাগর শর্মা। ডিওয়াইএফআই-এর মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযান শেষ হতেই কংগ্রেসের তরফে শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে মিছিল বের করা হয়। নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক। তিনি বলেন, ‘জ্ঞানেশ কুমার চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের নাম যে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।’

উচ্ছেদ নির্দেশ

ইসলামপুর, ৮ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তিতে তিস্তার জমি দখল করে গড়ে ওঠা জবরদখল এবং বস্তিতে মাদক কারবারের রমরমা ঠেকাতে উচ্ছেদ অভিযানের নির্দেশ দিলেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক রুশালী ক্লার। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, নয়াবস্তিতে ৫০টির বেশি পরিবার জবরদখল করে রয়েছে।

মহকুমা শাসক বলেন, ‘মাদকের কারবার নিয়ে একাধিক পুলিশের তরফে অনেক সূত্র পেয়েছি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে তার ভিত্তিতে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছি। উচ্ছেদ অভিযানও চালানো হবে। নাগরিক স্বার্থে সমঝোতা করার প্রশ্নই নেই।’

নিলামে জমি

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কাওয়াখালি এলাকায় দু’ভাগে বিভক্ত প্রায় ৯৬ একর জমি নিলামের মাধ্যমে কয়েকশো কোটি টাকায় নিরানব্বই বছরের লিজে নিল এক প্রোমোটার সংস্থা। এসজেডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় ওই জমি ফিল্ম সিটির জন্য ঠিক করা হলেও পরবর্তীতে এসজেডিএ’র সঙ্গে বরাতপ্রাপ্ত নির্মাণকারী সংস্থার মামলা হয়। সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে যায়। এরপর সুপ্রিম কোর্ট থেকেই নিলামের মাধ্যমে এসজেডিএ-কে নিরানব্বই বছরের লিজ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। দুই ভাগ মিলিয়ে জমির রেট ৪০০ কোটি থেকে শুরু হওয়ায় বিডিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য চল্লিশ কোটি টাকা ধার্য করা হয়। এদিন তাই এসজেডিএ প্রশাসনিক চত্বরজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। কার্যত গোটা এলাকা পুলিশে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো নিলামের মাধ্যমে ৯৯ বছরের লিজ নেওয়া ওই জমি শুধুমাত্র টাউনশিপ তৈরির জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

বিক্ষোভ মিছিল

ইসলামপুর, ৮ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে এসএফআই নেতা-কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিপিএম। বামফ্রন্টের পক্ষেই এদিন এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সিপিএম পার্টি অফিস চৌরঙ্গি মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে ইসলামপুর থানার সামনে পৌঁছায়। সেখানে সিপিএম নেতৃত্ব ও কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

যুব সংসদ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : রাজ্যের পরিষদীয় দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে জেলা স্তরের যুব সংসদ প্রতিযোগিতা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন শিলগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রবিনা তামাং, সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিপিও তারাশংকর প্রামানিক প্রমুখ। ওই কর্মসূচি ছাড়াও কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি স্কুল অংশগ্রহণ করে। তারকনাথ সিন্দুরবালা হাইস্কুল প্রথম হয়। শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল কুইজে জয়ী হয়। তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় হাতিঘিসা হাইস্কুল ও প্রবন্ধ রচনায় মাদাতি হাইস্কুল প্রথম হয়। বিজয়ী স্কুলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন ১০০ অশীতিপরের হাতে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : থিম পুজোয় বিশ্বাসী না হলেও জেন জেডদের টানতে এবার ‘ট্যাগলাইন’ নিয়ে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে মিত্র সম্মিলনী। ‘গল্পে গল্পে সেই সকালবেলা, হিলকার্টে টয়ট্রেন-মণ্ডপে একচালা’—এই ট্যাগলাইন নতুন প্রজন্মের জন্য। রবিবার শততম দুর্গাপুজো উদযাপনের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানাতে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল মিত্র সম্মিলনীর প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, কার্যকরী সভাপতি সুদীপ রাহা, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক প্রদীপ দে প্রমুখ।

সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, ‘পুরোনো দিনের টয়ট্রেন কীভাবে যেত হিলকার্ট রোড দিয়ে, তার রেপ্লিকা তৈরি করে হিলকার্ট রোডেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সময়কার বাসের রেপ্লিকাও থাকছে হিলকার্ট রোডে। মিত্র সম্মিলনীর পুরোনো সময়ের কাঠের মঞ্চের ছবি, নীলনলিনী স্কুলের পুরোনো ছবি, সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি সহ শহরের পুরোনো সময়টাকে নতুন করে একবার তুলে ধরার চেষ্টা করছি।’ তিনি জানান, এই পুজোতেই নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে একটি ট্যাগলাইনও ব্যবহার করা হয়েছে।

মিত্র সম্মিলনীতে পুজোর ইতিহাস

পুজোর দিনগুলোর অনুষ্ঠান নিয়ে সৌরভ বলেন, ‘মহালয়ার দিনে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শততম বর্ষের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের প্রধান গেটের সামনে থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হবে।’ তিনি জানান, মন্ত্রী শংকর ঘোষ, শহরের তিন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, গৌতম দেব ও গঙ্গোত্রী দত্ত এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ আরও অনেকে এতে উপস্থিত থাকবেন। আশি বছরের বেশি বয়সের ক্লাব সদস্য বা সাধারণ নাগরিকদের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। ১১ তারিখ রয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ১২ তারিখ নাটমন্দিরে শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে। সাধারণ সম্পাদকের দাবি, ‘এই স্মারকগ্রন্থে শহরের বিশিষ্ট লেখকেরা শহরের দুর্গাপুজোর ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন, যা একটি ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে।’ ১৩ তারিখ শহরের ১০০ জন অশীতিপর নাগরিককে সংবর্ধনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর শুভারম্ভ করা হবে। ১৪ তারিখ বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে দিনভর বিশেষ আড্ডার আয়োজন থাকছে। ১৫ তারিখ আগমনী অনুষ্ঠান রয়েছে।

সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য জানান, ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দুর্গাপুজো হবে। দশমীর দিন বিসর্জন রয়েছে। ৩১ অক্টোবর বিজয়া সম্মিলনী করা হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

চোখের নীচে টর্চ জ্বালা

গভীর সমুদ্রের ফ্ল্যাশলাইট মাছকে দেখলে মনে হবে যেন এরা মুখের নীচে দুটো শক্তিশালী টর্চলাইট নিয়ে সাঁতার কাটছে। এদের চোখের ঠিক নীচে ছোট থলির মতো অংশে কোটি কোটি আলোকিত ব্যাকটিরিয়া বাস করে, যা উজ্জ্বল সবুজ আলো তৈরি করে। মাছটি চাইলে নিজের চোখের পেশি দিয়ে সেই থলি ঢেকে দিয়ে চোখের পলকে আলো বন্ধ করতে বা জ্বালাতে পারে। অন্ধকারে পথ দেখতে, খাবার খুঁজতে এবং শত্রুকে ভয় দেখাতে এরা এই প্রাকৃতিক টর্চ ব্যবহার করে।

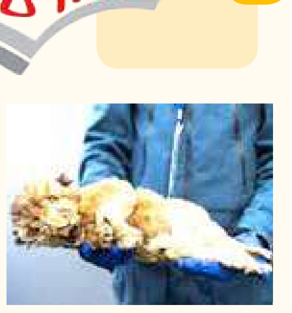

বরফে সংরক্ষিত গুহা সিংহ

সাইবেরিয়ার জমাট বরফের নীচ থেকে বিজ্ঞানীরা এমন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহা সিংহের ছানা উদ্ধার করেছেন, যার বয়স প্রায় আঠাশ হাজার বছর। স্পার্টা নামের এই খুদে সিংহটি বরফের নীচে এমন নিখুঁতভাবে জমে ছিল যে তার সোনালি লোম, নরম থাবা, গোঁফ এমনকি দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত একদম অক্ষত ছিল। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বরফের গভীর শৈত্যে মমিতে পরিণত হওয়া এই প্রাণীটি দেখে মনে হয় যেন সে কয়েক মুহূর্ত আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

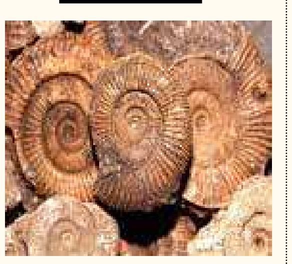

পঞ্চাশ কোটি বছরের প্রাচীন খোলস

নটিলাস নামের সামুদ্রিক প্রাণীটি ডাইনোসরদের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই পৃথিবীর সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে এদের শারীরিক গঠনে সামান্যতম কোনও পরিবর্তন আসেনি। এদের খোলসের ভেতর বাতাস এবং জলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে এরা সাগরের গভীরে ওঠা-নামা করে। এদের চোখের কোনও লেন্স থাকে না, এটি একদম প্রাচীন পিনহোল ক্যামেরার মতো কাজ করে। সাগরের গভীরে এই প্রাণীটি হল পৃথিবীর এক জীবন্ত ফসিল।

মানুষের মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বাতি

আমাদের মাথার খুলির ভেতর থাকা মানব মস্তিষ্ক হল প্রকৃতির এক অবিশ্বাস্য পাওয়ার হাউস। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় আট হাজার ছয়শো কোটি নিউরন রয়েছে। এরা যখন সারাদিন চিন্তা করে, কথা বলে এবং সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কোটি কোটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে একটি সজাগ মানব মস্তিষ্ক প্রায় কুড়ি ওয়াট পরিমাণ অবিরাম বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। এই শক্তি দিয়ে অনায়াসে একটি কম পাওয়ারের আধুনিক এলইডি বাতি জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব।

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ ইএনটি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার 'স্পেকট্রাম-২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। মেডিকেলের ইএনটি বিভাগের প্রধান রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, 'ম্যালিগন্যান্ট টিউমার থেকে শুরু করে অন্য ধরনের অপারেশন কীভাবে হয়, তা দেখানো হয়েছে।'

শেষ হয় না...

প্রথম পাতার পর

রাত পোহালে মহালয়ার ভোর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই কণ্ঠ... জাগো তুমি জাগো...। জলপাইগুড়ি মহালয়ায় শুধু মহিষাসুরমর্দিনী শোনে না। সেই কালচারই নেই। সবাই বেরিয়ে পড়েন। কেউ রাজবাড়ির দিকে। কেউ তিস্তার দিকে। কারও গন্তব্য করলার পাড়। কারও আবার গন্তব্য নেই। শুধু হাঁটেন। অনেকে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কথা বলেন না। মনে হয়, দাঁড়িয়ে থাকাটাই প্রার্থনা। অনেক অপেক্ষার পর মহালয়ার ভোর জলপাইগুড়ির নিজস্ব উৎসব হয়ে ওঠে। যে উৎসবকে বোঝার জন্য মণ্ডপে না গেলেও চলে।

নদীর পাড়, রাজবাড়ির পুকুরের লাল শালুকে, তিস্তার চরের কাশবনজুড়ে পুজো পুজো গন্ধ তখন। বিসর্জনের পরেও ব্যতিক্রমী জলপাইগুড়ি। কদমতলা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির লোকেরা গলা মেলান বন্দনা গীতিতে... 'বিশ্ব জননী মাতা সুরধুনি, সকল সংকটে মুক্তিদায়িনী...।' আট থেকে আশি সবাই। ধার্মিক-নাস্তিকের ফারাক নেই। ধনী-গরিবের ভেদ নেই। প্রথম স্তবক শেষ হতেই হইহই করে ওঠে রাস্তা। হাত ওঠে। কেউ নাচেন। কেউ চিৎকার করেন। তারপর হঠাৎ সব চুপ। রাজপথে সেই নৈঃশব্দ ভেঙে আবার ভেসে আসে- 'জয় ভাগীরথী মকর বাহিনী...।'

পুজোতে কত যে ছোট ছোট গল্প। পাড়ায় পাড়ায় প্রেম জমে। কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করেন। বারবার ফোন দেখেন। ধুর ছাই, ফোনটা বাজছেই না। হয়তো অন্য প্রান্তের মানুষটিও অপেক্ষা করছেন। রাত বাড়লেও মানুষ হাঁটে। ফুচকা খাওয়ার পাশাপাশি তখনও প্রেম চলে। বন্ধুদের সঙ্গে খুনশুটি। শহরের বাইরে থেকে আসা ছোট্ট মেয়েটি এত আলো, এত শব্দের মধ্যে বাবার কাঁধে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা একহাতে মেয়েকে ধরে রাখেন। এর জন্যও বছরভর অপেক্ষা। মণ্ডপ বদলে যায়। আলোর ধরন বদলে যায়। খাবারের দোকান বদলে যায়। মোবাইল বদলে যায়। কিন্তু কিছু কিছু দৃশ্য একই থেকে যায়। যেমন নতুন জুতোর ফোসকা। অষ্টমীর সকালে শাড়ি পরা কিশোরীর মুখে ঘাম মেশানো মেকআপ। প্রথম প্রেমের লজ্জা। হাত থেকে ছুটে যাওয়া লাল গ্যাস বেলুন। বেলুনটা আকাশে উঠে যায়। এই দৃশ্যের জন্যও প্রতিবারের অপেক্ষা।

সবশেষে বিজয়ায় কোথাও ঢাকের তালে এক তরুণ নাচছেন। প্রেমিকা অনেকদিন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। হঠাৎ ফোনে মেসেজ- 'শুভ বিজয়া।' সেই মুহূর্তে বিসর্জনের ঢাকের বাজনা আর তার কাছে বিদায়ের শব্দ থাকে না। ঢাকের আওয়াজে পুরোনো প্রেমের দরজা খুলে যায়। 'আবার কবে বছর পরে...!' কথাটা সাধারণ। কিন্তু একবার উপস্থিত যেন মানুষের বেঁচে থাকা। একদিন সত্যিই পুজো শেষ হয়। করলার জল আবার নিজের মতো বয়ে যায়। তিস্তার জলও। জুবিলি পার্কে আবার আগের মতো বিকেল নামে। শরৎ চলে গেলে হেমন্ত আসে। তিস্তা-করলার জলে শরতের শেষ আলো পড়ে। পরের পুজোর দিন গোনা শুরু হয়। কিছু অপেক্ষা শেষ হয় না। কিছু অপেক্ষা আবহমান!

প্রবাসের পুজো

দূর শহরে মায়ের ঘর

বেঙ্গালুরু, ৮ অক্টোবর : শহরটা বেঙ্গালুরু। চারপাশে অন্য ভাষা, অন্য সংস্কৃতি, অন্য ছন্দ। তবু শরৎ এলেই কোথাও যেন বদলে যায় ছবিটা। ঢাকের শব্দে, ধূপের গন্ধে, শিউলির স্মৃতিতে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের বাংলাও তখন খুব কাছের মনে হয়। কেউ হয়তো কাজের ফাঁকে পুজোর প্রস্তুতি সারছেন, কেউ বাড়ি থেকে আনাচ্ছেন মায়ের পছন্দের শাড়ি। আর কেউ ব্যস্ত ভোগের মেনু নিয়ে। কারণ, মা আসছেন। বাংলার বাইরে থেকেও সেই আনন্দে কোনও কমতি নেই।

বেঙ্গালুরুর নর্থ বেঙ্গালুরু কালচারাল সমিতির দুর্গাপুজো এবার ৪৯ বছরে। এবারের ভাবনা 'শতদল দিব্য পদ্ম'। শত পাপড়ির পদ্ম যেমন পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক জাগরণ ও সম্প্রীতির প্রতীক, তেমনই এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শতশত মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসও যেন সেই পদ্মেরই পাপড়ি। কয়েক প্রজন্মের মিলনেই পূর্ণ হয়ে ওঠে উৎসব।

১৯৭৮ সালে শুরু হয়েছিল যে পথ চলা, প্রায় পাঁচ দশক পরেও তার ধারাবাহিকতা অটুট। পাঁচদিন ধরে ভক্তি আর আনন্দে মা দুর্গাকে বরণ করে নেবেন সমিতির সদস্যরা। ষষ্ঠীতে 'পদ্মপূর্ণা আগমনী'। তারপর বিশেষ পুজো, নাচগান এবং আনন্দমেলা। ঘরে তৈরি বাঙালি খাবার, মিষ্টি আর ভাজাভুজির গন্ধে তখন বেঙ্গালুরুতেই যেন এক টুকরো বাংলা।

সপ্তমী থেকে নবমী প্রতিদিন সকালে দেবীর পুজোর পর থাকবে ভোগ। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীতে প্রতিদিন হাজারের বেশি মানুষ ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করবেন। সপ্তমীর মেনুতে ভাত, মুগের ডাল, বাদাম দিয়ে ঝুরি আলুভাজা, আলু-পটলের তরকারি ও ছানার পায়েস। মহাষ্টমীর প্রথম দিনে খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুনি, চাটনি, পাঁপড় ও রসগোল্লা। দ্বিতীয় দিনে সাদা ভাত, মুগ ডাল, শুক্তো, পাঁচমিশালি তরকারি, পাঁপড়, চাটনি ও রসগোল্লা। মহানবমীতে ফ্রায়েড রাইস, ছোলার ডাল, পাঁপড়, আলুর দম, চাটনি ও ল্যাংচা।

সন্ধ্যা নামলেই অবশ্য পুজো প্রাঙ্গণ বদলে যাবে সাংস্কৃতিক মঞ্চে। স্থানীয় প্রতিভারা কবিতা, শ্রুতিনাটক, নাচগান পরিবেশন করবেন। বিশেষ আকর্ষণ বাংলা ব্যান্ড। মহাষ্টমীতে আবার সকলে মিলে ডান্ডিয়ায় মাতবেন। প্যান্ডেলে থাকবে শাড়ি, সাজগোজের সরঞ্জাম ও নানা খাবারের স্টল। বর্ধমান থেকে আসছে একটি খাবারের স্টল। থাকছে দক্ষিণী খাবারও। সঙ্গে ফুচকা, ঘুঘনি, কচুরি, শিঙাড়া, মিষ্টি— প্রবাসে থেকেও বাঙালির রসনাকে তৃপ্ত করার যাবতীয় আয়োজন।

আর সন্ধিপুজো? অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে মায়ের চরণে নিবেদন করা হবে ১০৮টি পদ্ম ও ১০৮টি প্রদীপ। 'শতদল'-এর ভাবনার সঙ্গে মিশে যাবে সেই ভক্তির আলো।

এই পুজোর ইতিহাসে আরও একটি উত্তরাধিকার জড়িয়ে। ১৯৭৮ সালে প্রতিমা গড়েছিলেন প্রয়াত সুধীর পাল। তাঁর হাতের মৃন্ময়ী মা হয়ে উঠতেন চিন্ময়ী। তাঁর প্রয়াণের পর সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র তরুণ পাল। বাবার হাত ধরে যে সম্পর্কের শুরু, প্রজন্ম পেরিয়েও তা অক্ষুণ্ণ।

বাংলার বাইরে থেকেও তাই পুজো এখানে শুধু পাঁচদিনের উৎসব নয়। এটি শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার পাঁচদিন। যেখানে শহরটা বেঙ্গালুরু হলেও, মায়ের আগমনে মনটা ঠিকই ফিরে যায় বাংলায়।

১৮.৫০ শতাংশ বোনাস

নাগরাকাটা, ৮ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের বটলিফ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে সিদ্ধান্ত হল বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বটলিফ মালিকদের সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১৮.৫০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে। কোচবিহারের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিও একই চুক্তি মেনে চলবে। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাসের টাকা দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে দুশোর বেশি বটলিফ ফ্যাক্টরি এই বোনাস চুক্তির আওতায় এসেছে। প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক ওই হারে বোনাস পাবেন।

শমীকের মন্তব্যে

প্রথম পাতার পর

একাংশের ব্যাখ্যা, রাজ্য সভাপতি বাস্তবটুকু বলতে চেয়েছেন। বর্তমান সরকার বা বিজেপির সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে সব কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। মূলত, সেই পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। সেজন্যই উত্তরবঙ্গ সফরে কোচবিহার ভবন, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের প্রস্তাব দেওয়া ক্যানসার হাসপাতাল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীও বললেন, 'বিজেপি সমস্ত আশ্বাস পূরণ করবে। শমীকদার বক্তব্য বাইরে কেউ ভুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন হয়তো।'

এদিন মাল্লাগুড়িতে সাংগঠনিক জেলা কমিটির অফিস শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনে শমীকের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন মণ্ডল সভাপতি থেকে বিধায়ক, মন্ত্রী ও জেলা নেতৃত্ব। দুর্গার দাবি, 'আমি কিছুই জানতাম না। বিকেল চারটার পরে জেলা স্তরের এক নেতা ফোন করে কর্মসূচির কথা জানান। সেসময় বৈঠক প্রায় শেষের দিকে। আমার পক্ষে তখন আর ফাঁসিদেওয়া থেকে শিলিগুড়িতে গিয়ে বৈঠকে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না।' এরপরই ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক, 'একাধিক বৈঠকে ডাক না পাওয়া নিছক ভুল নয়। জেলা নেতৃত্বের একাংশের কৌশল আর বঞ্চনা। বারবার চলতে পারে না। অভিযোগ জানাবই।' এদিকে, বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু সাহার সাফাই, 'যদি ডাক না পান, সেটা বড় ভুল। তবে যতটা জানি ডাক পেয়েছেন। কোনও কারণে হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেননি। খোঁজ নেব।'

দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, অভ্যন্তরীণ কাজিয়া মেটানো, বেনিয়মে লাগাম এবং আগামীদিনের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে বলতে গিয়ে রাজ্য সভাপতির গলায় ছিল হুঁশিয়ারির সুর। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসলের নাম নিয়ে নেতাদের উদ্দেশ্যে জানান, আপনারা কে কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে কফি খাচ্ছেন বা রফা করছেন, এমনকি কে স্থানীয় থানায় গিয়ে রীতিমতো নির্দেশ দিচ্ছেন, সেই সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নিয়মিত পৌঁছাচ্ছে। কেউ যেন না ভাবেন যে, নেতৃত্ব কিছু জানে না। ইদানীং দলের কিছু নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ঠিকাদারদের সঙ্গে বৈঠক এবং আর্থিক অনিয়মের যে অভিযোগ উঠছে, তাতে অবিলম্বে লাগাম পরানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় স্তরে আরও জনসংযোগ বাড়াতে বলেছেন। দুই মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মনের পাশাপাশি অন্য বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় আরও বেশি করে সময় দিতে বলেছেন শমীক। তাঁর কাছে নাকি অভিযোগ গিয়েছে, নেতা-মন্ত্রীরা এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার আগে স্থানীয় মণ্ডল সভাপতিদের জানানোর প্রয়োজনবোধ করছেন না। এই সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা অবিলম্বে বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সখ্য নিয়েও সরব হন রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'তৃণমূলে ভালো বলে কেউ নেই। আমাদের বিজেপি নেতা চা পরিবেশন করছেন আর তৃণমূল নেতা চেয়ারে বসে সেই চা পান করছেন, এই ছবি যেন আর দেখতে না হয়।' সস্তা রাজনীতি বন্ধেরও কথা বলেন তিনি। এদিনের বৈঠকে যখন যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা এবং মণ্ডল সভাপতিদের কাছে দলীয় কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট কার্ড চাওয়া হয়, তখন উপস্থিত নেতাদের বড় অংশই সদুত্তর দিতে পারেননি। প্রকাশ্যে তৃণমূলকে 'মৃত' বললেও রুদ্ধদ্বার বৈঠকে শমীক বলেছেন, 'সিপিএম এখন একটি পচা রাজনৈতিক শক্তি, যাদের কোনও গণভিত্তি নেই। তাই তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিকভাবে সমালোচনার অভিমুখ ঘুরিয়ে রাখতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।' প্রাক্তন শাসকদলের দুর্নীতি, স্বৈরাচারিতা ও রাজ্যে শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে প্রতিমুহূর্তে তুলোধোনার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

খালেদার স্মৃতিস্থলে ঢাকার গবেষক

ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করার দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর : দেশ ভাগের আগে জলপাইগুড়ি জেলার নয়াবস্তীপাড়ায় শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে বাংলাদেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। বৃহস্পতিবার নয়াবস্তীপাড়ার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন বাংলাদেশের সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন গবেষণা সংস্থার আধিকারিক প্রদীপ চন্দ্র। তাঁর দাবি, খালেদার শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত এই জায়গাটিকে ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এমনকি ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্মৃতিফলক তৈরি করা যেতে পারে বলে প্রদীপ মতপ্রকাশ করেন।

নয়াবস্তীতে গিয়ে যে জায়গায় খালেদাদের বাড়ি ছিল বলে দাবি করা হয়, সেই জায়গাটি ঘুরে দেখেন প্রদীপ এবং পুরোনো বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনেন নানা স্মৃতি ও তথ্য। তাঁর বক্তব্য, 'অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে এই জায়গার যোগ রয়েছে। শুধু একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের শৈশবের স্মৃতি হিসেবেই নয়, দেশভাগের আগে জলপাইগুড়ি ও পূর্ব বাংলার মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগের সাক্ষ্য হিসেবেও জায়গাটির গুরুত্ব রয়েছে।' তিনি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন বলেও জানিয়েছেন। ওই রিপোর্ট বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসে পাঠাবেন। খালেদা-পুত্র

জলপাইগুড়িতে গবেষক প্রদীপ চন্দ্র।

তারেক রহমান এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ফলে তিনি তাঁর মা ও দাদুর স্মৃতিবিজড়িত জলপাইগুড়ির নয়াবস্তীপাড়ার এই জায়গাটিকে ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিতে পারেন বলে প্রদীপ মনে করেন।

স্থানীয়দের দাবি, বর্তমানে নয়াবস্তীপাড়ায় ব্যাপটিস্ট চার্চের কাছাকাছি এলাকায় একটি বাড়িতে খালেদার বাবা ইসকান্দার মজুমদার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। নয়াবস্তীর সুনীতিবালা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে খালেদা পড়াশোনা করেছেন বলেও দাবি। তবে পুরোনো নথি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই তথ্যের কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি।

প্রমাণ না থাকলেও স্থানীয় মানুষের কথায় খালেদার স্মৃতি বেঁচে রয়েছে। নয়াবস্তীর ভোলা মণ্ডল বলেন, 'আমার প্রয়াত দিদি সীয়ন মণ্ডলের সঙ্গে খালেদা জিয়া পড়াশোনা করতেন। খালেদা জিয়ার সেই পুরোনো বাড়ি আর নেই। তৈরি হয়েছে নতুন বাড়ি। সেখানে অন্য পরিবার বসবাস করে।' সুনীতিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, '১৯৬৮ সালের বন্যায় স্কুলের বহু নথি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। অন্যান্য সরকারি রেকর্ড খুঁজে দেখলে প্রকৃত ইতিহাস পরিষ্কার হতে পারে।'

দেশভাগের পর খালেদার পরিবার জলপাইগুড়ি ছেড়ে পূর্ব বাংলায় চলে যায় বলে দাবি। তখন নয়াবস্তীতে থাকা তাঁদের বাড়ি ও জমি বিক্রি হয়ে যায়। কয়েক দশক সেই স্মৃতি চাপা পড়ে থাকলেও খালেদার মৃত্যুর পর নয়াবস্তীর পুরোনো ইতিহাস নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

প্রশান্ত নিখোঁজই

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেই কাজটা আদৌ হবে বলেও মনে করছেন না নিহতের শ্যালক। তাঁর কথায়, 'সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার যে নির্দেশ হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হবে বলেও আমার মনে হয় না।' আইনজীবী মহলে কানাঘুষো শোনা গিয়েছে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন প্রশান্ত। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন ফিরিয়েছিল। তদন্তকারীদের খাতায় প্রশান্ত বর্মন এখনও নিখোঁজ। মঙ্গলবারের নির্দেশে অবশ্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে তাঁর বেতন বন্ধ হওয়ার কথা।

আগের দিনের শুনানিতে হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে দুটি তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছিল রাজ্য। কিন্তু কেন প্রশান্তর বেতন চালু রয়েছে, তার সদুত্তর দিতে পারেনি। প্রশান্ত আত্মসমর্পণ না করায় আপাতত পরবর্তী শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মামলাকারী সংগঠন। ওই সংগঠনের প্রসূন মৈত্র বলেন, 'এখনই আমরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করব না। ১৪ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন সমস্ত বিষয় জানানো হবে। আশা করছি, রাজ্য সরকার ওঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুপ্রিম কোর্টে যা খরচ, তাতে ক্যাভিয়েট দাখিল করার পরিস্থিতি নেই। প্রয়োজন বুঝে পদক্ষেপ করা হবে।'

ধর্ম পরিবর্তন নয়, বার্তা শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

এদিন পশুহত্যা নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। তিনি বলেন, ১৯৫০ সালের পশুহত্যা বন্ধের আইন কার্যকর হবে। কোনও 'গোমাতা'র উপর হাত দিতে দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে একই সঙ্গে সভায় উপস্থিত মানুষকে মিলেমিশে থাকার এবং একসঙ্গে থাকার বার্তাও দেন।

সবশেষে মাদ্রাসা নিয়েও কড়া নির্দেশের সুর শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেন, মাদ্রাসাগুলিতেও পূর্ণাঙ্গভাবে 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে। বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত সভায় উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় পরিচয়, ধর্ম পরিবর্তন এবং সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিত্রের মন্তব্য, 'উনি তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নন বলেই মনে হচ্ছে। উনি শুধুই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী। উনি এইসব কথাবার্তা বলে মানুষের মধ্যে যে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন, সেই দায় একদিন না একদিন ওঁকে নিতেই হবে।'

ভাগবতের কাছে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে বর্ধমানের উল্লাসে আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভাগবতের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক একান্তে বৈঠক করেন শুভেন্দু। আজই দু'দিনের সফরে রাজ্যে এসেছেন আরএসএসের সরসংঘচালক। শুক্রবারও বর্ধমানে কর্মসূচি রয়েছে ভাগবতের। রাজ্যে পালাবদলের পরে আরএসএসে সদস্য বেড়েছে। ফলে বাংলায় সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছে সংঘ। পাশাপাশি সারা দেশেও সংঘের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশে ৪৪টি প্রান্ত থেকে বেড়ে মোট ১১০টি প্রান্ত তৈরি করার তোড়জোড় এখন তুঙ্গে।

টের পেয়েছিলেন নানা

প্রথম পাতার পর

চালান চিকিৎসকরা। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ভোর ৫টা ২০ মিনিটে অভিনেতাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এরপর গোয়া মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের পর স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁর দেহ।

নানার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অভিনেতা শাহরুখ খান, মিঠুন চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তীরা। মোদি লিখেছেন, 'নানা পাটেকরজির মতো তীক্ষ্ণ, স্বকীয়তা এবং অনন্য উপস্থিতি খুব কম অভিনেতারই ছিল। তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও বহুমুখী প্রতিভাও অবিস্মরণীয়।'

নানার আকস্মিক প্রয়াণে গোয়া পুলিশ 'চিকিৎসায় গাফিলতি' সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছে। পুনে থেকে গোয়ায় পৌঁছেছেন পুত্র মলহার পাটেকর। মহারাষ্ট্র সরকারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুনের ডনজে এলাকায় নিজের খামারবাড়িতে এই প্রবাদপ্রতিম অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়।

নানার সংলাপ শুধু সিনেমার সংলাপ হয়ে থাকেনি, ঢুকে গিয়েছে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়। আসলে তাঁর অভিনয়ের একটা নিজস্ব ব্যাকরণ ছিল। সংলাপ বলতে বলতে আচমকা থেমে যাওয়া। এক মুহূর্তে গলার স্বর উঁচুতে তুলে পরের মুহূর্তেই নামিয়ে আনা। চোখের দৃষ্টি বদলে দেওয়া। শরীর সামান্য এগিয়ে দেওয়া বা পিছিয়ে নেওয়া। কখনও একটি শব্দকে এমনভাবে উচ্চারণ করা, যেন তার ভিতরেই গোটা একটি বাক্য লুকিয়ে আছে।

মারাঠি থিয়েটারের মঞ্চ থেকে জেজে স্কুল অফ আর্টস হয়ে বলিপাড়ায় পা রেখেছিলেন বিশ্বনাথ পাটেকর, যাঁকে তামাম দর্শক পরে চেনেন 'নানা' নামে। ১৯৭৮ সালে 'গমন' ছবির মাধ্যমে হিন্দি সিনেমায় পা পড়ে নানার। 'অঙ্কুশ'-এর বেকার রকবাজ রবি থেকে 'পরিন্দা'-র কুখ্যাত গ্যাংস্টার আন্না কিংবা 'ক্রান্তিবীর'-এর প্রতিবাদী প্রতাপনারায়ণ তিলকের অগ্নিগর্ভ চরিত্র তাঁকে এনে দেয় জাতীয় পুরস্কার। আবার 'খামোশি'-র মূক-বধির বাবা কিংবা 'নটসম্রাট'-এর অবসরপ্রাপ্ত মঞ্চাভিনেতার বেদনাময় চরিত্রে তাঁর সংযত অভিনয় প্রমাণ করেছে তাঁর বহুমুখী অভিনয় প্রতিভার ব্যাপ্তি। 'প্রহার', 'অগ্নিসাক্ষী', 'অব তক ছপ্পন' থেকে 'ওয়েলকাম'-এর কৌতুক চরিত্রে অভিনয়ে তিনটি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই শিল্পীর গুণপনা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ও প্রায় প্রশ্নাতীত।

রুপোলি পর্দার জাঁকজমকের পিছনে ঢাকা ছিল নানার আপাত অনাড়ম্বর, বোহেমিয়ান জীবনের লড়াই। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সংসার চালাতে প্রতিদিন ১৬ কিলোমিটার হেঁটে ৩৫ টাকা বিনিময়ে সিনেমার পোস্টার ও জেব্রা ক্রসিং আঁকার কাজ করতেন তিনি। 'প্রহার' ছবির প্রস্তুতির জন্য সেনাবাহিনীতে কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়ে পরে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রির হয়ে লড়াইও করেছিলেন। পরে 'নাম ফাউন্ডেশন' গড়ে বিদর্ভ ও লাতুরের খরাপীড়িত সমস্ত কৃষক পরিবারের হাতে নিজের উপার্জিত অর্থ তুলে দিয়েছিলেন নীরব দানবীর নানা।

নানার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ মেজাজ ও বিতর্ক। 'যশবন্ত' ছবির সেটে অভিনেত্রী মধুকে না জানিয়ে সত্যিকারের চড় মারা হোক বা 'পরিন্দা'র শুটিংয়ে বিবাদ, তাঁর 'মেথড অ্যাক্টিং' ও স্পষ্টবাদিতাকে অনেকে বদমেজাজ বলে ভুল বুঝতেন। অন্যদিকে, ২০১৮ সালে 'হর্ন ওকে প্লিজ' ছবির সেটে অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের আনা যৌন হেনস্তার অভিযোগ বলিউডে 'মি টু' আন্দোলনের সূচনা করে। যদিও ২০১৯ সালে প্রমাণের অভাবে আদালত নানাকে অব্যাহতিও দেয়।

তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা বিনোদন দুনিয়া। বন্ধুবিয়োগের যন্ত্রণায় বিদ্ধ মিঠুন চক্রবর্তী বলেছেন, 'নানা ছিলেন খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষ। রাগী বলে যে পরিচয়টা অনেকের মনে ছিল, তার আড়ালে ছিল সাহায্যপ্রবণ, সাদাসিধে এক মানুষ।'

আজ সেই মানুষটি নেই। নেই 'কন্ট্রোল, উদয়, কন্ট্রোল' বলে নিজেকে সামলানোর সেই কণ্ঠ। নেই 'আ গয়ে মেরি মওত কা তামাশা দেখনে' বলে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা সেই চোখ। তবু নানা থেকে যাবেন। দর্শকের হৃদয়ে। চিরকাল।

পরপর দুইবার শিল্ড জয়

প্রথম পাতার পর

সেই এগারোজন এদিন বর্তমান কোটিপতি তারকাদের খেলা দেখলে অখুশিই হতেন। ২২ বার শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। তাও আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে। ১৯৭৬-'৭৭ মরসুমের পর প্রথমবার একই বছরে কলকাতা লিগ ও আইএফএ শিল্ড জিতল মোহনবাগান। সামির জেলজকোভিচের করা গোলে ৯০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হল ম্যাচও। হেরো ইস্টবেঙ্গল তো বটেই বিজয়ী দলের খেলা দেখেই বা মন ভরল কোথায়? বিরক্তি উদ্রেককারী ফুটবল দেখে বাড়ি ফিরলেন হাজার চল্লিশেক দর্শক। মাঝে মাঝে চড়া মেজাজে হাতাহাতি করে গ্যালারিকে উত্তেজিত করা ছাড়া ফুটবলাররা ম্যাচে সেভাবে কোনও ভালো মুহূর্ত তৈরি করতে ব্যর্থ। দুই দলের ফুটবলারদেরই প্রচণ্ড ক্লান্ত লেগেছে গোটা ম্যাচজুড়ে। এই ব্যাপারে অবশ্য মোহনবাগানের থেকেও খারাপ অবস্থা ইস্টবেঙ্গলের। এদিন অত্যন্ত খারাপ ফর্মে ছিলেন লাল-হলুদের মাঝমাঠের দুই স্তম্ভ মহম্মদ বসিম রশিদ ও জিকসন সিং। ফলে মাঝমাঠের দখলই নিতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ডিফেন্সে আনোয়ার আলির থাকা আর না থাকার পার্থক্য পরিষ্কার। জাতীয় দলে খেলে ক্লান্ত থাকার জন্যই সম্ভবত তাঁকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কথা মাথায় রেখে আর নামাননি আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ঠিক একই কথা বলতে হয় মোহনবাগানের মাঝমাঠে আপুইয়াকে নিয়েও। তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। তবে মাঝমাঠে তাঁর জায়গায় জেলজকোভিচ অসাধারণ না হলেও, খুব খারাপ খেললেন না। ৫৫ মিনিটে হেড করতে উঠে সন্দীপ মান্ডির সঙ্গে মাথায় লেগে মাথা ফেটে যাওয়ার পরেও প্রায় শেষপর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্যই হয়তো ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন দেজান ড্র্যাজিচ।

বিরতির বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে গোল মোহনবাগানের। এদিন শুরুতে নড়বড়ে লাগলেও ওই গোলের কিছু আগে থেকে খানিকটা হলেও খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করেন লি এরউইন, জেলজকোভিচরা। গোলটার শুরু এরউইনের পা থেকে। তাঁর বাড়ানো বল সাহাল আব্দুল সামাদ ধরার সময়ে সামনেই ছিলেন দিয়েগো জিভুলিচ। তিনি বলটা ট্যাপ করতে পারেননি। সাহালের তোলা বল পূর্বা লাচেনপার মাথার উপর দিয়ে গোলে ঠেলেন জেলজকোভিচ। এদিন শুরু থেকেই দুই দলের খেলার মধ্যে ছিল কেমন যেন একটা অনীহার ছাপ। ফলে কোনও সময়েই খেলা সাংঘাতিক দর্শনীয় কিছু হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে শুরুর মিনিট ৩৫ মোহনবাগানকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে তারা গোল করতে পারে। শুধুমাত্র লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেই যা চেষ্টা করছিলেন আক্রমণের ধার বাড়ানোর। বাকিরা এতই সাদামাঠা যে গোলমুখ খুলছিল না। এই নতুন বিদেশিদের মধ্যে জেলজকোভিচ, ড্র্যাজিচ ও এরউইনকে খারাপ বলা যাবে না। তবে এর আগে মোহনবাগানে যেসব বিদেশি খেলে গিয়েছেন, সেই জনি কাউকো, গ্রেগ স্টুয়ার্টরা তো আলাদা পর্যায়েরই। এমনকি দিমিত্রিস পেত্রাতোস কী জেসন কামিন্সদের সেরা ফর্মের সময়কার ধারেকাছেও এঁরা নন। তেমনি কোচও কিন্তু আগেকার হুয়ান ফেরান্দো, হাবাস, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাদের পর্যায়ের নন। মোহনবাগানের এই গ্রিক কোচ সাহসী হতে জানেন না। তাই গোলসংখ্যা বাড়ানো নয়, বরং গোল ধরে রাখতে ব্যস্ত হল দিলম্পেরিসের দল। ম্যাচের শেষদিকটা তো রীতিমতো ডিফেন্সিভ হয়ে গেল মোহনবাগান। এই সময়টা বারবার কর্নার আদায় করেও গোল তুলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের একেবারে শুরুতে এডমুন্ড লালরিনডিকা সহজ সুযোগ নষ্ট করেন এবং শেষদিকে লুকাস জেলোনস্কির হেড দুর্দান্ত সেভ করেন বিশাল কেইথ। এছাড়া ইস্টবেঙ্গলের তেমন সুযোগই নেই। সেখানে এরউইন, ছাঙ্গতে, মেহতাব সিংরা অন্তত বেশকিছু সুযোগ তৈরি করে নেন।

বল পজেশন থেকে সুযোগ তৈরি, সবেতেই এগিয়ে থাকার দাম পেল মোহনবাগান। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরুর আগে এই জয়ে নিশ্চিতভাবেই আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ডুরান্ডে হারের জ্বালা জুড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপাতত চাকরিও বাঁচিয়ে নিলেন দিলম্পেরিস। উলটোদিকে আল সোর্তার বিপক্ষে ম্যাচের আগে এই হার লাল-হলুদ শিবিরের কাছে অশনিসংকেত। মাঝের পাঁচটা দিন এবার কাজে লাগাতে হবে আনোয়ারদের।

ইস্টবেঙ্গল : লাচেনপা, হার্দিক, জিভুলিচ, নুঙ্গা, সন্দীপ (বিষ্ণু), জয় (লুকাস), জিকসন, রশিদ, বিপিন (লোবা), র‍্যামিরেজ ও এডমুন্ড (ডেভিড)।

মোহনবাগান : বিশাল, মেহতাব, রাহুল, আলবার্তো, অভিষেক, ছাঙ্গতে (থাপা), টাংরি, জেলজকোভিচ, ড্র্যাজিচ (সুহেল), সাহাল (মনবীর) ও এরউইন (লিস্টন)।

পুরস্কৃত খালিদ

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার অ্যাট রিস্ক-২০২৬' পুরস্কার পেলেন ২০২০ দিল্লি হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তিহার জেলে বন্দি উমর খালিদ। এদিন ডাবলিনে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যদিও সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যেতে পারেননি খালিদ। এদিন খালিদ ছাড়াও সম্মানিত করা হয় ইরানের মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী আন্দোলনের মুখ আহমেদরেজা হায়েরি, অ্যাঙ্গোলার লরিন্ডা ম্যানুয়েল গোরিন্ডা, ব্রাজিলের আদা ভিক্টোরিয়া কায়েতানো এবং সার্বিয়ার লিলিয়ানা নেসিচ-কে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত কর্মীদের জন্য বেতন কমিটি গঠনের দাবি করা হয়। সকলের জন্য পেনশন ব্যবস্থা পুনরায় চালু সহ সবমিলিয়ে ছয় দফাকে সামনে রেখে আলোচনা করা হয়। এই সমাবেশে শংকর চক্রবর্তী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ২২তম আইএফএ শিল্ড জয় মোহনবাগানের। উচ্ছ্বসিত আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিং, শুভাশিস বসু, বিশাল কেইথরা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

‘আইএসএলের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে’

ঘোষণা জেলজকোভিচের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে গোল করে তিনি বাগান জনতার নয়নমণি। গ্যালারি থেকে তাঁর নামে উঠল স্লোগান। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জার্সিতে শিল্ড জয়ের অনুভূতি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে ভাগ করে নিলেন শিল্ড জয়ের নায়ক সামির জেলজকোভিচ।

আইএফএ শিল্ড জয়ের অনুভূতি

অসাধারণ অনুভূতি। আমরা ডুরান্ড কাপের পর প্রচুর পরিশ্রম করেছি। আজকে জিততে মরিয়া ছিলাম। এই জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।

ডুরান্ড ফাইনালে হার

ওই হারটা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। আমরা ওই ম্যাচে কী ভুল করেছিলাম, সেটা জানতাম। ডুরান্ড ফাইনালে হারটাই আমাদের বাড়তি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

দলের খারাপ ফর্ম

গত একমাস আমাদের জন্য কঠিন ছিল। ডুরান্ড, কলকাতা লিগ একসঙ্গে খেলতে হয়েছে। আবার জাতীয় শিবিরে মনবীররা (সিং) চলে যায়। এই ম্যাচের আগে প্রথমবার পুরো দল একসঙ্গে অনুশীলন করেছি।

ফাইনালে গোল

ডার্বি ম্যাচে গোল করার অনুভূতিটাই আলাদা। গোলের সুযোগ পেয়ে কাজে লাগিয়েছি। এই গোলটা আমার একার নয়, দলের সকলের গোল।

সামনেই আইএসএল

শিল্ড জয় আইএসএল শুরুর আগে আমাদের বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে আইএসএলের প্রস্তুতি শুরু করব। সত্যি বলতে এই প্রতিযোগিতায় মাঠে নামার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি।

একাধিক পজিশনে খেলা

এটা আমার জন্য একটু কঠিন। কিন্তু মোহনবাগানের স্বার্থে যে কোনও পজিশনে খেলতে তৈরি। দলের জয়টাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

গোলের আনন্দে লাফ সামির জেলজকোভিচের। ছবি : ডি মণ্ডল

শারদীয়ার আমেজ মহারণের মঞ্চেও

ফাইনালের আগে ধুনুচি নাচ ও ঢাক বাজিয়ে আইএফএ শিল্ডকে স্বাগত।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আগে ফুটবলপুজো।

শরতের আকাশে পুজোর আমেজ। সেই আবহে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বাঙালির আবেগের মহারণ। তা মাথায় রেখেই ম্যাচ আয়োজনে চমক বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার।

ম্যাচ শুরু হতে তখনও আধঘণ্টা বাকি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ভিআইপি গ্যালারিতে ঢোকার মুখে রাখা একটি রোলস রয়েস। তাতেই শোভা পাচ্ছে ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড। গাড়ির দুই পাশে ঢাকিরা ঢাক বাজাচ্ছেন। গাড়ির সামনে চলছে ধুনুচি নাচ। তখন শিল্ডের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত সমর্থকরা।

ব্রাজিল-উরুগুয়ে মেগা ম্যাচ শেষ হয়েছে। তার একদিনের মধ্যে ডার্বির আয়োজন। বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আইএফএ-র সামনে। সেই চ্যালেঞ্জ ভালোভাবেই সামলাল বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। ম্যাচ আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি তারা। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই আকাশের মুখ ভার। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি। পাঁচটা নাগাদ ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। মাঠে দর্শক হবে কি না, তা নিয়েই তখন দুশ্চিন্তায় আইএফএ কর্তারা। বৃষ্টি থামতে ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামের আশপাশে সমর্থকরা ভিড় করা শুরু করেন। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভিড় তুলনায় বেশি। বহুদিন পরে ডার্বিতে ফেভারিট লাল-হলুদ। সদ্য ডুরান্ড কাপ জিতেছে। এএফসি-র মূলপর্বেও যোগ্যতা অর্জন করেছে। দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা। এদিন ইস্টবেঙ্গল জনতার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের কাছে আবার ম্যাচটা বদলার। ডুরান্ডে ৪-১ গোলে হারের ক্ষত এখনও দগদগে। কলকাতা লিগ জিতলেও বাগান জনতার মন ভরেনি। তাই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মাঠে হাজির বাগুইআটির বিশেষভাবে সক্ষম কমলেশ কিংবা বাখরাহাটের প্রীতমের মতো সমর্থকরা। ম্যাচ যখন শুরু হল, গ্যালারির অনেকাংশই ফাঁকা। কিন্তু ম্যাচ যতই গড়িয়েছে, দর্শকের সংখ্যাও বেড়েছে। বৃষ্টির মধ্যেও মাঠে হাজির হাজার চল্লিশেক দর্শক। ড্যানি র‍্যামিরেজ কিংবা লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের উদ্দেশ্যে উঠল স্লোগান। মেগা ম্যাচের আবহ কেটে গিয়ে বাংলার ফুটবলের চেনা ছবিটাই ফের দেখা গেল বৃহস্পতিবার।

ভুবির অভিজ্ঞতার প্রশংসায় সীতাংশু

শ্রেয়সদের লক্ষ্য ধারাবাহিকতা

রাঁচি, ৮ অক্টোবর : খেলা হবে রাঁচির মাঠে। টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

লখনউয়ে প্রথম ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে দিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর শ্রেয়স আইয়ারের ভারতের একমাত্র লক্ষ্য জয়ের ছন্দ ধরে রাখা। ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলা। সঙ্গে সাফল্যের নয়া নজির গড়া। পাশাপাশি শাই হোপের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজে প্রথম জয়ের আশায় মরিয়া হয়ে রয়েছে।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের আসন্ন যুদ্ধ ছাপিয়ে আচমকাই হাজির একটা নাম, ভুবনেশ্বর কুমার। চলতি সিরিজের দলে তিনি নেই। কিন্তু তারপরও চার বছর পর টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পেয়েছেন ভুবি। ভারতের আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন তিনি। এহেন ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তন নিয়েই মেতে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। শুধু টিম ইন্ডিয়া বললে ঠিক হবে না। বরং লিখতে হবে ভুবিতে আচ্ছন্ন ভারতীয় ক্রিকেটও।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : রাঁচি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

এভাবেও ফিরে আসা যায়! ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের মাঠেই শেষ টি২০ ম্যাচ খেলেছিলেন ভুবি। মাঝের সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট, আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে নিয়মিত পারফর্ম করেছেন। তারপরও ‘বন্ধ’ থাকা টিম ইন্ডিয়ার দরজাটা ভাঙতে পারছিলেন না তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া প্রধান অজিত আগরকারের সুবাদে ব্রাত্যই থাকতে হচ্ছিল ভুবিকে। আগরকার জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে অতীত হতেই সুযোগ ভুবির। সঙ্গে ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফদেরও সুর বদল!

সন্ধ্যার জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের অনুশীলন ছিল। সেই অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সীতাংশু চমকপ্রদভাবে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভুবনেশ্বরকে। শুধু তাই নয়, ভুবির মতো ‘অভিজ্ঞ’ ক্রিকেটার যে ভারতীয় দলের সম্পদ হতে পারেন, সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলের আসরে ভুবির ধারাবাহিক পারফরমেন্সের কারণে জাতীয় নির্বাচকরা ওকে দলে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া অভিজ্ঞতার মূল্য তো সবসময় দিতেই হবে।’ প্রশ্ন হল, ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সহকারীর ‘অভিজ্ঞতার’ প্রয়োজনের কথা আচমকা মনে হল কেন?

সীতাংশুর মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চলছে জল্পনা। যার রেশ হয়তো সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে। আর তার মধ্যেই কালকের ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ নিয়ে চলছে আলোচনা। দুই শিবিরই তৈরি। ক্যারিবিয়ানরা শুধু বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে শ্রেয়সদের থামানো যেতে পারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবির সেই প্রশ্ন খুঁজবে, সেটাই স্বাভাবিক। তুলনায় শ্রেয়সের ভারত রয়েছে ফুরফুরে মেজাজে। ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই। ফলে বৈভব সূর্যবংশীকে আরও অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। বৈভবকে খেলতে দেখা নিয়ে রাঁচিতে প্রবল উন্মাদনা থাকলেও মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের অপেক্ষা করতে হবে বলেই খবর।

তিন বছর পর রাঁচিতে টি২০ ম্যাচ হতে চলেছে। জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে অতীতে যখনই ম্যাচ হয়েছে, দেখা গিয়েছে বড় রানের ম্যাচ। শুক্রবারও তেমনই সম্ভাবনা রয়েছে। মাহি আগামীকাল মাঠে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও শেষপর্যন্ত তিনি মাঠে হাজির হবেন কি না, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। এমন অবস্থায় ভুবনেশ্বর আলোচনার মাঝে টিম ইন্ডিয়ার চরৈবেতির মঞ্চ তৈরি। হোপরা ‘অঘটন’ ঘটাতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ঈশান কিষান। রাঁচিতে বৃহস্পতিবার।

মুম্বইয়ের অনুশীলনে উইকেটকিপার যশস্বী জয়সওয়াল।

উইকেটকিপিং ‘অস্ত্রে’ শান দিচ্ছেন যশস্বী

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : ব্যাটিং তাঁর প্রথম পছন্দ। ভারতীয় টেস্ট দলের নিয়মিত ওপেনার তিনি। মাঝেমধ্যে বোলিংও করেন। যদিও সাদা বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সংসারে এখনও নিয়মিত হতে পারেননি যশস্বী জয়সওয়াল। আর সেই নিয়মিত হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের প্রস্তুতিতে নতুন ভূমিকায় দেখা গেল যশস্বীকে। মুম্বইয়ের অনুশীলনে উইকেটকিপারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এমন দৃশ্য নিশ্চিতভাবেই চমকে দিয়েছে অনেককেই। যশস্বী নিজে অবশ্য সেই দলে নেই। বরং যশস্বীর মনে হচ্ছে, ব্যাটিংয়ের পাশে তিনি যদি উইকেটকিপারের ভূমিকা পালন করতে পারেন, তাহলে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে একদিনের ও টি২০ ক্রিকেট খেলতে সমস্যা হবে না। শেষপর্যন্ত যশস্বীকে ভারতীয় দলে উইকেটকিপারের ভূমিকায় আগামীদিনে দেখা যাবে কিনা, সময় বলবে। তার আগে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের অনুশীলন শেষে অধিনায়ক সিদ্ধেশ লাড বলেছেন, ‘যশস্বী সম্প্রতি উইকেটকিপিং শুরু করেছে। অনুশীলনে নিয়মিতভাবে কিপিংও করছে। মুম্বইয়ের পাশে ভারতীয় দলের হয়েও ও কিপিং করতে চায় বলে জানিয়েছে আমায়। আপাতত এটা ওর লক্ষ্য। যদিও কেন এমন পরিকল্পনা, তার ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে।’

সামির প্রত্যাবর্তনের আশায় অশ্বীন

চেন্নাই, ৮ অক্টোবর : ভুবনেশ্বর কুমার ফিরেছেন। এবার মহম্মদ সামিও টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেন।

সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের টি২০ দল নির্বাচনের সময় সামির নাম নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তারপরই আজ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বীন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন, সামির প্রত্যাবর্তন হতেই পারে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের পদ থেকে অজিত আগরকারের বিদায়ের পর তাৎপর্যপূর্ণভাবে অশ্বীন বলেছেন, ‘অজিত এখন জাতীয় নির্বাচক কমিটির অংশ নয়। হয়তো ওর ভাবনা ছিল তরুণদের বেশি করে সুযোগ দেওয়া। অজিত সরে যাওয়ার পর নির্বাচক কমিটির ভাবনা বদলেছে। বিসিসিআই এখন অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকেছে। ভুবির সুযোগ পাওয়া তার প্রমাণ। আমার মনে হয়, ভারতীয় দলের আগামীর লক্ষ্যে সামিরও সুযোগ পাওয়া উচিত। হয়তো সুযোগ পাবে ও।’

শেষ পর্যন্ত সামির ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কি না, সেটাই এখন দেখার।

হার ভারতের মেয়েদের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ৪-০ গোলে হারল ভারতের মহিলা দল। জোড়া গোল করেন পেটুকোভা কিরা। বাকি দুইটি করেন ভিস্টুনোভা ইয়ানা ও শেইনা ইয়ানা।

শিল্ড হাতছাড়া, আক্ষেপ নেই হাবাসের

খেতাব জিতে তৃপ্ত কোচ দিলম্পেরিস

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : ম্যাচ শেষ হতেই মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত আকাশের দিকে ছুড়ে দিলেন প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করে তিনি কতটা তৃপ্ত তা তাঁর অভিব্যক্তিতেই ফুটে উঠল।

ইন্টারনেটে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও সবুজ-মেরুনের গ্রিক কোচকে নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। অতীতে কোচ হিসেবে তিনি কোনও ট্রফি জিতেছেন এমন পরিসংখ্যানও নেই গুগলে। তবে তা ঠিক নয়। কোনও দেশের প্রথম সারির ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পারলেও এর আগে একাধিক খেতাব জিতেছেন দিলম্পেরিস। সংখ্যাটা এক বা দুই নয়। মোহনবাগানকে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করার আগেও পাঁচ-পাঁচবার শিরোপার স্বাদ পেয়েছেন প্যানোস। বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে গ্রিক কোচ যখন কথাগুলো বলছিলেন, তাঁর চোখেমুখে তৃপ্তির হাসিটা লেগেই রয়েছে।

ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের কাছে সেই ফাইনালে ৪ গোল হজমের পর কম কাটাছেঁড়া হয়নি প্যানোসের পরিকল্পনা নিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সবুজ-মেরুন শিল্ড খোয়ালে তাঁর ওপর চাপ আরও বাড়ত। এই পরিস্থিতিতে খেতাব জয় নিঃসন্দেহে আইএসএলের আগে আরও উদ্বুদ্ধ করবে মোহনবাগানকে। অথচ শিল্ড শুরুর আগে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব নিয়ে একটা সময় নিজেই সন্দিহান ছিলেন দিলম্পেরিস। এদিন শিল্ড হাতে তোলার পর তিনি বলছিলেন, ‘নিঃসন্দেহে, এই শিরোপা আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে। প্রথম যখন শিল্ডে খেলার কথা হয়, তখন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমরা কতটা লাভবান হব তা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম। তবে ইতিহাস জানার পর বুঝেছি শিল্ড আমাদের কাছে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমর্থকদের জন্য এই খেতাবটাও জিততে হবে।’ যদিও এই জয়কে ডুরান্ড কাপ ফাইনালের বদলা হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি।

কোচ হিসেবে প্যানোসের প্রথম সাফল্য তাঁর নিজের দেশ গ্রিসেই। সেখানকার স্থানীয় একটি দলকে পঞ্চম ডিভিশন থেকে দ্বিতীয় ডিভিশনে তুলে এনেছিলেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রেও নীচের সারির দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। মোহনবাগানকে শিল্ড জিতিয়ে ভারতীয় ফুটবলেও কোচ হিসেবে নিঃসন্দেহে আলাদা একটা জায়গা করে নিলেন প্যানোস। এবার লক্ষ্য আইএসএল। চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে প্যানোসের এতদিনের অধরা স্বপ্নও বোধহয় পূরণ হবে। কোনও সমালোচনায় কান দিতে নারাজ তিনি। বললেনও, ‘কে কী বলছে, তা নিয়ে আমি পরোয়া করি না। নিঃশব্দে নিজের কাজটা করে যেতে চাই।’

এদিন মাথায় আঘাত পাওয়ার পরও অবলীলায় ম্যাচের বাকি সময়টা খেলে গিয়েছেন দেজান ড্র্যাজিচ। শিল্ড ফাইনালে ম্যাচের সেরাও তিনিই। ম্যাচের পর তাঁর মাথায় আটটা সেলাই পড়েছে। ম্যাচের পর সেই ড্র্যাজিচ বলছিলেন, ‘আমার দেশ সার্বিয়াতেও বেলগ্রেড ডার্বি বিখ্যাত। তাই এই ম্যাচের গুরুত্ব আমার অজানা নয়। আঘাত পাওয়ার পরও তাই কিছু না ভেবে খেলে গিয়েছি। নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চেয়েছি।’

অন্যদিকে ম্যাচ শেষে বাগান শিবির যখন উৎসবে মাতোয়ারা, সেদিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তবে তিনি জানালেন, শিল্ড হাতছাড়া হলেও আক্ষেপ নেই। বরং তাঁর মাথায় ঘুরছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ। লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস বলে গেলেন, ‘শিল্ড ফাইনাল হলেও বেশি ঝুঁকি নিতে পারলাম না। সামনেই এএফসি-র ম্যাচ রয়েছে। সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘শিল্ড ফাইনালে পুরো শক্তি নিয়ে খেলতে গিয়ে কোনও ফুটবলার চোট পেলে আমাদেরই ক্ষতি হত। আমার কাছে এএফসি-ই এখন প্রথম গুরুত্ব।’

ম্যাচ শুরুর আগে কুশল বিনিময়ে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ছবি : ডি মণ্ডল

শ্রীলঙ্কার নয়া অধিনায়ক কুশল

কলম্বো, ৮ অক্টোবর : শ্রীলঙ্কা টেস্ট দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ধনঞ্জয় ডি সিলভা। আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সকালেই প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী প্রজন্মকে সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে ধনঞ্জয় যেদিন দায়িত্ব ছাড়লেন, সেদিনই শ্রীলঙ্কার নয়া টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে কুশল মেন্ডিসের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। কুশল শ্রীলঙ্কা দলের অন্যতম সিনিয়ার ক্রিকেটার। দীর্ঘসময় ধরেই তিনি জাতীয় দলে রয়েছেন। এহেন কুশলের উপরই ভরসা রাখল শ্রীলঙ্কা। ৭৫ টেস্টে ৪৮৩৬ রান করা কুশলের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে আগামী মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজে।

লক্ষ্মীরতনের ক্লাসে ‘বাধ্য’ ছাত্র অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৮ অক্টোবর : জীবনটাই বদলে গিয়েছে। আর সেই বদলে যাওয়া জীবনে ফের ক্রিকেটের হাওয়া ফেরাতে এখন মরিয়া তিনি।

৩৬ দিন হাজতবাসের পর অভিষেক পোড়েল এখন জামিনে মুক্ত। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকেও প্রবলভাবে পাশে পেয়েছিলেন তিনি। মূলত লক্ষ্মীরতনের জন্যই বাংলার রনজি স্কোয়াডেও জায়গা পেয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক। বড় অঘটন না হলে রবিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম রনজি ট্রফি ম্যাচে খেলছেন অভিষেক। বাংলা দলের অন্দরমহল থেকেই এমন ইঙ্গিত মিলেছে।

অনুশীলনের ফাঁকে অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে আলোচনায় লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

পাশাপাশি আজ সকালে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে বাংলা দলের অনুশীলনে কোচ লক্ষ্মীরতন যেভাবে আগলে রাখছিলেন অভিষেককে, বারবার কথা বলছিলেন, বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন দল তাঁর থেকে কী চায়- তারপর অভিষেকের মাঠে ফেরা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের ক্লাসে বাধ্য ছাত্রের মতো আজ অন্তত দুই ঘণ্টা টানা অনুশীলন করেছেন অভিষেক। কখনও নেটে ব্যাটিং করেছেন। কখনও উইকেটকিপিং করেছেন। আবার কখনও বা কোচ লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে গোটা মাঠ চক্কর দিয়েছেন। অভিষেককে নিয়ে দীর্ঘসময় অনুশীলন প্রসঙ্গে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, ‘অভিষেকের জীবনে যা ঘটেছে, সবই এখন অতীত। অত্যন্ত প্রতিভাবান অভিষেককে দ্রুত মাঠে ফেরাতেই হবে আমাদের।’

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

সঞ্জয় ধর : শুভ জন্মদিন দাদা। আজ প্রথমবার তোর জন্মদিনে এতটা দূরে। তবে দূরত্বটা বেশি হলেও ভালোবাসাটা কমেনি, একই রকম অটুট আছে। তোর জীবনের প্রতিটা দিন যেন আনন্দে ভরে থাকে। তোর ওই হাসিমুখটা আমার জীবনের আলো। ভালো থাকিস, সুস্থ থাকিস। ইতি, তোর বোন **শর্মি**।

সালমাদের অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : রাজ্য সরকারের তরফে বুধবার ৭৮ জন খেলোয়াড়কে সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। ৭৮ জনের মধ্যে ৩৩ জন খো খো খেলোয়াড়। যার মধ্যে ৯ জন শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার খেলোয়াড়। তাঁরা হলেন সালমা মাঝি (সাফ গেমসে সোনাজয়ী), জ্যোতি বিশ্বকর্মা (জাতীয় গেমসে পদকজয়ী), জাহিদা খাতুন (জাতীয় গেমসে পদকজয়ী), সঞ্চারী ঘোষ (জাতীয় গেমস পদকজয়ী), পলাশ পাল (ভারতীয় দলের খেলোয়াড়), সঞ্জিত মহন্ত (ভারতীয় দলের খেলোয়াড়), মনোজ সরকার (এশিয়ান খো খো চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী দলের সদস্য), অনুকূল সরকার (পদক জয়ী) ও মাম্পি সরকার (জাতীয় গেমসে পদক জয়ী)। মহকুমা খো খো সংস্থার তরফে এই নয়জনকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

সেমিফাইনালে আদিবাসী ক্লাব

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ অক্টোবর : দানস্রাং ক্লাবের ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দক্ষিণ মাদারিহাটের আদিবাসী ক্লাব। বৃহস্পতিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতেছে মাকড়াপাড়ার বেঙ্গল টাইগারের বিরুদ্ধে।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে শ্রদ্ধা রোনাল্ডোর

লিসবন, ৮ অক্টোবর : মাঠে তাঁরা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। দুই মহাতারকার অনুরাগীরা কখনো-কখনো তাঁদের একে অপরকে শত্রুর তকমাও দিয়ে দেন। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সেই দুই নক্ষত্রের একটি অস্তমিত হল। আর্জেন্টিনার আকাশি নীল-সাদা জার্সিকে বিদায় জানালেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিদায়ের দিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পেছনে ফেলে মেসির প্রতি শ্রদ্ধা উজাড় করে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

মেসির বিদায়ি ম্যাচের পর সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় মেসি লেখেন, 'গতকাল আমার শেষ ম্যাচ ছিল, আর এখনই নীল-সাদা জার্সিটার কথা খুব মনে পড়ছে। আমি জানি যে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। এই যাত্রাটা অবিশ্বাস্য ছিল।' বিদায়ি বার্তায় সতীর্থ, সমর্থক, ক্লাব থেকে কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনাকেও স্মরণ করেন তিনি। ওই পোস্টেই প্রতিক্রিয়া জানান রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা লিখেছেন, 'লিও, এত বছর নিজের দেশের হয়ে লড়াই করে তুমি যে ইতিহাস তৈরি করেছ, তা চিরকাল থেকে যাবে। আর্জেন্টিনার হয়ে তুমি যা অর্জন করেছ, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা।' দুই কিংবদন্তির এমন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

ব্যালন ডি'অর মঞ্চে একসময় নিয়মিত ছিলেন নেইমার. মেসি, রোনাল্ডোরা।

খেতাব জয়ের পর ফোটোসেশনে ময়নাগুড়ি কলেজের হ্যান্ডবল দল।

চ্যাম্পিয়ন ময়নাগুড়ি কলেজ

উত্তরের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় ও ময়নাগুড়ি কলেজের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ কলেজ মহিলাদের হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হল ময়নাগুড়ি কলেজ। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ১৪-১ গোলে ফালাকাটা কলেজকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা ময়নাগুড়ি কলেজের সুস্মিতা রায়। তার আগে প্রথম সেমিফাইনালে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায় ময়নাগুড়ি। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজকে হারিয়ে ফালাকাটা ফাইনালে ওঠে।

ইস্টবেঙ্গল কর্তার ওপর চড়াও

নিগৃহীত সংবাদমাধ্যমও

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালের পর ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা দেবব্রত সরকারের (নীতুদা) ওপর চড়াও হলেন বেশকিছু সমর্থক। তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করা হয়। পুলিশ সমর্থকদের না সরিয়ে উলটে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরকেই ওখান থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়।

শ্রেয়সদের লক্ষ্য ধারাবাহিকতা

- খবর এগারোর পাতায়

বাঘা যতীনের রোড রেস কাল ভোরে

আজ শিলিগুড়ি পৌঁচ্ছাবেন ভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহালয়ার রোড রেসে পতাকা দেখাতে শুক্রবার বিকেলেই শিলিগুড়ি পৌঁচ্ছে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কার হয়ে টেস্টে ৩৫৫ ও ওডিআইয়ে ৪০০ উইকেট নেওয়া চামিন্ডা ভাস। আগামী বছর আইপিএলে তাঁকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিং টিমে দিল্লি ক্যাপিটালসের বোলিং কোচ হিসেবে দেখা যাবে। তার আগে শনিবার বাঘা যতীনের ১০, ৫ ও ২ কিলোমিটার রোড রেসের সূচনা করবেন তিনি। মহালয়ার দিন ভোর ৬টায় দৌড় শুরু হবে। পুরুষ ও মহিলাদের ১০ কিলোমিটার দৌড় হাসমি চকে শুরু হয়ে এয়ারভিউ মোড়, সেভক মোড় ঘুরে জিটিএস ক্লাবের সামনে দিয়ে বাঘা যতীন ক্লাবে এসে শেষ হবে। পুরুষ ও মহিলাদের ৫ কিলোমিটারের দৌড়ের সূচনাও হবে হাসমি চকে। পরে সেটি হিলকার্ট রোড থেকে ডানদিকে ঘুরে সেভক মোড় থেকে পানিট্যাংকি মোড় দিয়ে বাঘা যতীন ক্লাবে এসে শেষ হবে। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের প্রস্তাবে এবারই প্রথম শুরু হওয়া ৮ থেকে ১২ বছর বয়সি ছেলে ও মেয়েদের ২ কিলোমিটার দৌড় হাসমি চকে শুরু হয়ে এসডিও-র বাংলোর সামনে দিয়ে চিলড্রেন্স পার্ক হয়ে বাঘা যতীন ক্লাবে শেষ করবে।

তৃতীয় হয়ে ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি দল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

স্কুল ফুটবলে তৃতীয় শিলিগুড়ি

আলিপুরদুয়ার, ৮ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল মাঠে গোল করে প্রকৃত থাপা, রিজ্জাল লামা ও ফাইনালের সেরা সৌরভ লাকরা। প্রতিযোগিতার সেরা বিকি ওরাওঁ। তৃতীয় হয়েছে শিলিগুড়ি। টাউন ক্লাব মাঠে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তারা ৪-০ গোলে জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে জয় পায়। দেব তামাং হ্যাটট্রিক করে। শিলিগুড়ির অন্য গোলটি বিভোর ওরাওঁয়ের।